উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,১০৪.৭৯ (+৫১২.৩৪)

নিফটি : ২৫,২৯১.১০ (+১৪৬.৮০)



ফের খুনের হুমকি বিগ বি-কে ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১৬°	২৯°	১৬°	২৯°	১৭°	২৮°	১৬°



বেঁচে ফিরব না, খোলা চিঠি ইমরানের ৯



কমিশনকে সুপ্রিম কাঠগড়ায় তুলল ইন্ডিয়া ৯

শিলিগুড়ি ৩০ কার্তিক ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 17 November 2026 Tuesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 178

আরও এনকাউন্টার



ইঙ্গিত সুকান্তের

এই ধরনের এনকাউন্টার চলবে। আগামীদিনে আরও হবে।

সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফেরাতে পুলিশের ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য এনকাউন্টার দরকার।

বিরোধীরা যত সমালোচনাই করুক না কেন, দুষ্কৃতী দমনে ও পুলিশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে এনকাউন্টার চলবে।

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পঞ্চমেই শেষ নয়। এনকাউন্টারে হয়তো লাগাম পরছে না বঙ্গে। খোদ রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সোমবার এই ইঙ্গিত দিলেন। তাঁর কথায়, 'এই ধরনের এনকাউন্টার চলবে। আগামীদিনে আরও হবে।' নিজের বক্তব্যের সপক্ষে সুকান্তের যুক্তি, 'রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিগত সরকারের কারণে তলানিতে ঠেকেছিল। দুষ্কৃতীর বদলে সাধারণ মানুষ পুলিশকে ভয় পেত। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার ছিল। সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফেরাতে পুলিশের ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য এনকাউন্টার দরকার।'

তাঁর সাফ কথা, বিরোধীরা যত সমালোচনাই করুক না কেন, দুষ্কৃতী দমনে ও পুলিশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে এনকাউন্টার চলবে। বঙ্গে বিজেপি মন্ত্রীসভার সদস্যদের মুখে একই সুর। পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, 'এনকাউন্টার হবেই। পুলিশকে গুলি করলে, নারী নির্যাতন করলে, শিশুদের ধর্ষণ করে খুন করে দিলে কি ছেড়ে দেওয়া হবে?' পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কথায়, 'পুলিশ আর গুলি খাবে না, বরং দুষ্কৃতীদের ওপরে পাঠিয়ে দেবে।'

একধাপ এগিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, তিনি এই এনকাউন্টারকে সংবিধান বহির্ভূত বলে মনে করেন না। তাঁর কথায়, 'বিচার ব্যবস্থায় অনেক দেরি হয়। কিন্তু মানুষের চাহিদা থাকে দ্রুত শাস্তির। তাছাড়া অভিযুক্ত গুলি চালিয়েছিল বলেই তো পুলিশকে পদক্ষেপ করতে হয়। গুলি খেয়ে পুলিশ তো আর রসগোল্লা খাওয়াবে না।'

এনকাউন্টারের পক্ষে রবিবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, পুলিশকে গুলি করলে পুলিশ কি বাতাসা খাওয়াবে? ২৪ ঘণ্টা পর সোমবার মেদিনীপুরে অবশ্য কিছুটা অন্য সুর ছিল তাঁর কথায়। সেখানে এক সভায় ভাষণে কিছুটা সতর্ক মন্তব্য করেন শুভেন্দু। তাঁর ভাষায়, 'ড্রাগ নেশামুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের জিরো টলারেন্স। গুন্ডামি করবেন না। পুলিশকে গুলি করবেন না। আইন হাতে তুলে নেবেন না। ছোট ছোট বাচ্চাদের শারীরিক নির্যাতন, খুন- এসব করবেন না। খুব খারাপ হবে। একটাকেও ছাড়া হবে না।'

তবে এনকাউন্টার বা বাংলাদেশে চলে যান এমন শব্দ সোমবার তাঁর মুখে ছিল না। গত ৬ মাসের বিজেপি শাসনে এনকাউন্টার শুরু হয়েছিল বারুইপুরে। পরে গাইঘাটা, রায়গঞ্জ, সামশেরগঞ্জ ও সর্বশেষ রবিবার বীরভূমের নানুরে এনকাউন্টারে মোট ৫ জনকে নিকেশ করেছে পুলিশ। পুলিশকে এসব ব্যাপারে খোলা ছুট

এরপর বারোর পাতায়

তুলি ধরে কুয়াশা যখন



হেমন্তেই হিমেল বাতাস। শিলিগুড়িতে সোমবার। ছবি : সূত্রধর

ছটেও দাপট শব্দ দৈত্যের

সংঘর্ষে জখম ১, গ্রেপ্তার ১ তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : এত সচেতনতামূলক প্রচার, আলোচনা, লেখালেখি। কিন্তু নিট ফল? যে-কে-সেই! কালীপুজোয় শব্দবাজি শিলিগুড়িতে দারুণ দাপট দেখিয়েছিল। মানুষ প্রচণ্ড ভুগেছে। দীপাবলির পর্ব মেটায় আপাতত শব্দদানবের হাত থেকে রেহাই মিলল বলে যাঁরা মনে করেছিলেন ছটপুজো তাঁদের ভুল বলে প্রমাণিত করেই ছাড়ল। শব্দদানব আবারও দারুণ দাপট দেখাল। দোসর হিসেবে থাকল নদীর বুকে উচ্চগ্রামে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে কোমরজলে নাচ, কটূক্তিকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। তাতে এক তরুণ গুরুতর আহত অবস্থায় নার্সিংহোমে ভর্তি। এক তরুণকে তো তলোয়ার হাতে প্রকাশ্যে দাপাদাপি করতে দেখা গেল। পুলিশ অবশ্য তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

সোমবার ভোর থেকে মহাকালপল্লি এলাকায় মহানন্দার জলে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে একদল তরুণ-তরুণীকে উদ্দাম নাচতে দেখা যায়। পরস্পরকে জল ছিটিয়ে 'অভিনব' এই খেলা চলছিল। অভিযোগ, তাঁদের অনেকের অভিভাবকদের সামনেই কোমরজলে চলছিল এই উল্লাস। দু-একজন বাধা দিলেও কাজ হয়নি। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন 'ন্যাফ'-এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'পাহাড়ি নদীতে যে কোনও সময় হড়পার আশঙ্কা থাকে। মহানন্দা কিংবা বালাসনের মতো নদীতে যে কোনও পুজোতে প্রশাসনের নিরাপত্তাকে আরও সক্রিয় করা প্রয়োজন। কালীপুজোতে যেভাবে বাজি ফেটেছে তার তুলনায় ছটপুজোর বাজির তাণ্ডব কম নয়।'

বিভিন্ন ঘাটে পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন ছিলেন। পুলিশ কয়েকজনকে সতর্কও করে। তা সত্ত্বেও শব্দবাজির দাপট পুরোপুরি আটকানো যায়নি। মহাকালপল্লি ও গুরুংবস্তি এলাকায় শব্দবাজির খুবই দাপট ছিল। পার্বতী ঘাট থেকে গঙ্গানগর ঘাট পর্যন্ত ধোঁয়ায় নদীর দুই পাড় ঢেকে যায়। এক কিশোর জ্বলন্ত তুবড়িতে চকোলেট বোম ছুড়ে ফেলা মাত্র বারুদের ফুলকি ছিটে আসে তার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে এক অভিভাবক একবার চোখটি দেখে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে হাতে আরেকটি বাজি দিয়ে চলে যান। উদাসীনতার এমন ছবি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। রাতভর বাজির আওয়াজে স্থানীয়দের ঘুমের দফারফা। গুরুংবস্তির বাসিন্দা সানি দাস বলেন, 'বাজির দাপটে মাঝরাতে ঘুম ভেঙেছিল। থামছিলই না। বাড়ির পোষ্যটা সারাক্ষণ ছটফট করেছে।'

বায়ু দূষণের ছবিটা বেশ উদ্বেগজনক। একটি বেসরকারি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল ৭টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ পিএম ২.৫-ভিত্তিক এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স



মহানন্দার ঘাটে আকাশ ঢেকেছে শব্দবাজির ধোঁয়ায়। সোমবার ভোরে।

বা একিউআই ছিল ৩০১। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বুলেটিনে গত ২৪ ঘণ্টায় গড় একিউআই দেখানো হয়েছে ২৩৩।

এদিকে, পুরভোটের আগে ছটপুজো ঘিরে রাজনৈতিক নেতাদের সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতোই ছিল। রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন সূর্যপুজোয় অংশ নেন। বিজেপির কোঅর্ডিনেটর সহ একাধিক নেতাকেও ভোরের পুজোয় দেখা যায়।

এরপর বারোর পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

নারকেল তুলতে গিয়ে তলিয়ে গেল কিশোর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ছটঘাটে জলে ভেসে যাওয়া নারকেল ধরতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল বছর ১৭-র এক কিশোরের। সোমবার এমন মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের জোর্তিময় কলোনি। এদিন ভোরে সেখানকার বালাসন নদীতে মা-বাবার সঙ্গে ছটপুজো করতে গিয়েছিল সুজয় বর্মন। পুজো শেষে বাড়ি ফেরার আগে সুজয় নদীর জলে নারকেল ভেসে যেতে দেখে তা তোলার জন্য জলে ঝাঁপ দেয়। ভেসে যাওয়া নারকেলের পিছনে সাঁতার কাটতে গিয়ে গভীর জলের পাকে পড়ে যায় সে। সেখান থেকে আর উঠতে পারেনি সে, জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, জলের পাকে পড়ে যখন অনেকক্ষণ ধরে সুজয় উঠছিল না, তখন চিৎকার করতে থাকেন সুজয়ের মা-বাবা। প্রথম দিকে স্থানীয় কয়েকজন জলে নেমে খোঁজ শুরু করেন। গভীর জলের পাকে অনেকে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু সুজয়ের খোঁজ না পাওয়ায় খবর যায় পুলিশের কাছে। পুলিশ গিয়ে আরও কিছু তরুণকে নিয়ে খোঁজ শুরু করে। কলা গাছ নিয়ে সাঁতার কেটে ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পরে দেহটি উদ্ধার হয়। ডাঙায় তোলার সময়ই অসাড় হয়ে গিয়েছিল দেহটি। পরিবারের লোকজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা সুজয়কে মৃত ঘোষণা করেন।

সুজয়দের নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর সংসার। তারা তিন ভাই ছিল। দুই বোনের একজনের বিয়ে হয়েছে। বাড়িতে ছোট বোন রয়েছে। কয়েক বছর আগে বড় ভাই বালাসনের জলে নেমে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসার পরেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি বলে দাবি সুজয়ের বাবা হরেন বর্মনের। সেই থেকেই ছটপুজো শুরু করেছিলেন তাঁরা। নদীতে বালি, পাথর তোলার কাজ করেই সংসার চলে। নদীর প্রতি ভক্তিও রয়েছে। কিন্তু যে নদীতে পুজো করলেন, সেই নদীই তাঁর দুই ছেলের জীবন কেড়ে নিল- বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন হরেনের স্ত্রী। হরেনের বক্তব্য, 'বড় ছেলের মৃত্যুর পরে স্ত্রী পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। এবার ছোট ছেলেরও মৃত্যু হল। আমি কীভাবে ওকে সান্ত্বনা দেব, বুঝতে পারছি না।' *এরপর বারোর পাতায়*

দু'রকম সিদ্ধান্ত কেন, অধ্যক্ষকে প্রশ্ন আদালতের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ে হাইকোর্টের কড়া প্রশ্নের মুখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। শুনানির শুরুতেই সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, বিরোধী দলনেতার প্রস্তাব নিয়ে তাঁর দু'রকম পদক্ষেপের কারণ কী? প্রথম শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন যে বৈঠকে শোভনদেবকে বাছাই করা হয়েছে, সেই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব দেখতে চান অধ্যক্ষ।

সেই প্রস্তাবে ৭৮ জনের সই থাকলেও তিনি তা ঝুলিয়ে রাখেন। পরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার জন্য ৫৭ জন বিধায়ক চিঠি দিলে তিনি বৈঠকের প্রস্তাব দেখতে চাননি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কেন প্রস্তাব দেখতে চাওয়া হল না- প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তাঁর কথায়, '৫৭ জনের কেউ দলের পদাধিকারী ছিলেন না। যাঁরা পদাধিকারী ছিলেন, তাঁদের চিঠির ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ প্রস্তাব চাইলেন। কিন্তু ৫৭ জনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব না চেয়েই সিদ্ধান্ত নিলেন।'

অধ্যক্ষের এই দু'রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। বিরোধী দলনেতা বাছাই চূড়ান্ত করার আগে দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করার কারণেও অধ্যক্ষ আদালতের রোষে পড়েছেন। বিচারপতি বলেন, 'আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলে কী এমন ক্ষতি হত!' বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ে সংশ্লিষ্ট দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ে বিধিসম্মত নিয়ম না মানার অভিযোগে মামলাটি হয়েছিল।

সেই মামলায় বিচারপতির কড়া এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আইনি মহল মনে করছে। পরবর্তী শুনানিতে উঠে আসতে পারে অধ্যক্ষের সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমারেখা ও বিধানসভার অভ্যন্তরীণ কার্যবিধি। গত ছয় মাস ধরে এই মামলাটি হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চ, সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে আবার হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে ফিরেছে। এই বেঞ্চের ওপরই নির্ভর করছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পদে কোনও পরিবর্তন হবে কি না।

ওই পদে প্রথমে বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেছিল অবিভক্ত তৃণমূল। পরে দলের ৫৭ জন বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করলে অধ্যক্ষ তা মেনে নেন। ঋতব্রতই এখন বিরোধী দলনেতা। ফলে ওই পদে তাঁর ভাগ্য নির্ভর করছে হাইকোর্টের ওপর।

এরপর বারোর পাতায়



সোনিয়ার স্মৃতিকথা প্রকাশ অনুষ্ঠানে গান্ধি পরিবার। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

সাই পল্লবী ও রণবীরের গায়ে নগেনের তৈরি বর্ম

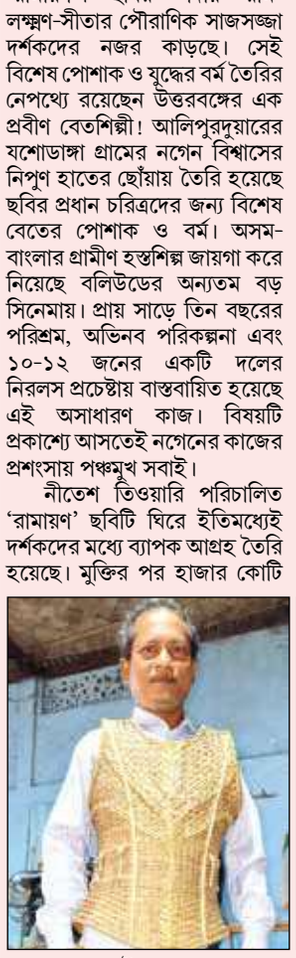
ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : এই মুহূর্তে বক্স অফিস কাঁপাচ্ছে বলিউডের মেগা বাজেটের ছবি 'রামায়ণ'। ছবির পর্দায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পৌরাণিক সাজসজ্জা দর্শকদের নজর কাড়ছে। সেই বিশেষ পোশাক ও যুদ্ধের বর্ম তৈরির নেপথ্যে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের এক প্রবীণ বেতশিল্পী! আলিপুরদুয়ারের যশোডাঙ্গা গ্রামের নগেন বিশ্বাসের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয়েছে ছবির প্রধান চরিত্রদের জন্য বিশেষ বেতের পোশাক ও বর্ম। অসম-বাংলার গ্রামীণ হস্তশিল্প জায়গা করে নিয়েছে বলিউডের অন্যতম বড় সিনেমায়। প্রায় সাড়ে তিন বছরের পরিশ্রম, অভিনব পরিকল্পনা এবং ১০-১২ জনের একটি দলের নিরলস প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হয়েছে এই অসাধারণ কাজ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নগেনের কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই।

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ' ছবিটি ঘিরে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মুক্তির পর হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করে ফেলেছে এই বলিউড সিনেমা। ছবিতে রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর, লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবে এবং সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী। ছবির বিশাল আয়োজনের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ চরিত্রগুলির পোশাক পরিকল্পনা। আর সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে কাজ করেছেন আলিপুরদুয়ারের নগেন বিশ্বাস এবং অসমের বেতশিল্পী জয়নাল আবেদিন।

কিন্তু এত বড় বাজেটের সিনেমার সঙ্গে কীভাবে নগেন জড়িয়ে পড়লেন? সূত্রের খবর, ছবির পোশাক ডিজাইনার অজয় কুমার ও তাঁর সহযোগী সাগর শ্রীধরের পরিকল্পনা ছিল, বনবাসের সময় রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পোশাকের মূল উপাদান হবে বনজ অথবা কৃষিজ সামগ্রী। তবে সেই পোশাকে থাকতে হবে রাজকীয় আভিজাত্য। সেই ভাবনা থেকেই বেছে নেওয়া হয় বেতকে। উপযুক্ত কারিগরের সন্ধানে মুম্বই থেকে তাঁরা সোজা অসমের বরপেটায় এসে পৌঁছান।

এরপর বারোর পাতায়





একই পোশাকে নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও রণবীর কাপুর।



পুলিশের মালখানায় গাঁজাপ্রেমী ইঁদুর

কোচবিহার জেলায় গাঁজা উদ্ধারের পর বাজেয়াপ্ত বস্তায় ভরে উঠেছে কোতোয়ালি থানার মালখানা। সেই গন্ধে বেড়েছে ইঁদুরের উৎপাত। রাতে বস্তা কেটে গাঁজা খেয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রাখছে তারা। সকালে সেই গাঁজা গুছিয়ে রাখতে নাজেহাল হচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। থানার কর্মীদের এখন রাতের ঘুমও উড়েছে।

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : মহাদেবের গঞ্জিকাপ্রীতির কথা শাস্ত্রে লেখা আছে, ছবিতেও রয়েছে। কিন্তু কোচবিহার কোতোয়ালি থানার ইঁদুররাও যে এত এত গাঁজাপ্রেমী, তা এতদিন জানা ছিল না। তাদের কীর্তি দেখে পুলিশকর্মীদের চোখ রীতিমতো কপালে।

ইদানীং কোচবিহার জেলাজুড়ে প্রচুর গাঁজা ধরা পড়ছে। সীমান্ত এলাকা থেকে শহরের নানা জায়গা, বস্তা বস্তা গাঁজা উদ্ধার করছে পুলিশ। গত ১৫ দিনে মোট আটটি মামলা হয়েছে। আনুমানিক ১২০০ কেজি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। আলাদা করে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ৭০ কেজি গাঁজা। এই ঘটনাগুলিতে আটজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিয়ম মেনে বাজেয়াপ্ত গাঁজা জমা রাখা হচ্ছে কোতোয়ালি থানার মালখানায়।

ধৃতদের সামলাতে যতটা না সমস্যা, তার চেয়ে বেশি নাজেহাল পুলিশ গাঁজার বস্তা নিয়ে। মালখানা এখন গাঁজার বস্তায় ঠাসা। আর সেই গন্ধেই বিঘ্নিত হচ্ছে থানার শান্তি। মালখানায় ইঁদুরের অবাধ যাতায়াত। গাঁজার বস্তা এলেই যেন তাদের ফুর্তি বেড়ে যায়। আগে দু'একটি ইঁদুর দেখা যেত। এখন বস্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তাদের সংখ্যা ও উৎপাত। রাতে মালখানা ফাঁকা হলেই শুরু হয় তাদের 'পার্টি'। বস্তা কেটে ভিতরের গাঁজা বের করে খেয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে যায় তারা। সকালে ডিউটিতে এসে পুলিশকর্মীরা দেখেন, বস্তায় ফুটো, মেঝেজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে গাঁজা।



কয়েক মাস আগে বস্তাগুলি থানার লকআপের পাশেই রাখা হত। তখনও সকালে এসে পুলিশকর্মীরা দেখতেন, ইঁদুরে বস্তা কেটে গাঁজা ছড়িয়ে রেখেছে। বাধ্য হয়ে সেই গাঁজা কুড়িয়ে ফের গুছিয়ে রাখতে হত তাঁদের। গাঁজার তীব্র গন্ধেই ইঁদুর আকৃষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে। বিনাপয়সায় নেশা করে ফিরে যাচ্ছে তারা, এমন রসিকতাও চলছে থানায়।

গাঁজার বিষয়ে জানতে চাইলে এক পুলিশকর্মীর সহাস্য জবাব, 'গাঁজা ধরাটাই এখন সহজ কাজ। কঠিন কাজ হল তা সামলানো। রোজ প্যাকেট ঠিক করে রাখি, পরের দিন দেখি আবার কাটা। মনে হচ্ছে ইঁদুরগুলোও গাঁজার নেশা ধরে ফেলেছে। কোনও প্যাকেটই আর আস্ত রাখা যাচ্ছে না।'

এরপর বারোর পাতায়

বাঘ আনতে নজর অসমে

এনক্লোজার ছেড়ে জঙ্গলে ঘুরছে বিটিআরটিএফ-১। সম্বর হরিণ শিকারের খবর দিয়েছেন বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। পরবর্তী বাঘ কোথা থেকে আসবে, তা এখনও চূড়ান্ত নয়। বিহারের বাল্মীকি থেকে অসমের মানস ও কাজিরাঙ্গা, সম্ভাব্য উৎস হিসেবে বিবেচনায় রয়েছে একাধিক বনাঞ্চল ও সংরক্ষিত এলাকা।

অভিজিৎ ঘোষ



■ এনক্লোজার ছেড়ে জঙ্গলে ঘুরছে বাঘিনী, নজরদারিতে বন দপ্তরের বিশেষজ্ঞ দল

■ পরবর্তী বাঘের উৎস হিসেবে বিহার ও অসমের একাধিক জঙ্গল বিবেচনায় রয়েছে

■ বাঘের উপযুক্ততা, ধরার সম্ভাবনা ও যাত্রার ধকল বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : এনক্লোজার ছেড়ে বক্সার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিটিআরটিএফ-১। বাঘিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখছে বন দপ্তরের বিশেষজ্ঞ দল ও বনকর্মীরা। সোমবার বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ জানান, বাঘিনী একটি সম্বর হরিণ শিকার করেছে। কোর এলাকাতেও তার উপস্থিতির খবর মিলেছে। ডুয়ার্সের জঙ্গলে আপাতত এই বাঘিনীই একমাত্র পরিচিত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তার সঙ্গী কবে আসবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। পরিকাঠামো তৈরি এবং বাঘিনীর নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার আগে নতুন বাঘ না আনার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে। তার গতিবিধি নজরে রেখেই পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবছে বন দপ্তর।

তবে পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা চলছে। বক্সার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে আসা ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির (এনটিসিএ) আধিকারিকরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেছেন। পরবর্তী বাঘ বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে আনা হবে, নাকি অসমের মানস জাতীয় উদ্যান ও টাইগার রিজার্ভ কিংবা কাজিরাঙ্গা টাইগার রিজার্ভ থেকে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। অসমের জঙ্গল কাছাকাছি হওয়ায় সড়কপথে বাঘ আনা তুলনামূলক সহজ হতে পারে। বাল্মীকি থেকে প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার আকাশপথ পেরিয়ে বাঘিনীকে আনতে হয়েছিল। সেই যাত্রার ধকল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তাই এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।

ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার এক আধিকারিক বলেন, 'বাঘকে যদি কম দূরত্বে এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তো অবশ্যই ভালো। সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা কম হয়। ধকল কম হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সেটা করা যায় না। বিভিন্ন দিক থেকে পরিকল্পনা করতে হয়।' তবে অসম থেকে বাঘ আনার ক্ষেত্রে জঙ্গলের ঘনত্ব বড় বিবেচ্য বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। পূর্বদিকে মানস ও কাজিরাঙ্গার জঙ্গল তুলনায় ঘন হওয়ায় সেখানে নির্দিষ্ট বাঘ চিহ্নিত করে তাকে অচেতন করা কঠিন হতে পারে। সেই তুলনায় বক্সার পশ্চিমে থাকা বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলের ঘনত্ব কম। রাজস্থানের রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান কিংবা মধ্যপ্রদেশের কানহা জাতীয় উদ্যানেও তুলনামূলক কম ঘন জঙ্গলে বাঘ চিহ্নিত করা সহজ বলে মনে করা হয়।

বন দপ্তর এবার বক্সায় কমবয়সি ও শক্তিশালী একটি পুরুষ বাঘ আনার কথা ভাবছে। সেই কারণে মানস, কাজিরাঙ্গা ও বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্পের কাছে বাঘের তথ্য চাওয়া হবে। মানসে ২০২২-'২৩ সালের গবেষণায় ৫৭টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ শনাক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে, কাজিরাঙ্গার ২০২৪ সালের সমীক্ষায় ১৪৮টি বাঘের সন্ধান মিলেছে। কোন বাঘকে তুলনামূলক সহজে ধরা সম্ভব, তা খতিয়ে দেখে তাদের উপর নজরদারি চালানো হবে। বক্সায় নতুন বাঘ আনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে পরিস্থিতি ও বাঘের বায়োডেটা বিচার করে পদক্ষেপ করবেন দিল্লির বনকর্তারা।

বিশ্বমঞ্চে যাচ্ছে গমীরা

রণবীর দেব অধিকারী



ইউনেসকো আয়োজিত উৎসবে অংশগ্রহণের আগে শিল্পীদের মহড়া গ্রামে।

ইটাহার, ১৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী মুখোশ নৃত্য গমীরা এবার আন্তর্জাতিক আঙিনায়। কলকাতায় ইউনেস্কোর বিশেষ উদ্যোগে আয়োজিত হবে দু'দিনের মেগা উৎসব। সেখানে যোগ দিচ্ছেন দিনাজপুরের গমীরা দল 'মাঙ্গলিকা'র শিল্পীরা। এই মঞ্চে দেশ-বিদেশ মিলিয়ে মোট পাঁচটি মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হবে। বাংলার লোকসংস্কৃতির জন্য এটি এক বড় প্রাপ্তি।

আগামী ১৯ ও ২০ নভেম্বর কলকাতার রবীন্দ্রতীর্থে আয়োজিত হবে আন্তর্জাতিক মুখোশ উৎসব। দেশি শিল্পীদের পাশাপাশি অংশ নেবেন বিদেশের শিল্পীরাও। এর ফলে বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিচিতি বাড়বে। পাশাপাশি দিনাজপুরের গমীরা শিল্পের প্রচার ও প্রসারের নতুন দিগন্ত খুলবে বলে আশাবাদী গবেষকমহল।

রাজ্যের এমএসএমই দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই উৎসব আয়োজিত হচ্ছে। নাম 'ইন্টারন্যাশনাল ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ মাস্ক ডান্স ফেস্টিভাল'। এই উৎসবে পাঁচটি মুখোশ নৃত্যধারা একই মঞ্চে মিলিত হবে। তালিকায় রয়েছে পুরুলিয়ার ছৌ, দক্ষিণ দিনাজপুরের গমীরা, মধ্যপ্রদেশের কর্মশৈলা নৃত্য, শ্রীলঙ্কার টুক্কা ওয়াডু কোলাম এবং দক্ষিণ কোরিয়ার তালচুম। এই শিল্পধারাগুলিকে একত্রিত করে আদানপ্রদানের মঞ্চ গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।

'রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাবস প্রোজেক্ট'-এর আওতায় এই উৎসব হচ্ছে। দায়িত্বে রয়েছে 'কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ'। কর্ণধার সৌরভ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গ্রাম বাংলার বহু লোকসংস্কৃতি, লোকনৃত্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। শিল্পীরা জীবিকার টানে ঐতিহ্যবাহী শিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এইসব শিল্পকে বাঁচানোর তাগিদেই আমরা ছৌ ও গমীরার মতো ঐতিহ্যবাহী মুখোশ নৃত্যধারাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে আনতে চাইছি।'

আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি পেলে শিল্পীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে। জীবিকার সংস্থান হলে শিল্পীরাও ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারা বাঁচিয়ে রাখার উৎসাহ পাবেন। মাস দুয়েক আগে আটজন ছৌশিল্পীকে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল ইউনেস্কো।

ইটাহারের শিল্পী অজয় সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা প্রজন্ম পরম্পরায় ঐতিহ্যবাহী এই মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করে আসছি। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে আজ পর্যন্ত কোনও স্বীকৃতি পাইনি। ইউনেস্কোর উদ্যোগে আয়োজিত উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই স্বীকৃতি পেলে আমাদের সব দিক থেকেই সমৃদ্ধি ঘটবে বলে আশা করছি।'

শিল্পী আসারু সরকারের কথায়, 'বাংলার বাইরে খুব কম মানুষই আমাদের এই শিল্প সম্পর্কে জানেন। ইউনেস্কোর উদ্যোগ ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারার অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করবে।'

গবেষক ডঃ অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সংরক্ষণের অর্থ শুধু শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, এর মাধ্যমে শিল্পীরাও বেঁচে থাকার রসদ পাবেন বলে মনে করি।'

বোড়ো ভাষার দাবি

নাগরাকাটা, ১৬ নভেম্বর : মেচ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে তৃতীয় ভাষা হিসেবে বোড়ো ভাষাকে অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবিতে সরব বোড়ো সাহিত্য সভা। সোমবার নাগরাকাটার ঘাসমারি বস্তিতে সভার ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এই দাবির কথা উঠে আসে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাধারণ সম্পাদক অসিত নাজারি বলেন, '২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি নতুন রাজ্য সরকার এখানেও কার্যকর করেছে। আমরা চাই উত্তরবঙ্গের যেসব এলাকায় শতকরা ৩০ শতাংশ এই জনজাতির বসবাস সেখানকার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বোড়ো ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এ নিয়ে রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের কাছেও জানানো হয়েছে।' সাহিত্যসভার তরফে জানানো হয়, উত্তরবঙ্গের ৩১১টি মেচ অধ্যুষিত এলাকার ইতিহাস, নামকরণ এবং আর্থসামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি তথ্যনির্ভর বই রচনার কাজ চলছে। এর মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার একাংশ রয়েছে।

রসিকবিলে অতিরিক্ত ব্যবস্থা বন দপ্তরের
পাখিদের নিরাপত্তায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৬ নভেম্বর : শীতের আমেজ একটু একটু করে পাওয়া যাচ্ছে। সেইসঙ্গে সময় হয়ে গিয়েছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের আসার। 'অতিথি'দের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য এবার প্রথম থেকেই বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। সোমবার থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাছ ধরা, জলাশয়ের পাশে জাল শুকাতে দেওয়া ও নৌকায় যাতায়াত। এ বিষয়ে সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ও বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকও করেছে বন দপ্তর।

কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'শীতের মরশুমে রসিকবিলের জলাভূমিতে প্রতি বছর অসংখ্য পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। সেজন্য কয়েকটি পদক্ষেপও করা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের মধ্যে রসিকবিল জলাশয় পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। রসিকবিল সহ সংলগ্ন একাধিক জলাভূমি মিলিয়ে প্রায় ১৭৮ হেক্টর এলাকাজুড়ে পাখিদের অস্থায়ী আশ্রয়স্থল তৈরি হয়। প্রতি বছর শীতের মরশুমে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি রসিকবিলের ঝিলে আশ্রয় নেয়। তাদের টানে কোচবিহার, আশপাশের জেলা তো বটেই, অসম থেকেও পর্যটকরা



রসিকবিলে পাখিপ্রেমীরা।

ভিড় জমান। বন দপ্তর জানিয়েছে, রসিকবিলে বিভিন্ন দেশ থেকে স্মল প্র্যাটিনকোল, নদার্ন ল্যাপউইং, নদার্ন পিনটেইল, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড সহ আরও অনেক প্রজাতির পাখি আসে। এর মধ্যে হাঁস প্রজাতির পাখিও রয়েছে। এছাড়া গ্রে-হেডেড ল্যাপউইং, লেসার হুইসলিং ডাক, গ্রেট করমোরেন্ট, ওয়াটার হেন, ওয়াটার মুর হেন, ফেরুজিনিয়াস পোচার্ড ও কমন টিল সহ নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখিও দেখতে পাওয়া যায়।

রসিকবিলে থাকার সময় যাতে তাদের কোনও অসুবিধায় না পড়তে হয়, সেজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বন দপ্তর। অতিথি পাখিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় এবং তারা যাতে স্বচ্ছন্দে রসিকবিলের চারদিক ঘুরে বেড়াতে ও মাছ শিকার করতে পারে, সেই কারণে একাধিক বিধিনিষেধ জারি হয়েছে।

যেমন, জেলেদের আনাগোনা থাকলে পাখিরা বিরক্ত বোধ করতে পারে। তাই আপাতত শীতের মরশুমে রসিকবিলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। মাছ ধরার জালে পাখি আটকে প্রাণসংশয় ঘটতে পারে, তাই জলাশয় চত্বরে জাল শুকাতে দেওয়াও নিষেধ করা হয়েছে। বন দপ্তরের তরফে এই দিকগুলো নিয়মিত নজরে রাখা হবে। কেউ যদি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন, সেক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে বন দপ্তরের তরফে। এ বিষয়ে মাইকিং করে সচেতনতামূলক প্রচারও চালানো হবে।

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ডিসেম্বর'২০২৬ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে ঃ

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর' ২০২৬	০৩-১২-২০২৬, ১৫-১২-২০২৬ এবং ২২-১২-২০২৬

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর' ২০২৬	০৩-১২-২০২৬, ১৫-১২-২০২৬ এবং ২২-১২-২০২৬

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর' ২০২৬	০৩-১২-২০২৬, ১৫-১২-২০২৬ এবং ২২-১২-২০২৬

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল্ ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত মালবাজার, চাংরাবান্ধা, কামাখ্যাগুড়ি বিতীয় প্রবেশপথ, ধূপগুড়ি এবং তুফানগঞ্জ স্টেশনসমূহে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অঞ্চল ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৫৯

এইচিই সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৯/১	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএল-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত মালবাজার স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৯/২	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএল-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত ধূপগুড়ি স্টেশনে মিক্সড পার্কিং
৫৯/৩	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএল-৩৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৯/৪	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমডি-এমএল-৩১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশপথে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাথেকে অধিক চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে মিক্সড পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
৫৯/৫	পার্কিং-এপিডিজে-টিএফডিএন-এমএল-৪১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত তুফানগঞ্জ স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১১-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১১.১০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিঙ্কে মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালদা টাউন - শকুর বস্তী - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

ছট্ উৎসবের পরবর্তী সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪৫৭/০৩৪৫৮ মালদা টাউন - শকুর বস্তী - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে-

মালদা টাউন - শকুর বস্তী স্পেশাল			(০৩৪৫৭) (০৩৪৫৮) স্টেশন	শকুর বস্তী - মালদা টাউন স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	তারিখ
১৮.১১.২৬	--	১০.০০	↓ মালদা টাউন	০১.৪৫	--	২১.১১.২৬
	১২.৫০	১২.৫৫	সাহেবগঞ্জ জং.	২২.২৫	২২.৩০	
	১৪.৪৫	১৪.৫৫	ভাগলপুর	২০.৫৫	২১.০৫	২০.১১.২৬
	১৬.০৫	১৬.১০	জামালপুর জং.	১৯.১৫	১৯.২০	
১৯.১১.২৬	১৬.১৫	১৬.২৫	দিল্লী	১৯.৩০	১৯.৪০	১৯.১১.২৬
	১৭.০০	--	শকুর বস্তী ↑	--	১৮.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফারাক্কা, বারহারওয়া জং.,কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জং. মোকামা, বখতিয়ারপুর জং., রাজেন্দ্র নগর টারমিনাল, পাটনা জং., দানাপুর, আরা, বক্সার, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুবেদারগঞ্জ, গোবিন্দপুরি এবং টুন্ডলা জং. স্টেশনেও থামবে।

● চলাচলের তারিখ ও দিন ঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৫৭ ঃ ১৮.১১.২০২৬ তারিখ (বুধবার) = ০১টি ট্রিপ। শকুর বস্তী থেকে ০৩৪৫৮ ঃ ১৯.১১.২০২৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০১টি ট্রিপ ● গঠন ঃ এসি ৩-টিয়ার ঃ ০৪, স্লিপার ক্লাস ঃ ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণি (জিএস) ঃ ০৬, এসএলআরডি ঃ ০২ = ২২টি কোচ। ● ক্যাটাগরি ঃ মেইল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জের ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ABRIDGE e-TENDER NOTICE

e-NIT No.-WBIW/EE/MID/eNIT-05/2026-27
Tender Id : - 2026_IWD_5085790_1

The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda invites above mentioned e-NIT for 1 (One) nos. works under the head of Survey & Investigation. Last Date of Bid Submission 13/11/2026 & Time up to 11:00 Hrs. Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in & www.tenders.wb.gov.in Sd/- S. Guria, Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda.

ICA-T19921(3)/2026

কাটিহার ডিভিশনে সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদনের কাজ

টেন্ডার নং. ঃ সি-সিওএম-সাহিনেজ-০৪-এসটিএন-২০২৬; তারিখ ঃ ১২-১১-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনের ০৪টি রেলওয়ে স্টেশন যথা হলদিবাড়ী-আলুয়াবাড়ী রোড-কুমেদপুর-বালুরঘাট-এ স্টান্ডার্ড সাইনেজ বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদনের কাজ এবং ২ বছরের জন্য সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডারের মূল্য ঃ ৩,৭৩,১৮,৬৫০.৫৭/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৭,৪৬,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (সি)/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

APPLICATION FOR REGIMENTAL SHOPS AT 158 BASE HOSPITAL

1. The Commandant, 158 Base Hospital invites application for the following Regimental Shops located inside the hospital campus, for welfare & convenience of military personnel and their families.
(a) Optical Shop (b)Cafeteria
(c) Juice Shop with photocopier facility
2. Eligibility:
(a) War widows/Widows of defence personnel killed while on duty.
(b) Disabled soldier/Ex servicemen
(c) Spouses/Widows of ex servicemen
(d) Age-Below 60 years
3. Application:
The application form is enclosed. Copy of application form is also available at Account Office of 158 Base Hospital on all working days between 0830hrs to 1400hrs. Application duly completed to be dropped in quotation box near office of Senior Registrar, 158 BH. The last date for receipt of completed application is 30 Nov 2026 at 1300hrs. Auction will be held on 1 Dec 2026 at 1100hrs at Dhanwantri Hall of 158 Base Hospital.

Sd/-Presiding Officer, 158 Base Hospital

APPLICATION FORM
APPLICATION FOR ALLOTMENT OF REGIMENTAL SHOPS AT 158 BASE HOSPITAL

1. Name of Apllicant (in full):
(Army No, Rank & Name)
2. Name of Husband (if war widow):
3. Unit/Regiment:
4. Date of birth & age:
5. Present Address:
6. Permanent Address:
7. Tele No and Mail Address:
8. PAN No.(attach copy):
9. Bank Details:
10. Documents enclosed along with application
(Self attested):-
(a) Discharge Book
(b) Pension pay order
(c) Experience Certificate (if any)
(d) Education Certificate
(e) Bank Pass Book, FDRs and share certificate (if any)
(f) IT return for the last 3 Years
(g) TIN/GSTAN/PAN No & Sales Tax deposition doucuments in the name of his/her firm
(h) FSSAI Certificate

Photo

Date:
Place: (Signature of applicant)

অ্যাফিডেভিট

I, Elisha Ray, W/o Dhananjoy Barman, R/o Paschim Kathalbari, PO: Silbarihat, PS and Disti. : Alipurduar, W.B- 736204, do hereby declare that I have changed my name from Elisha Ray to Elisha Ray Barman by virtue of an affidavit sworn before Executive Magistrate, Alipurduar, West Bengal on 4.11.2026. (C/123378)

●

নিজ এপিকে নাম Ismile Miya ও রেশন কার্ডে পিতা Omar Ali থাকায় 28.07.2026 দিনহাটা EM কোর্টে 13810 নং অ্যাফিডেভিট বলে আধার ও প্যান অনুযায়ী যথাক্রমে Ismile Hossain ও পিতা Omar Ali Miya হইল। সাং-কুমারগঞ্জ, দিনহাটা। (S/M)

ট্র্যাক মেশিনের খুচরো যন্ত্রাংশের জন্য পরিবহন পরিষেবা

টেন্ডার বিড নং ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৮২৬৬১১৬; তারিখ ঃ ১২-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ পণ্য পরিবহন পরিষেবা – প্রতি এমটি প্রতি কিমি ভিত্তিক পরিষেবা - ট্র্যাক মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং ব্যবহার্য সামগ্রী; ওপেন বডি টরাস; চুক্তির শর্তানুযায়ী। আনুমানিক বিড মূল্য ঃ ৯৫,০১,০৩৫.০৪/- টাকা (সমস্ত করসহ); ইএমডি ঃ ১,৯০,২০৭/- টাকা; বিড শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় ২৩-১১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায় এবং বিড খোলার তারিখ ও সময় ২৪-১১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে http://gem.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডেপুটি সিই/টিএমসি, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এলসি গেটে আরওবি'র আংশিক নির্মাণের সম্পূর্ণকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ CPM-GS-MLG-ROB-2026-19, তারিখঃ 13-11-2026। ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নংঃ CPM-GS-MLG-ROB-2026-19। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিউ কোচবিহার- নিউ চাংরাবান্ধা সেকশনে এলসি গেট নং. এনজে-৪৮ -আরওবি'র আংশিক নির্মাণের সম্পূর্ণকরণ, দলগাঁও-মুজনাই রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে কেএম ১০৮/৬-৭ -এ এলসি গেট নং. এসকে-১৫৫(টি) এর উপর প্রস্তাবিত আরওবি'র নির্মাণ। হিলি বালুরঘাট এইচডব্লিউওয়াই, সামসি, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ সংযোগকারী ভালুকারোড (বিকেআরডি) ও সামসি (এসএম) স্টেশনের মধ্যে এলসি নং. এনসি-১০১-এর পরিবর্তে লঘু যানবাহনের জন্য আরওবি নির্মাণ। আনুমানিক মূল্যঃ ১১৬,৯০,৩২,৮৫১.৪৪ টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-১২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৫-১২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায়।

টেন্ডারের বিপরীতে জারি করা সংশোধনীর বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি

চা ফ্যাক্টরি ও পেপারমিলের জন্য গার্ড চাই। বেতন 15,000/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M : 86536 09553, 93327 30160. (C/124298)

●

Gangtok হোটেল Cook & হেল্পার চাই। বেতন - 14,000/- - 10,000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। Hotel Green Park. M : 98310-68887. (C/124296)

●

সেলস অফিস ডিজিটাল কাজের জন্য সীমিত সংখ্যক কর্মচারী প্রয়োজন। ৯৭৩৩৩৩৯১১৫, ৭৪৩০৯৭৯০৩৯. (C/124295)

●

ডেলিভারী বা মার্কেটিং-এর জন্য খালপাড়াতে লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। শিলিগুড়ি। M : 8116743501. (C/124294)

●

NJP-তে হোটেলের জন্য কম্পিউটার জানা অভিজ্ঞ রিসেপশনিস্ট চাই। বেতন - 14,000/-. M : 94344-79413. (C/113926)

●

Zeomax-এর চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৬,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। ক

নির্বিকার প্রশাসন, বাড়ছে রোগভোগের আশঙ্কা



রাস্তার পাশে জমে রয়েছে আবর্জনা। মাটিগাড়ায়।

বেহাল দুই রাস্তায় ঝুঁকির যাতায়াত

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৬ নভেম্বর : একেই ভারী ভারী ডাম্পারের দৌরাত্ম্যে রাস্তার দফারফা। সঙ্গে দোসর রাস্তার দু'ধারে জমে থাকা পাহাড়সমান আবর্জনা। তার উপর বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে কার্যত ডোবার আকার নেয়। সব মিলিয়ে মাটিগাড়া ব্লকের দুটি রাস্তা নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ তুঙ্গে। একটি রাস্তা মাটিগাড়া হাসপাতাল মোড় থেকে পতিরামজোত হয়ে চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ। অন্যটি মাটিগাড়া হাসপাতাল মোড় থেকে তুম্বাজোত হয়ে খোলাইবক্তরি হয়ে ঝংকার মোড় সংযোগকারী ৩.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। দুটি রাস্তারই বেহাল অবস্থা। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

এই পরিস্থিতিতে রাস্তা দুটি মেরামতের জোরালো দাবি উঠেছে। এর আগে একাধিকবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয়রা। সম্প্রতি তাঁরা মাটিগাড়ার বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। বিডিও অফিসের এক আধিকারিক বলেন, 'পতিরামজোতের রাস্তার জন্য প্রায় ২ কোটি এবং খোলাইবক্তরি হয়ে ঝংকার মোড়ের রাস্তা মেরামতের জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য ব্লকের তরফে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে। এখনও পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অনুমোদন পেলে অবশ্যই কাজ শুরু হবে।'

সোমবার পতিরামজোতের রাস্তা দেখতে গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার দুই পাশে আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে। রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতেও জঞ্জালের স্তূপ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই রাস্তায় লাগাতার ওভারলোড ডাম্পার চলাচল করে। ১৬ চাকার পণ্যবাহী গাড়ির দাপটেই রাস্তার এই হাল। রাস্তার পাশের নর্দমা দখল করে বাড়ি তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ। টোটোচালক সঞ্জয় বর্মন বলেন, 'এই রাস্তায় টোটো উলটে যায়। খুবই বিপজ্জনক রাস্তা।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পতিরামজোতের এক বাসিন্দা বলেন, 'মাটিগাড়া বাজারে আমার ব্যবসা। দিনে অনেকবার এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। ফলে দুর্ভোগ কাকে বলে, তা হাড়ে হাড়ে বুঝি। রাস্তায় আলো না থাকায় রাতে যাতায়াত করা সমস্যাকর।' দীক্ষা তালুকদার নামে এক বাসিন্দা সাফ বলেন, 'রাতে মাটিগাড়া থেকে একা বাড়ি ফিরতে ভয় পাই। পরিবারের সদস্যরা এসে বাড়ি নিয়ে যান।'

রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলা নিয়ে যদিও মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ বলেন, 'এখন নতুন সরকার এসেছে। দেখা যাক কবে মেরামত করে। জায়গাটি অনেকবার পরিষ্কার করা হয়েছে। আবর্জনা ফেলতে বারণ করা হয়েছে। তারপরেও কেউ কেউ আবর্জনা ফেলছেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'

মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা রাস্তা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্থানীয়দের রাস্তা মেরামতের দাবি সম্পর্কে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এখন রাস্তা দুটি কবে মেরামত হয়, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন স্থানীয়রা।

বর্জ্যের স্তূপে ঢাকা পড়ছে জাতীয় সড়ক

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ নভেম্বর : জাতীয় সড়কের চারপাশ যেন আস্ত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। রাস্তার দু'ধারে যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে পচা সামগ্রী। বাদ যাচ্ছে না মরা পশুও। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপুকুর-ফুলবাড়িগামী ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এই ছবিই এখন নিত্যদিনের। গোয়ালটুলির কাছ থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত রাস্তায় পচা দুর্গন্ধে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের প্রাণ কার্যত ওষ্ঠাগত।

এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, সড়কের পাশেই বালি, মাটি ও পলিথিনের বিশাল স্তূপ। আবর্জনার এই পাহাড়ের ওপর গজিয়ে উঠেছে আগাছা ও কচু গাছ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বর্জ্য ফেলা হলেও তা সরানোর কোনও উদ্যোগ নেই। পাশের ঝোপঝাড়ও প্লাস্টিক ও নোংরায় ঢেকে যাচ্ছে। প্রশাসনের এমন উদাসীনতায় স্থানীয় মহলে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন।

এই দুরবস্থা নিয়ে ফাঁসিদেওয়ার এক চিকিৎসক বলেন, 'খোলা জায়গায় এভাবে পচনশীল বর্জ্য, প্লাস্টিক ও মরা পশু ফেলে রাখলে তা থেকে মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। এর ফলে শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা ও বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। পাশাপাশি, পচা বর্জ্যে জন্মানো মাছি ও মশার মাধ্যমে ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গি এবং চর্মরোগের মতো সংক্রামক ব্যাধি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া, মাটির সঙ্গে মিশে থাকা অপচনশীল প্লাস্টিক বৃষ্টির জলে চুইয়ে ভূগর্ভস্থ জল স্তরকে দূষিত করে, যা বাস্তুতন্ত্রেও মারাত্মক প্রভাব ফেলে।'

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আজাদ আলির দাবি, 'ঝমকলালজোতের তিস্তা ক্যানাল ফল হাইড্রাল প্রোজেক্ট তথা পাওয়ার হাউসে মাটির কাজের সময় নোংরা-ময়লা ও মাটি কাটে, সেগুলি জাতীয় সড়কের ধারে যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়েছে। যদিও পঞ্চায়েতের তরফে আজই বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

এই নোংরা স্তূপ নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরমে। নিত্যযাত্রী সুমিত রায়ের অভিযোগ, 'প্রতিদিন পচা গন্ধের কারণে এই রাস্তায় চলাচল দায় হয়ে পড়েছে। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে নানা ধরনের রোগ ছড়াতে পারে।' একই অভিযোগ করেন স্থানীয় রেহানা বিবিও।

লরিচালক প্রদীপ শর্মা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পচা গন্ধের কারণে বমি চলে আসে।' পরিস্থিতি থেকে দ্রুত নিস্তার চাইছেন স্থানীয়রা। সব শুনে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমি নিজে গিয়ে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'



রাস্তার ধারে এভাবেই ফেলা হচ্ছে পচা সামগ্রী।



আত্রেয়ীতে নৌকার সারি।। পাগলিগঞ্জে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চাইলেন মন্ত্রী

রক্ত অদলবদলে তদন্তের নির্দেশ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক রোগীর জন্য আনা অন্য গ্রুপের রক্ত আরেক রোগীর শরীরে দেওয়ার অভিযোগের ঘটনায় জল আরও গড়াল। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এ ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে কমিটিকে। যাঁদের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের শোকজ করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পর চিকিৎসক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, রক্ত দেওয়ার আগে নির্ধারিত নিয়মে রোগীর পরিচয় ও রক্তের গ্রুপ যাচাই করা হয়েছিল কি না। যাচাই হয়ে থাকলে এমন অদলবদল ঘটল কীভাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, 'তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।'

ঘটনাটি ঘটেছে মেডিসিন বিভাগে। রানিনগরের বাসিন্দা বলিন রায় রক্তাল্পতা নিয়ে ১০ নভেম্বর ভর্তি হন। চিকিৎসকের পরামর্শে ১২ নভেম্বর তাঁকে এক ইউনিট 'এ' পজিটিভ রক্ত দেওয়া হয়। পরে আরও এক ইউনিট রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। সেইমতো গত শনিবার পরিবারের সদস্যরা ব্লাড ব্যাংক থেকে আরও এক ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে



- এক রোগীর জন্য আনা রক্ত অন্য রোগীর শরীরে দেওয়ার ঘটনায় তদন্ত শুরু
- তিন সদস্যের কমিটিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ
- দুই রোগীই বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

ওয়ার্ডের কর্তব্যরত নার্সদের হাতে দেন। রক্ত সঞ্চালন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর পরিবারের নজরে আসে, বলিনকে 'এ' পজিটিভের বদলে 'এবি' পজিটিভ রক্ত দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা দ্রুত নার্সদের বিষয়টি জানান। এরপরই রক্ত দেওয়া বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

একই ওয়ার্ডের পাশের শয্যায় ভর্তি ছিলেন কচুয়া বোয়ালমারির বীরেন্দ্রনাথ শর্মা। তাঁকেও রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসক। তাঁর রক্তের গ্রুপ 'এবি' পজিটিভ। অভিযোগ, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট 'এবি' পজিটিভ রক্ত তাঁকে না দিয়ে বলিনকে দেওয়া শুরু হয়। অন্যদিকে, বীরেন্দ্রনাথকে 'এ' পজিটিভ রক্ত দেওয়া শুরু হয়। প্রসঙ্গত, বলিনের রক্তের গ্রুপ 'এ' পজিটিভ। দুই রোগীর ক্ষেত্রেই রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করা হলেও তাঁদের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় বলে পরিবারের অভিযোগ। বলিনের পরিবার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ জানিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে। দুই রোগীই বর্তমানে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাই হোক না কেন, এটা সমীচীন নয়। রোগীরা সুস্থ আছেন। যে কোনও ব্যস্ত হাসপাতালে গণ্ডগোল বা সমস্যা হতে পারে। তবে এই গণ্ডগোলকে আমরা কখনোই প্রশ্রয় দিই না, সমর্থনও করি না। যাঁরা যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের শোকজের প্রক্রিয়া করা হয়েছে। এছাড়া আমরা একটি তদন্ত কমিটি বসিয়ে দিয়েছি। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের পাশাপাশি আমি নিজেও বিষয়টি নিয়ে অবগত। আশা করছি দ্রুত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেয়ে যাব। তারপর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শিলিগুড়িতে ডেটা সায়েন্স সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে। আগামী ১৯ ও ২০ নভেম্বর ডেটা সায়েন্স এবং কমিউনিকেশন বিষয়ের ওপর এই দু'দিনের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসবে কলেজ ক্যাম্পাসে। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ জয়দীপ দত্ত, ভাইস প্রিন্সিপাল ডঃ অরুন্ধতী চক্রবর্তী এবং আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ডঃ দেবজ্যোতি মিশ্র।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই সম্মেলনে ভারত ছাড়াও আমেরিকা, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাংলাদেশ সহ দশটির বেশি দেশের গবেষকরা তাঁদের গবেষণাপত্র পেশ করবেন। কৃত্রিম মেধা, ডেটা সায়েন্স এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ও সি-ড্যাক দ্বারা অনুমোদিত এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হল, উত্তরবঙ্গে তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে স্থানীয় সমস্যার সমাধান খোঁজা।

ফলাফল প্রকাশ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : সোমবার অ্যাসোসিয়েশন ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স লার্নিং আয়োজিত অঙ্ক প্রতিযোগিতায় ফলাফল প্রকাশিত হয়। এদিন শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সংগঠনের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

২৮ নভেম্বর দীনবন্ধু মঞ্চে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। পরীক্ষায় ৯৭.৭৫ শতাংশ পেয়ে উত্তরবঙ্গ জোনে প্রথম হয়েছে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে নবম শ্রেণির ছাত্র সায়নদীপ কর। এছাড়াও, ৯৩.২৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে শিলিগুড়ি জোনে যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে বেলাকোবা সাহেববাড়ি সারদা শিশুতীর্থের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী অদিতি রায় এবং পাঠভবন মিশন হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী স্নেহা সরকার। এই প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, বানারহাট, মালবাজার, কালিম্পং, কার্সিয়াং সহ উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ৭৭৩১ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। প্রতি শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে দীনবন্ধু মঞ্চে পুরস্কৃত করা হবে। আয়োজকদের তরফে স্বপ্নেন্দু নন্দী জানান, দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল।

দুই তরুণীকে বিবস্ত্র করে মার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : ছটপুজোর ঘাটে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে শ্লীলতাহানির শিকার হতে হল দুই তরুণীকে। শুধু তাই নয়, তরুণীদের বাঁচাতে গেলে তাঁদের বন্ধুদের লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয়। দুষ্কৃতীদের পিস্তলের বাঁটের আঘাতে মাথা ফাটে তরুণীদের সঙ্গীদের। ঘটনাস্থল থেকে শ-খানেক মিটার দূরে পুলিশ পাহারা থাকলেও দুষ্কৃতীদের এমন তাণ্ডবে সোমবার ভোরে আতঙ্ক ছড়ায় রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন কাঞ্চনপল্লি ঘাট এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা এতটাই বেপরোয়া ছিল যে, পুলিশ ধরতে গেলে তারা পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের অকথ্য গালিগালাজ করে। উৎসবের মরশুমে এমন ঘটনায় রায়গঞ্জে নারী নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতনের শিকার দুই তরুণীর মধ্যে একজন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের এবং অপরজন রায়গঞ্জ শহরেরই বাসিন্দা। এদিন ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ তাঁরা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন কাঞ্চনপল্লি ছটঘাটে গিয়েছিলেন। সেই সময় একদল দুষ্কৃতী ওই দুই তরুণীকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করে। প্রতিবাদ করায় এক তরুণীকে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি বিবস্ত্র করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর বান্ধবীকেও চরম হেনস্তা করে দুষ্কৃতীরা। তরুণীদের আর্তনাদ শুনে তাঁদের সঙ্গীরা বাঁচাতে ছুটে এলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওই সঙ্গীদের মাথায় সজোরে আঘাত করে। মাথা ফেটে যায়। মত্ত দুষ্কৃতীরা তাঁদের লক্ষ্য করে পরপর ছয় রাউন্ড গুলিও ছোড়ে। তবে বরাতজোরে সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

রায়গঞ্জে ছটঘাটে চলল গুলি

হামলায় নির্যাতিতা বছর ২৩-এর তরুণীর বাড়ি কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে। তিনি বলেন, 'রায়গঞ্জের উকিলপাড়ায় বান্ধবীর বাড়িতে ছটপুজো উপলক্ষ্যে এসেছিলাম। এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ আমার বান্ধবী, বান্ধবীর ভাই সহ তিনজন ওদের বাকি আত্মীয়দের সঙ্গে মিলে কাঞ্চনপল্লির ঘাটে ছটপুজোর অনুষ্ঠান দেখতে যাই। সেই সময় আমাদের দেখে কুরুচিকর মন্তব্য করে কয়েকজন। প্রতিবাদ করায় এরপর একদল তরুণ আমার ও আমার বান্ধবীর পোশাক টেনে ছিঁড়ে দেয়। আমি চিৎকার করলে আমাদের সঙ্গে থাকা লোকজন ছুটে আসে। দুষ্কৃতীরা ভয় দেখাতে পরপর ছয় রাউন্ড গুলি চালায়। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আমার বান্ধবী ও তার ভাইয়ের বুকের ওপর বসে এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করে। স্থানীয়রা ও ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আমাদের রক্ষা করে। এরপর আমাদের হাসপাতালে ভর্তি করলে আমার মাথায় ছয়টি সেলাই পড়ে। বান্ধবীর মাথায় চারটি সেলাই ও তার ভাইয়ের হাতে তিনটি সেলাই পড়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে একাধিক দুষ্কৃতী জড়িত রয়েছে। আমরা ছয়জনের নামে অভিযোগ দায়ের করলেও বাকি অভিযুক্তদের নাম-পরিচয় অজ্ঞাত হিসেবে দেওয়া হয়েছে।'

হামলার পর দুই তরুণী ও তাঁদের একজনের ভাইকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

হাতির করিডরে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবি

নকশালবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : নকশালবাড়ি ও পানিট্যাঙ্কি স্টেশনের মাঝে রেললাইনে হাতি পারাপার ঘিরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। ওই এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় আগেও দুটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয়দের তৎপরতায় দুটি সম্ভাব্য রেল দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এরপরই রেল কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে স্মারকলিপি দিল পরিবেশপ্রেমী সংস্থা ঐরাবত ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

সোমবার নকশালবাড়ি স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে কাটিহারের ডিআরএমের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায় ঐরাবত। অভিযোগে চিহ্নিত সংবেদনশীল অংশে বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাতে ট্রেনের গতিসীমা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ জারির আবেদন করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে এলাকায় পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড বসানো, আলোর ব্যবস্থা করা এবং বন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নজরদারি বাড়ানোর দাবিও জানানো হয়েছে। হাতির নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। ঐরাবতের কর্ণধার অভিযান সাহা বলেন, 'এর আগেও ওই এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় দুটি পূর্ণবয়স্ক হাতি প্রাণ হারিয়েছে। আমরা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবিদাওয়াগুলি তুলে ধরেছি। জাতীয় সড়কে বনকর্মীদের টহলদারি সারাক্ষণ থাকলেও রেললাইনে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করে হাতির পাল।'

আটকে ৬ বুনো

চালসা ও নাগরাকাটা, ১৬ নভেম্বর : চাপড়ামারি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চা বাগানের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের পথে আইভিল চা বাগানের ঝোপে আটকে পড়ল ছ'টি হাতির দল। রবিবার রাতে বাগানে ঢুকে সোমবার দিনভর সাতখাইয়া ডিভিশনের ২৫ এফ সেকশনের একটি পতিত জমিতে আশ্রয় নেয় হাতিগুলি। নেওড়া নদী সংলগ্ন রেলসেতুর পাশের ঝোপে হাতির দল রয়েছে, এখবর ছড়াতেই সোমবার সকালে এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন বাসিন্দারা। শ্রমিক মহল্লায় কিছুটা আতঙ্কও ছড়ায়। পরিস্থিতির ওপর দিনভর নজর রাখেন খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা।

শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বিমল

রামদেবের যোগপীঠ গড়তে তৎপরতা মংপুতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ২০১৫ সালে মংপুর পাহাড়ি উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দার্জিলিংয়ের শান্ত পরিবেশ আর ভেষজ গাছপালার প্রাচুর্য মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। তখনই পাহাড়ের বুকে একটি 'যোগপীঠ' গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যোগগুরু রামদেব। মাঝে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন আর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে সেই উদ্যোগ কিছুটা ধামাচাপা পড়লেও, তা একেবারে হারিয়ে যায়নি। রাজ্যে পালাবদলের পর সেই পুরোনো স্বপ্নকেই এবার বাস্তবে রূপ দিতে আসরে নামলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং। পাহাড়ের



বুকে পতঞ্জলি যোগপীঠ তৈরির জন্য রামদেবকে জমি দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন।

সিঙ্কোনা প্রকল্পের জমিতেই তাঁর এই যোগপীঠ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বিমল জানিয়েছেন, আগামী ২০ থেকে ২৩ নভেম্বরের মধ্যে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে পতঞ্জলি যোগপীঠের পাশাপাশি মংপুতে একটি স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হবে। বিমলের কথায়, 'রামদেব এখানে তাঁর যোগপীঠ তৈরির জন্য আগ্রহী। এর আগে তিনি এই এলাকা ঘুরে গিয়েছেন। যোগপীঠ তৈরি হলে এখানে কয়েক হাজার কোটি টাকা লগ্নি করবে ওই সংস্থা। এখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে ও এলাকার গুরুত্বও বাড়বে।'

প্রসঙ্গের সূত্রপাত ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে। বিমল গুরুংয়ের আহ্বানে সেবার দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন রামদেব। বিমল তখন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ। সেই সফরে মংপুর যোগীঘাটে তিনদিনের একটি যোগ শিবিরও করেছিলেন যোগগুরু। সেখানেই বিমল তাঁকে পাহাড়ে যোগপীঠ তৈরির আর্জি জানান। পাহাড়ের ভেষজ সম্পদের কথা মাথায় রেখে রামদেবও সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পরেই বিমল জিটিএ থেকে ইস্তফা দেন, শুরু হয় পৃথক গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন। ফলে থমকে যায় রামদেবের প্রকল্পের কাজ। তবে, বিমলের সঙ্গে রামদেবের সুসম্পর্ক অটুট ছিল বরাবরই। তিনি নিয়মিত হরিদ্বারে রামদেবের যোগপীঠে যাতায়াত করেন।

সম্প্রতি তিনি মংপুতে গিয়ে এই প্রকল্পের জন্য একাধিক জায়গা ঘুরে দেখেছেন, কথা বলেছেন সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টরের সঙ্গে। এরপরই যোগপীঠের প্রস্তাব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত নেন মোর্চা প্রধান। সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা স্যামুয়েল রাই বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই রামদেবকে তাঁর প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য এখানে জমি দেওয়া নিয়ে কথা চলছে। বিমল গুরুং সম্প্রতি আবার এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। দেখা যাক কী হয়।'

বিমল জানান, সিঙ্কোনা প্রকল্পের ভেতরে কয়েকশো একর জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেখানেই বাবা রামদেবের যোগপীঠ হতে পারে। এ ছাড়া সিটংয়ের যোগীঘাটেও একটি জমি দেখা হয়েছে। রাজ্য সরকার সবুজ সংকেত দিলে মংপু বা তার আশপাশের যে কোনও একটি জায়গায় এই প্রকল্প হবে। তবে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, যোগীঘাটে যে জমির কথা বিমল বলেছেন সেখানে দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি তৈরি হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে যোগীঘাটের জমি যোগপীঠ তৈরির জন্য পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

পুনর্নির্মাণে বহু তথ্য সামনে

লাটাগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : গরুমারা জঙ্গলে রাজকুমার রায়ের মৃত্যুর তদন্তে পুলিশ মনে করছে, গাছ কেটে পাচার করায় জড়িত ছিলেন তিনি। সোমবার ধৃতদের নিয়ে গিয়ে পুলিশ ঘটনাটির পুনর্নির্মাণ করে। প্রক্রিয়াটির ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়। সোমবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় ধৃত পরিতোষ রায় পুলিশকে জানান, কাটার পর যেদিকে পড়ার কথা ছিল, সেদিকে না পড়ে গাছটি অন্যদিকে পড়ে। কাছে দাঁড়িয়েছিলেন রাজকুমার। তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। গাছের একটি ডাল তাঁর উপরে পড়ে।

রাজকুমারকে কাঁধে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন বটে সঙ্গীরা, কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর তাঁরা বুঝতে পারেন সঙ্গী আর বেঁচে নেই। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তাঁরা। রাজকুমারের মোটর সাইকেলটি অন্য একজনকে দিয়ে বিচাভাঙ্গা সংলগ্ন ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আনানো হয়। পরে সেটিকে জাতীয় সড়কের ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। পাশে ফেলে রাখা হয় রাজকুমারের দেহ।



শিক্ষককে অপহরণের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় এক স্কুল শিক্ষককে অপহরণ করে টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক শচীন রাই রবিবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

রবিবার রাতের এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শচীনের অভিযোগ, রবিবার রাত ১২টা নাগাদ ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার সময় তিন তরুণ বাইকে করে এসে তাঁর পথ আটকায়। তিনি বলেন, 'তিন তরুণ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে। তবে আমি তাদের সঙ্গে যেতে চাইনি। তখন দেখি ওই তরুণরা কিছু দূরে থাকা একটি পুলিশের গাড়ির কাছে গিয়ে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে। আমি ভেবেছিলাম, ওরা সত্যি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইছে। তাই একজনের বাইকে উঠেছিলাম। কিন্তু আমার বাড়ির রাস্তায় না নিয়ে গিয়ে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা বুঝতে পারি।' তিনি জানান, পরিস্থিতি বুঝে বাইক থেকে লাফ দিলে পিছনের বাইকে থাকা দুই তরুণ তাঁকে চেপে ধরে বাইকে তোলে। তারপর জলেশ্বরীর দিকে একটি বাড়িতে নিয়ে যায়। তাদের মতলব বুঝে তিনি প্রাণে রক্ষা পেতে নিজের সবকিছু নিয়ে নিতে বলেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিলে হেঁটে তাঁর বাড়ি চলে আসেন।

শচীন বলেন, 'ওরা প্রায় ১৫ হাজার টাকা ও মোবাইল নিয়ে নিয়েছে। রাত দেড়টা নাগাদ আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেছি।' যদিও পুলিশের কাছে অভিযোগে তিনি টাকার কথা উল্লেখ করেননি। তাঁর কথায়, 'দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বেঁচে বুড়াবাড়ি মন্দিরের কাছে বাড়ি ফেরার সময় দুই তরুণ আবার পিছু নিয়েছিল। সিসিটিভিতে সেই দুজনের ছবি ধরা পড়েছে।'

মেডিকেল ও জেলা হাসপাতালে সংকটে রোগীরা

রক্তের ভাঁড়ারে প্রবল টান

রণজিৎ ঘোষ ও নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : উৎসবের মরশুমে রক্তের সংকট ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রক্তের জন্য হাহাকার করছেন রোগীরা। সোমবারও দুটি হাসপাতাল ঘুরে একই চিত্র দেখা গিয়েছে। রোগীর আত্মীয়দেরই রক্তদাতা এনে সেই রক্ত রোগীকে দিতে হচ্ছে। মজুত না থাকায় কোথাও কোনও ব্লাড ডোনার ক্রেডিট কার্ড নেওয়া হচ্ছে না। ফলে রক্তের অভাবে অনেক রোগীর চিকিৎসা বন্ধ হয়ে রয়েছে। মেডিকেলের সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'প্রয়োজনের তুলনায় রক্তের জোগান কম। উৎসবের মরশুমে সেভাবে রক্তদান শিবির হয়নি। ফলে সমস্যা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রতিদিন প্রায় ১০০ ইউনিট এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ৩০-৩৫ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বাইরের অন্য হাসপাতালগুলি থেকেও মেডিকেলের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকের কাছে রক্ত চাওয়া হয়। কিন্তু দুর্গাপুজোর আগে থেকে রক্তদান শিবির কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। গত সপ্তাহে দু'তিনটি শিবির হলেও সেখানে সংগৃহীত রক্ত চাহিদা মেটাতে পারছে না।

সোমবার দুপুরে মেডিকেলে আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকে রক্ত নিতে এসেছিলেন জলপাইগুড়ির ভুট্টাবাড়ির বাসিন্দা সুমন রাউত। তিনি বললেন, 'স্ত্রী প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীন। তার অস্ত্রোপচার হবে। সেইজন্য চিকিৎসক অন্তত দুই ইউনিট রক্ত মজুত রাখতে বলেছেন।' সুমন ব্লাড ব্যাংকে ঢোকামাত্রই সেখান থেকে বলা হয়েছে যে, দুজন রক্তদাতা নিয়ে আসুন। এখানে রক্ত মজুত নেই। বেরিয়েই সুমন বললেন, 'আমি রক্তদাতা কোথায় পাব? স্ত্রীর গ্রুপেরই রক্তদাতা হলে ভালো হয় বলা হয়েছে।'

রক্ত পাওয়ার আশায় ব্লাড ব্যাংকের বাইরে সকাল থেকে বসে রয়েছেন অমল মণ্ডল। ফাঁসিদেওয়ার



মেডিকেলের ব্লাড সেন্টারে এসেও ফিরতে হচ্ছে রোগীর আত্মীয়দের।

বাসিন্দা অমল বললেন, 'ভাই শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। সেখান থেকেই মেডিকেলে রক্তের জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু মেডিকেলে বলছে, এখানে ভর্তি রোগীদেরই রক্ত দেওয়া যাচ্ছে না। আপনি বেসরকারি জায়গায় খোঁজ করুন।' চা বাগানের অস্থায়ী শ্রমিক অমলের বক্তব্য, 'বাইরে এক ইউনিট রক্তের জন্য অন্তত ১৫০০-২০০০ টাকা প্রয়োজন। অত টাকা আমার কাছে নেই। যদি কেউ রক্ত দিতে রাজি হন, তাই এখানে বসে রয়েছি।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত শূন্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ১০ নভেম্বরের পর থেকে এই পরিস্থিতি চলছে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত 'এ' পজিটিভ ৩ ইউনিট, 'বি' পজিটিভ ৬ ইউনিট, 'ও' পজিটিভ ৮ ইউনিট এবং 'এবি' পজিটিভ ১ ইউনিট করে রক্ত মজুত ছিল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্যই প্রতিদিন অনেক বেশি রক্ত প্রয়োজন হয়। পরিস্থিতি বুঝে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারকে রক্তদাতা নিয়ে আসার পরামর্শ দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই রোগীর আত্মীয়রা রক্তদাতা আনতে পারলে তবেই রক্ত পাচ্ছেন। এভাবেই এদিন ৮ রোগীর পরিজন জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত পেয়েছেন। তবে, এনিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি রোগীর আত্মীয়রা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রক্তের ভাঁড়ারে টান পড়ায় থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত রোগীদেরও সমস্যা হচ্ছে।

রাস্তার টেন্ডারে সাড়া মিলছে না

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : পুজোর আগে খানাখন্দে ভরা রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়েছিল। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ হলেও প্রশাসক পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম সেই কাজ নির্দিষ্ট সময়ে একশো শতাংশ শেষ করতে পারেনি। এবার শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে সমস্ত রাস্তা পূর্ণাঙ্গভাবে সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এজেন্সি অংশগ্রহণ না করায় অর্ধেকের বেশি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্নই হয়নি, যে কারণে নতুন করে টেন্ডার ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'ছটপুজোর ছুটি শেষ হওয়ার পর নতুন করে বেশ কিছু ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হবে। শীঘ্রই রাস্তার কাজ শুরু হবে। সেইসঙ্গে বাকি কাজের জন্য নতুন করে টেন্ডার করা হবে।'

পুজো শেষেও পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন শহরবাসী। পুরভোটের আগে এই ক্ষোভ দূর করতে পুরনিগম প্রতিটি রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। কাজ শেষ হতে প্রায় চার-পাঁচ মাস সময় লাগবে। শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডের রাস্তা পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর প্রায় ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সেই টাকা দিয়ে শহরের ইসকন মন্দির রোড সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা থেকে পাড়ার অলিগলিও সংস্কার করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে বিটুমেন বা ম্যাস্টিকের কাজ করা হবে বলে খবর। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, এই পর্বে শুধু রাস্তা নয়, একাধিক এলাকায় নিকাশিনালার কাজও হবে। যে কারণে ১০৩টি টেন্ডার করা হয়েছিল। তবে ১৮টি টেন্ডারের শেষে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। ছটপুজোর ছুটি শেষে নতুন করে আরও ১৮টি টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ওয়ার্ক অর্ডার জারি হবে। ফলে ৬৭টি কাজের ক্ষেত্রে নতুন টেন্ডার করতে হবে। তবে দ্বিতীয় দফার টেন্ডারে কতটা সাড়া মেলে, তার ওপর নির্ভর করবে শহরের রাস্তার হাল ফেরা।


বাড়ি ফেরার অপেক্ষা।। উত্তর দিনাজপুরের ভুপালপুরে ছবিটি তুলেছেন প্রতীক চৌধুরী।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দ্রুত স্থায়ী সমাধানের পথে কেন্দ্র

ত্রিপাক্ষিকের প্রয়োজন নেই : রাজু

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : গোর্খাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া পুরোদমে এগোচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে সংসদে বিল এনে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে একথা জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই বলেও এদিন সাফ জানিয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র নেপালি সমাজকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগও নস্যাৎ করেছেন সাংসদ।

গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে সাংসদ বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে এই বিষয়ে বৈঠক করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত তিন আধিকারিকের প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে দু'বার এই অঞ্চল সফর করে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ওই প্রতিনিধিদলের ফের ডুয়ার্স সফরে আসার কথা।' সাংসদের কথায়, 'স্থায়ী সমাধানের দায়িত্ব ভারত সরকারের। সরকার যখন উপযুক্ত মনে করবে, তখনই সময় দেখে সংসদে বিল এনে স্থায়ী সমাধান করবে। এর ফলে পাহাড় ও সমতলে শান্তি ফিরবে, উন্নয়ন হবে এবং গোর্খাদের পরিচয়-সংকটও দূর হবে। এই সমাধানে গোর্খাদের যেমন মঙ্গল হবে, তেমনই অন্য কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষতি হবে না, বরং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গেরই ভালো হবে।'

স্থায়ী সমাধানের জন্য ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হবে কি না, সে প্রসঙ্গে সাংসদের বক্তব্য, 'এর আর কোনও আবশ্যকতা নেই। ভারত সরকার ডাকলে সে বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে যতটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার ছিল, তা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অবস্থান এখন একদম স্পষ্ট। গোর্খাদের জন্য আর কী ভালো করা যায়, মধ্যস্থতাকারী সেই বিষয়েই ভাবনাচিন্তা করছেন এবং প্রক্রিয়া সেই দিকেই এগোচ্ছে।'

'এমপি দেউসি-ভৈলো মহোৎসব'-এর আয়োজন ঘিরে বিজেপির অন্দরেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। এ নিয়েও মুখ খুলেছেন সাংসদ। দলের একাংশের অভিযোগ, গোটা জেলার সাংসদ হয়েও তিনি কেবল নেপালি সমাজকে নিয়ে বেশি ভাবছেন এবং বাকি সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করছেন। এই অভিযোগ


সাংবাদিকদের মুখোমুখি রাজু বিস্ট।

উড়িয়ে দিয়ে রাজুর যুক্তি, 'দেউসি-ভৈলো অনুষ্ঠানের পিছনে নির্বাচনি অঙ্ক বা রাজনীতি নেই। প্রত্যেক নাগরিকের নিজের সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকে, আমারও সেই দায়িত্ব রয়েছে। তবে আমি গোটা এলাকার সব সম্প্রদায়ের কথা ভাবি এবং সবার উন্নয়নের জন্য কাজ করছি।'

রাজ্যে তোলাবাজি ও পাচারচক্র প্রসঙ্গে পূর্বতন শাসকদলকে এদিন নিশানা করে রাজু বলেছেন, 'তৃণমূলের আমলে তোলাবাজি চরমে পৌঁছেছিল। আগে কয়লা, সুপারি, সিগারেট, তামাক থেকে শুরু করে গোরু-মোষ পাচার সবকিছু অবাধে চলত। এখন রাতভর ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও এধরনের কাজ দেখতে পাবেন না।'

হাতির মুখে পড়ে শিশু সহ জখম বাবা

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : হাতির মুখে পড়ে শিশু সহ জখম হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমার মিলনমোড় সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, মিলনমোড়ে একটি অনুষ্ঠান থেকে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন নিরঞ্জন ডেকা (৪৪)। কোলে ছিল তাঁর ৪ বছরের ছেলে ইভান। মাজুয়া এলাকায় একটি গলিপথ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি হাতির মুখোমুখি হয়ে পড়েন। এর পরেই ঘটে ঘটনাটি। বন দপ্তর সূত্রে খবর, হাতিটি নিরঞ্জনকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা মারলে তিনি পড়ে যান। কোলে থাকা শিশুটিও স্বাভাবিকভাবেই পড়ে যায়। সিসি ক্যামেরায় এই ছবি ধরা পড়েছে।

এদিকে, বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় নিরঞ্জনের খোঁজ করতে বের হন পরিবারের লোকেরা। তাঁরাই উদ্ধার করে প্রধাননগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করান দুজনকে। নিরঞ্জনের পাঁজরে আঘাত লেগেছে। শিশুটি ভয় পেয়েছে। তবে আপাতত দুজনই কিছুটা সুস্থ রয়েছেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। নিরঞ্জনের বক্তব্য, 'রাস্তায় আলো ছিল না। হাতি কখন সামনে এসেছিল বুঝতে পারিনি। বাচ্চাটা কোলে থাকায় রক্ষা পেয়েছে।'

> **রাস্তায় আলো ছিল না। হাতি কখন সামনে এসেছিল বুঝতে পারিনি। বাচ্চাটা কোলে থাকায় রক্ষা পেয়েছে।**
>
> **নিরঞ্জন ডেকা, হাতির হানায় আক্রান্ত**

রবিবার রাতে মিলনমোড়ের অনুষ্ঠানের ভিড় নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। মিলনমোড় সংলগ্ন স্থানে হাতির করিডর। এলাকাটি মহানন্দা অভয়ারণ্যের খুব কাছে। বন্য জন্তুদের আনাগোনা লেগেই থাকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নেপালি সমাজের বিশাল সেই অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। জঙ্গল এলাকা, চা বাগান এবং সংলগ্ন নানা রাস্তা দিয়ে রাতভর যাতায়াত করছিলেন মানুষ। সুকনার জঙ্গলে হাতির দল ছিল। করিডরে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় একটি হাতি দলছুট হয়ে মাজুয়ার ৮ নম্বর লেন দিয়ে ঢুকে পড়ে। বাড়ি ফেরার পথে মুখোমুখি হয়ে পড়েন নিরঞ্জন। কিন্তু অনুষ্ঠানের শব্দে তাঁর চিৎকার কেউ শুনতে পাননি। অনেকটা দেরিতে খবর পান বনকর্মীরা। আশপাশের বেশিরভাগ রাস্তায় লোকজন থাকায় হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে বনকর্মীদের বেগ পেতে হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'বন দপ্তর জঙ্গলে হাতি ফেরাতে ব্যবস্থা নিয়েছে। পরিবারটি যাতে বন দপ্তরের থেকে ক্ষতিপূরণ পায়, তার জন্য বলেছি।' দার্জিলিঙের ডিএফও দীপক এম বলেন, 'লোকালয়ে হাতির হানা রুখতে বনকর্মীরা সক্রিয়।'

আয়াপ্পা মন্দিরে পুজো

বাগডোগরা, ১৬ নভেম্বর : বাগডোগরার আয়াপ্পা মন্দিরে ১৭ নভেম্বর থেকে মণ্ডল ও মকর সংক্রান্তি পুজো শুরু হবে। চলবে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। মন্দির কমিটির সভাপতি বি মনোহরণ বলেন, 'দক্ষিণ ভারতের আরাধ্য দেবতা আয়াপ্পার মন্দির উত্তরঙ্গের মধ্যে শুধু বাগডোগরায় রয়েছে। প্রায় ২ মাস চলবে এই পুজোর মরশুম।'

তোলাবাজিতে অভিযুক্ত পদ্ম নেতার ভাই

তদন্ত দাবি শিখার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : মাঝরাতে রাস্তায় গাড়ি আটকে তোলাবাজি এবং পণ্যবাহী গাড়িতে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল এক বিজেপি নেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি শহরের রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। রাজনীতির রং না দেখে ঘটনার তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন শিখা। বিজেপি নেতৃত্বও বিষয়টি নিয়ে দলীয় স্তরে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিজিৎ সিংহ(২৬) ও শুভজিৎ সিংহ(২৪) নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুজনেই মাটিগাড়ার পতিরামজোতের বাসিন্দা।

অভিযোগ, রবিবার রাতে জাতীয় সড়কের তিনবাত্তি এলাকায় একটি ছোট চারচাকার গাড়ি গুয়াহাটিগামী একটি পণ্যবাহী ট্রাকের রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে চালককে নামিয়ে নথিপত্র দেখানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়। গাড়ির চালক পুলিশ বা প্রশাসন ছাড়া নথি দেখাতে অস্বীকার করায় তাঁকে মারধর করা হয়। গাড়ির চালক অমরেশ কুমার বলেন, 'বিহার থেকে চালভর্তি গাড়ি নিয়ে গুয়াহাটিতে যাচ্ছিলাম। রাতে হঠাৎ চারচাকার ছোট গাড়িটি এসে রাস্তা আটকায়। আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নথিপত্র চাওয়া হয়। আমি রেজিস্ট্রেশনের নথি (আরসি) দেখাতেই সেটি নষ্ট করে দেয়। এরপরে আমাকে মারধর শুরু করে। আর বলে, আমাদের কথামতো টাকা দিয়ে সমঝোতা কর, তাহলে ছেড়ে দেব। না হলে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।' তাঁর বয়ান অনুযায়ী, টাকা দিতে অস্বীকার করায় অভিযুক্তরা মারধর শুরু করে। তাঁকে মারতে মারতে গাড়ির পিছনে নিয়ে গিয়ে দড়ি কেটে ত্রিপল সরিয়ে চালের বস্তা পরীক্ষা করতে শুরু করে। এই ঘটনায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ এই ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে, লরির চালক কান্নাকাটি করলেও তাঁকে ছাড়েনি অভিযুক্তরা। বরং গালিগালাজ করতে করতে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

এই ঘটনায় বিজেপির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর সুজয় বিশ্বাসের ভাইয়ের নাম জড়িয়েছে। যদিও সুজয়ের বক্তব্য, 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ভাই এই ঘটনায় যুক্ত নয়। যে চারচাকা গাড়িটি দিয়ে ওই ট্রাকটিকে আটকানোর কথা বলা হচ্ছে, সেটি একটি রিকভারি এজেন্সির গাড়ি ছিল।'

এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'তোলাবাজির জন্যই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্য থেকে তাড়িয়েছে। সেই তোলাবাজি এখনও চললে বরদাস্ত করা হবে না। কে বা কারা এসব করেছে, সেটা পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে। আমাদের দলের নেতৃত্বও নিশ্চয়ই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।'


ট্রাকের ত্রিপল খোলার চেষ্টা।

> **তোলাবাজির জন্যই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্য থেকে তাড়িয়েছে। সেই তোলাবাজি এখনও চললে বরদাস্ত করা হবে না।**
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি**

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'কোনওরকম তোলাবাজি দল বরদাস্ত করবে না। ঠিক কী হয়েছে জানার জন্য ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতিকে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছি। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

নদীতে ফের আবর্জনার স্তূপ, বাড়ছে উদ্বেগ

জোড়াপানি-ফুলেশ্বরী সংস্কার থমকে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বর্ষা আসতে এখনও কয়েক মাস বাকি। কিন্তু তার আগেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদীর পাড়ের বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের। নদীজুড়ে ফের জমছে আবর্জনা। বাড়ছে বালি-মাটির আস্তরণও। গত বছর সাফাই অভিযানের পর কিছুটা স্বস্তি মিলেছিল। চলতি বছর বর্ষার আগে একই উদ্যোগ নেওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ফলে আগামী বর্ষায় ফের জলযন্ত্রণার আশঙ্কা করছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। দ্রুত নদী দুটি সংস্কারের দাবি উঠেছে।

তৃণমূল জমানায় জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদীকে সিটি ম্যানেজমেন্টের আওতায় আনা হয়েছিল। সেই সময় এক দফায় দুটি নদীতে সাফাই অভিযান এগচলে। আবর্জনা সরানোর পাশাপাশি আর্থমুভারের সাহায্যে নদীবক্ষে জমে থাকা বালি-মাটিও তোলা হয়।

২০২৫ সালে বর্ষার আগে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে ফের একই কাজ হয়। ফলে ওই বছর নদীর দু'পাড়ের বাসিন্দারা অনেকটাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। চলতি বছরের বর্ষাতেও তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু ফের আবর্জনা জমতে শুরু করায় উদ্বেগ বাড়ছে।

এনিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন শহরের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে নদী সংস্কারের পাশাপাশি সেতুর উপর নেটিং করা হয়েছিল বলে জানান তিনি। সমস্ত কাজ সেচ দপ্তর করেছিল। নতুন করে দুটি নদী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে রাজ্যের সেচমন্ত্রীকে চিঠি লেখার কথা জানিয়েছেন গৌতম। তাঁর বক্তব্য, 'প্রাক্তন মেয়র হিসেবে নয়, একজন নাগরিক হিসেবেও আমি এই উদ্যোগ নিতে চাই।'



- চলতি বছর দুই নদীর সংস্কার কাজ হয়নি
- সেচমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন প্রাক্তন মেয়র
- দ্রুত সংস্কারের দাবি নদীপাড়ের বাসিন্দাদের

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'বোর্ড না থাকা সত্ত্বেও শিলিগুড়ি পুরনিগম যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। পুরনিগমই এই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যাবতীয় উদ্যোগ নেবে।'

প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি নদীপাড়ের বাসিন্দাদের উদ্বেগও বাড়ছে। ঘোগোমালিতে সেতুর পাশে দীর্ঘদিন ধরে দোকান করছেন চিরঞ্জিৎ বোস। তিনি জানান, ২০২৫ সালে শেষবার সংস্কার হলেও চলতি বছর কোনও কাজ হয়নি। নতুন করে জমতে থাকা আবর্জনা দ্রুত সরানো না হলে আগামী বর্ষায় তাঁর দোকান জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই উদ্বেগ ফুলেশ্বরী নদী লাগোয়া দেবাশিস কলোনির বাসিন্দা স্বপন শীলেরও। তাঁর কথায়, 'দু'বছর নিশ্চিন্তে কাটলেও নদীতে ফের আবর্জনার স্তূপ জমতে শুরু করেছে। দ্রুত নদী পরিষ্কার করা প্রয়োজন।' ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়িও ফুলেশ্বরী নদীর পাশে। নদী পরিষ্কারের পর কিছুটা স্বস্তি মিললেও এখন ফের চিন্তা বাড়ছে তাঁর। সময় থাকতে সংস্কার না হলে আগামী বর্ষায় নতুন করে জলযন্ত্রণায় ভুগতে হবে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি।

দূষণের জেরে কমছে আকাশপথের অতিথি

> প্রতিবছর হেমন্তের শেষে আর শীতের শুরুতে গ্রেট ক্রেস্টেড গ্রিব, ইয়েলো ব্রেস্টেড বান্টিংয়ের মতো পাখিরা ফুলবাড়ির জলাভূমিতে ভিড় করে। কিন্তু, এবছর নভেম্বরের অর্ধেক পেরোলেও তাদের সংখ্যা অনেক কম।

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ নভেম্বর : নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হেমন্তের আবহে মনোরম পরিবেশ উত্তরবঙ্গে। এ সময় অতিথি আসার পালা। লাদাখ, সাইবেরিয়া, ইউরোপ হোক বা মধ্য এশিয়া- নিজেদের চেনা এলাকা ছেড়ে অতিথিরা উড়ে আসে ভারতের দিকে। তবে বর্তমানে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ এবং পোড়াঝাড় সংলগ্ন জলাভূমি এলাকায় এখনও আশানুরূপভাবে পরিযায়ীর দেখা মিলছে না। কারণ হিসেবে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাকেই দায়ী করছেন পরিবেশপ্রেমী ও বিশেষজ্ঞরা। এদিকে সংশ্লিষ্ট জলাভূমিতে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে থার্মোকল ও আবর্জনা। সেই কারণেও পরিযায়ী পাখির স্বাভাবিক আগমন ব্যাহত হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেক পাখিপ্রেমী। দ্রুত এলাকায় সচেতনতা অভিযানের পাশাপাশি, জলাভূমি পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়ার দাবিও জানাচ্ছেন তাঁরা।

প্রতিবছর হেমন্তের শেষে আর শীতের শুরুতে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গ্রেট ক্রেস্টেড গ্রিব, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, গারওয়াল, টাফটেড ডাক এবং ইয়েলো ব্রেস্টেড বান্টিংয়ের মতো দুর্লভ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা ফুলবাড়ির জলাভূমিতে এসে ভিড় করে। কিন্তু, এবছর নভেম্বরের অর্ধেক দিন পেরিয়ে গেলেও অনেক কম সংখ্যক পাখি এসেছে। একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সভাপতি দীপজ্যোতি চক্রবর্তী বলেন, 'এবছর এখনও শীত কম। ঠান্ডা দেরিতে পড়তে পারে। তাই পরিযায়ী পাখির আগমনও কিছুটা দেরিতে হতে পারে। তবে গত বছর এবং তার আগের বছর এই সময়ে পাখির পরিমাণ অনেকটাই বেশি ছিল। এবার জলাভূমি চত্বরে যত্রতত্র থার্মোকল ও নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ পড়ে রয়েছে বলে শুনেছি। নিজে পরিস্থিতি দেখে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। পরিবেশ দূষিত হলে পাখির সমস্যা হবে।'


নভেম্বরের মাঝামাঝিও সেভাবে আসেনি পরিযায়ী পাখিরা।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক তথা পরিবেশ ও পাখিপ্রেমী দেবর্ষি ভট্টাচার্য বললেন, 'পরিযায়ী পাখিরা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান নির্দেশক। জলে আবর্জনার ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা দ্রুত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বন দপ্তরকে চিঠি লিখে দ্রুত সাফাইয়ের আর্জি জানানো হবে।'

ইতিমধ্যেই ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার ওয়াংতু লামা সম্প্রতি নিজেই ফুলবাড়ি ব্যারেজ এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তাঁর কথায়, 'এলাকায় পরিযায়ী পাখির আগমন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।' তবে জলাভূমির কিছু অংশে যে থার্মোকল ও আবর্জনা পড়ে রয়েছে, সেকথা স্বীকার করে তিনি দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি স্থানীয় এনজিও এবং তিস্তা ব্যারেজ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে খুব শীঘ্রই পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও সচেতনতা শিবির করা হবে বলেও তিনি জানান।

সূত্র বলছে, ২০২২ সালে এলা



সন্যাসীর প্রয়াণ

৯০ বছর বয়সে প্রয়াত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ অধ্যক্ষ ভজনানন্দ মহারাজ। দীর্ঘদিন মিশনের ইংরেজি মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার দুপুর দুটোয় বৃন্দাবনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।



রাসের প্রস্তুতি

শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী রাসযাত্রাকে আরও বর্ণময় করে তুলতে একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট পুরসভা। এবারের উৎসবে থাকছে বিশেষ থিম সং, হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি। গোটা শহরজুড়ে আঁকা হবে আলপনা।



বাঁচল প্রাণ

ছটপুজোর ভোরে বাবুঘাটে গঙ্গার জলে ডুবতে থাকা কুকুরকে উদ্ধার করল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ঘটনাটি প্রথমে নজরে আসে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর। তিনি বাহিনীকে খবর দেন। সারমেয়টির জন্য চিকিৎসা ও খাবারের ব্যবস্থাও করেন।



চালিশা পাঠ

মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোরে ৫ লক্ষ সমবেত কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠ করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে নতুন সরকারের আমলে এই ধরনের একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

নীল-সাদা অতীত

হাসপাতালে রঙের খরচের প্রস্তাব তলব

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সরকারি পরিকাঠামোয় নীল-সাদা রঙের ব্যবহার শুরু করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি দপ্তর, উড়ালপুল থেকে রাস্তার ডিভাইডার, সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল সেই রং। এবার রাজ্যে পালাবদলের পর সরকারি পরিকাঠামো থেকে সেই নীল-সাদা রং মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। নবান্নের পর এবার রং বদলাতে চলেছে রাজ্যের শতাব্দীপ্রাচীন মেডিকেল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলিরও।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, হাসপাতালগুলির ভবনে নতুন করে রং করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এবিষয়ে দপ্তরের মুখ্যসচিবের তরফে আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রং করার প্রস্তাব এবং সম্ভাব্য খরচের হিসাব জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বহু হাসপাতালের ভবনের রং উঠে গিয়েছে। চেহারাও মলিন। প্রায় তিন বছর আগে 'স্মার্ট লুক' দেওয়ার জন্য রং করা হয়েছিল ভবনগুলিতে। এবার কোথায় কতটা সংস্কার প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখে কাজের পরিকল্পনা তৈরি করবেন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা।

এর আগে নবান্ন সভাঘরের রং বদলের কাজ শুরু হয়েছে। শহরের একাধিক রাস্তার ডিভাইডারেও নীল-সাদার বদলে ফিরেছে সাদা-কালো। নবান্নের বাইরের অংশও সাদা বা ঘিয়ে রঙের সঙ্গে হালকা ও গাঢ় হলুদের মিশেলে সাজানোর জল্পনা রয়েছে। সরকারি ভবন ও পরিকাঠামোর রং বদলের এই প্রক্রিয়ায় এবার যুক্ত হতে চলেছে হাসপাতালগুলিও।





নিজের বাড়ির জগদ্ধাত্রীর আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। (ডানদিকে) সোমবার ভোরে বীরভূমে ছটের ব্রতীরা। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায় ও পিটিআই

ঋত-তৃণমূলের এক্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে তৃণমূলের দুই শিবিরের সংঘাতের মধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে সাসপেন্ড করা হল গণতান্ত্রিক তৃণমূলের অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট। সোমবার সকাল থেকে ওই অ্যাকাউন্ট আর খোলা যাচ্ছে না। পেজে ঢুকলেই দেখা যাচ্ছে 'সাসপেন্ডেড' বার্তা।

রাজ্যে দুই আসনে উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের দুই শিবিরের জন্য পৃথক নাম ও প্রতীক বরাদ্দ করেছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সম্প্রতি দুই পক্ষকেই বিভিন্ন কর্মসূচিতে ঘাসফুল প্রতীক ব্যবহার করতে দেখা যায়। এর মধ্যেই কমিশনের দেওয়া নাম ও প্রতীক সরিয়ে ঘাসফুল প্রতীক এবং 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম দিয়ে নতুন পেজ তৈরি করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। কিন্তু একই নাম ও প্রতীকে আগে থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের একটি পেজ রয়েছে। ফলে নতুন অ্যাকাউন্টের বৈধতা প্রমাণে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হত। বিষয়টি কমিশনের বিচারাধীন থাকায় সেই তথ্য দিতে পারেনি গণতান্ত্রিক শিবির। তারপরেই অ্যাকাউন্টটি সাসপেন্ড করে এলন মাস্কের সংস্থা।

ঘটনার পিছনে মমতাপন্থীদের হাত দেখছেন গণতান্ত্রিক তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্ত। তাঁর অভিযোগ, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মমতা তৃণমূলের আইটি সেলের ছেলে-ছোকরারা রিপোর্ট করে



পেজটি সাসপেন্ড করিয়েছে।' পালটা মমতা-তৃণমূলের মুখপাত্র নীলাঞ্জন দাসের কটাক্ষ, 'শুধু রিপোর্ট করলেই তো অ্যাকাউন্ট উড়ে যায় না, যদি না তা নিয়মবহির্ভূত হয়।' গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে গুরুত্বহীন বলে দাবি করে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের দলের কোনও সম্পর্ক নেই।'

বাড়ল অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আপাতত তাঁর বাড়ি ভাঙা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ফলতার শ্রীরামপুরে ওই নির্মাণ বেআইনি বলে অভিযোগ ওঠে। তারপরেই তা ভাঙা শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ওই নির্মাণ ভাঙায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সোমবার সেই মেয়াদ ফের বাড়ানো হয়েছে। বাড়ি ভাঙার প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি। তাই এদিন ভিডিও রেকর্ডিং সহ বেশ কিছু তথ্য জমা দেয় রাজ্য। তা দেখে সন্তুষ্ট নন বিচারপতি। তাঁর বক্তব্য, 'নোটিশ দিতে যাওয়া ব্যক্তিরা বাড়ি চিহ্নিত করেননি। শুধু একটি কোলাপসিবল গেট দেখা যাচ্ছে।' ২৭ নভেম্বর পুনরায় তথ্য চাওয়া হয়েছে রাজ্যের থেকে।

গঙ্গা-সচেতনতা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বাংলার পড়ুয়াদের গঙ্গানদী পুনরুজ্জীবিকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল জার্মানি। স্কুলশিক্ষা দপ্তর এবং জার্মানির অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন মন্ত্রক রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে একটি বিশেষ ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমঝোতার রেশ ধরে আগামী ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বর নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে চলবে এই ওয়ার্কশপ। পড়ুয়াদের আরও সহজভাবে পরীক্ষা, খেলাধুলা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে গঙ্গা সংরক্ষণের বিষয়ে বোঝানোর জন্য 'গঙ্গা বক্স' নামের একটি শিক্ষামূলক 'টুল কিট' দেওয়া হবে শিক্ষকদের। এই প্রশিক্ষণের জন্য নদিয়া ও হুগলির ১০টি স্কুল থেকে ২০ জন শিক্ষককে বাছা হয়েছে।

মায়ের রক্তচাপ বেশি, নার্সদের জানাতে শুনতে হল স্ট্রোক কয় প্রকার

'গাফিলতিতে' ভেন্টিলেশনে বৃদ্ধা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মায়ের রক্তচাপ হুহু করে বাড়ছে। বিপদের আঁচ পেয়ে কর্তব্যরত নার্সদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেছিলেন ছেলে। কিন্তু অভিযোগ, রোগীর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর না দিয়ে উলটে তাঁকেই স্ট্রোকের প্রকারভেদ নিয়ে প্রশ্ন করেন নার্সেরা। শেষপর্যন্ত হাসপাতালের সহকারী সুপারের হস্তক্ষেপে চিকিৎসা শুরু হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় ভেন্টিলেশনে রয়েছেন ৭৭ বছরের বৃদ্ধা অঞ্জনা মান্না।

পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা অঞ্জনাকে গত সোমবার রাত ৮টা নাগাদ কলকাতার ঐতিহ্যশালী এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করান ছেলে উৎপল মান্না। স্নায়ুরোগের চিকিৎসার জন্য তাঁকে অ্যানেক্স রামরিক হাসপাতালের হাইপার অ্যাকিউট স্ট্রোক ইউনিটে (এইচএসিইউ) রাখা হয়। পেশায় মেডিকেল টেকনলজিস্ট উৎপল মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ মাকে দেখতে গিয়ে বেডের পাশে থাকা যন্ত্রে রক্তচাপ ১৮৫/৯০ দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি কর্তব্যরত দুই নার্সকে জানান। তাঁর অভিযোগ, 'নার্স বলেন আমাকে বলছেন কেন? চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন!'



অঞ্জনা মান্না ভর্তি এসএসকেএম-এর ভেন্টিলেশনে।

নিজের পেশার কথা জানাতেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি সব জানেন? বলুন তো, স্ট্রোক ক'প্রকার?'

এরমধ্যেই উৎপলের ভাই হাসপাতালের সহকারী সুপারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। পরিবারের দাবি, কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তচাপ বেড়ে ২২০/৯৫ হয়ে যায়। সহকারী সুপারের হস্তক্ষেপে অন্য এক নার্স রক্তচাপ কমানোর ওষুধ দেন। পরে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে বৃদ্ধাকে আইসিইউয়ে স্থানান্তর করেন। রবিবার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়।

উৎপলের অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসা শুরু হলে পরিস্থিতি এমন হত না। ওই সময়েই মায়ের দ্বিতীয় বার স্ট্রোক হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। চিকিৎসার নথি খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। এসএসকেএম ও স্বাস্থ্য ভবনের শীর্ষকর্তাদের ই-মেলেও অভিযোগ জানিয়েছেন উৎপল। নার্সেস ইউনিটির সম্পাদক ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'দু'পক্ষের বক্তব্য না শুনে কিছু বলা সম্ভব নয়।' স্বাস্থ্য ভবনের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, 'এসএসকেএম কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

খাবারের দোকান খোলার অনুমতি

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : খাদ্য সুরক্ষার নিয়ম ভাঙার অভিযোগে বন্ধ হওয়া ৭০টি হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানের মধ্যে ৪৮টিকে ফের ব্যবসা শুরুর অনুমতি দিল কলকাতা পুরসভা। রান্নাঘরের ত্রুটি সংশোধন এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার শর্ত পূরণ করায় পুনরায় ফিরছে তাদের লাইসেন্স। অন্যদিকে, শহরে নতুন নির্মাণের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করতে ন'সদস্যের নতুন 'মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটি' গঠন করল পুরসভা। পুজো ও উৎসবের মরশুমের আগে খাবারের মান এবং স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখতে শহরের একাধিক নামী প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়েছিল পুরসভার স্বাস্থ্যদপ্তরের খাদ্যসুরক্ষা শাখা। খাবারের নিম্নমান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সংরক্ষণের নিয়ম না মানার অভিযোগে ৪২টি হোটেল ও রেস্তোরাঁর ফুড লাইসেন্স এবং ২৮টি দোকানের ফুড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট স্থগিত করা হয়। পরে দোকানগুলির মালিকেরা ত্রুটি সংশোধন করে নতুন করে আবেদন জানান।

বর্জ্য জমা দিলে ফ্রি পিৎজা, চিকেন ফ্রাই!

আসানসোল, ১৬ নভেম্বর : প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে মিলবে খাবার। পরিবেশ বাঁচাতে এবার নতুন পন্থা নিতে চলেছে রাজ্য! প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে ছোটরা এবার হাতে পাবে আস্ত পিৎজা আর চিকেন ফ্রাই। রবিবার আসানসোলের ছট ঘাট পরিদর্শনে গিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এমনই চমকপ্রদ পরিকল্পনার কথা জানালেন। পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি গরিব মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে ২০১৯ সালে ছত্তিশগড়ের আম্বিকাপুরে চালু হয়েছিল 'গারবেজ ক্যাফে'।

নতুন প্রকল্প ঘোষণার সম্ভাবনা বাংলায়

২১ নভেম্বর খড়গপুর আইআইটি-তে মোদি

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : চলতি মাসে রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২১ নভেম্বর খড়গপুর আইআইটির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা তাঁর। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ 'পেস'-এর মঞ্চ থেকেও প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য রাজ্য সফরের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই সফরকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি ও জল্পনা শুরু হয়েছে। খড়গপুর আইআইটির অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা নতুন প্রকল্পের ঘোষণা হতে পারে বলেও আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর সফরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বলে খবর।

এদিন মেদিনীপুরে রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের একগুচ্ছ আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'সজ্জন জিন্দালের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় শিল্প ইউনিটের সূচনা করতে চান তাঁরা। একটি জনশুনানি বাকি রয়েছে। জেলা শাসককে দ্রুত তা শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ ফেরাতে ইতিমধ্যেই ৩৩টি শিল্পগোষ্ঠীকে জমি দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। টাটাদের রাজ্যছাড়া করে আগের সরকার শিল্পের ক্ষতি করেছে বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'বাংলায় আর বনধের রাজনীতি চলবে না। যে সংস্থা যত বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে, সরকার তাদের তত বেশি সুযোগসুবিধা দেবে।'

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন পোর্টাল চালুর কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগের পোর্টালে সাড়ে আট লক্ষ আবেদনকারীর কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে নেওয়া হলেও চাকরি পেয়েছিলেন মাত্র ৯ হাজার জন। ৫১টি কর্মসংস্থান কেন্দ্র বন্ধ থাকায় বেকারের প্রকৃত সংখ্যাও জানা যায়নি। এবার ১,০৩১ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২৭ সাল থেকে সরকারি চাকরির নিয়োগে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় দু'বছরের ছাড় পাবেন প্রার্থীরা।' স্বনির্ভরতার জন্য 'বিশ্বকর্মা যোজনা' ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি কলেজপড়ুয়াদের জন্য 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রকল্প চালুর কথাও ঘোষণা করেন তিনি।



মঙ্গলবার কার্তিকপুজো। কলকাতার কুমোরটুলি থেকে মূর্তি কিনে বাড়ির পথে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ক্রেশ নিয়ে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : জেলা আদালতগুলিতে ক্রেশ বা শিশু যত্নকেন্দ্র তৈরির কাজ কত দূর তা নিয়ে সোমবার রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত জেলা আদালতকে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে বলে স্পষ্ট জানাল প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চ। জেলা আদালতের চত্বরের মধ্যে ক্রেশ তৈরি করা হয়েছে কি না, তাও জানাতে হবে। ক্রেশগুলিতে দুজন করে নার্স, চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগের বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ও শিশুকল্যাণ দপ্তরকে নিশ্চিত করতে বলেছে হাইকোর্ট। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত জেলা আদালতে ক্রেশের স্থান চিহ্নিতকরণ হয়েছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট পূর্ত দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপেরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালতে মামলা করতে এসে এজলাসে শিশুদের নিয়ে প্রবেশ করতে সমস্যা হয় অভিভাবকদের। অনেকসময় ক্রেশ দূরে হওয়ায় সেখানেও শিশুদের রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। এই মামলাতে এদিন জেলা আদালতগুলিতেও ক্রেশ তৈরির পরিস্থিতি জানতে চান প্রধান বিচারপতি।

ভর্ৎসনার মুখে অভিষেক

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ডিজে মন্তব্যে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও কেন আগে আবেদন করা হয়নি তা নিয়ে হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেককে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে।

১০ দিন পরে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, 'অবকাশকালীন বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি কেন? আপনার রক্ষাকবচের মেয়াদ তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে।' তবে শেষমেশ শুক্রবার মামলা শুনানির জন্য নির্ধারণ করেছেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে, বিধাননগর সাইবার থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।'

পানিহাটির খুনে পদ্মে অস্বস্তি, তদন্তে কমিটি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পানিহাটি কাণ্ডের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখবে দল। প্রশাসনের পাশাপাশি আলাদাভাবে তদন্ত করবে রাজ্য বিজেপি। সেই লক্ষ্যে তিন সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গড়লেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। যদিও বিজেপিতে তোলাবাজি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অব্যাহত। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে ৬ কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থেকে বিজেপির এক মণ্ডল সহসভাপতিকে এদিন গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে দলের ভিতরে ও বাইরে সমালোচনার জেরে অস্বস্তিতে পড়ে বিষয়টিকে বিরোধীদের অপপ্রচার ও বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস বলেও দাবি করছেন কেউ কেউ।

সরকারের বয়স মাত্র ৬ মাস। তার মধ্যেই দুর্নীতি, তোলাবাজি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মতো ঘটনায় তৃণমূলের সঙ্গে তুলনা টানতে হচ্ছে বিজেপিকে। মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া অভিজিৎ করণ বিজেপির নন্দকুমার-১ মণ্ডলের সহসভাপতি। অভিযোগ, শুধু তোলাবাজিই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা বলে বিধানসভায় প্রার্থী করার টোপ দিয়ে ১১ লক্ষ টাকা হাতিয়েছিলেন বিজেপির এক নেতার থেকে। সম্প্রতি পানিহাটির এক মহিলা নেত্রীর স্বামীর দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় সরাসরি জেলা সভাপতিকে দায়ী করে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ। সদ্য স্বামীহারা পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে এলাকার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির প্রতি ক্ষোভপ্রকাশ করে রত্না বলেছিলেন, 'পানিহাটিতে



- পানিহাটির এক মহিলা নেত্রীর স্বামীর দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মৃত্যু হয়
- সেই ঘটনায় সরাসরি জেলা সভাপতিকে দায়ী করে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ
- এরপর চাপে পড়ে তদন্তে কমিটি গড়ে বিজেপি

বিজেপি না জিতলেই বোধহয় ভালো হত। ওঁরা পিতৃহারা হলেন, আমি মেয়েকে হারালাম।' ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পরও পানিহাটিতে বিজেপি কর্মী খুনে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পানিহাটি কাণ্ডের দ্রুত তদন্ত করে অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও এলাকার আইনশৃঙ্খলার উন্নতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। স্বাভাবিকভাবেই পানিহাটি ইস্যুতে সরকার ও দলের ওপর চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে এদিন সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও দলের সাধারণ সম্পাদকদের উপস্থিতিতে পানিহাটি নিয়ে আলোচনা হয়। অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। এদিন তিনিও সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে বনসলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি পানিহাটি কাণ্ডে অভিযুক্ত কলকাতা উত্তর শহরতলির জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়কেও এদিন তলব করা হয়েছিল বিজেপি দপ্তরে। এদিনই পানিহাটির ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বিষয়টি অমানবিক। প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' যদিও পানিহাটির বিধায়কের মন্তব্যকে অপরিণত বলে কটাক্ষ করেছেন অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ রাজনীতিতে নতুন। এধরনের স্পর্শকাতর ইস্যুতে তিনি অপরিণত কথা বলেছেন।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু আমি যতদূর জানি, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এবিষয়ে মন্তব্য না করাই ভালো।'

হরিদেবপুরে ছেলের হাতে খুন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। ছেলেই ছিল ভরসা। সোমবার সেই ছেলের হাতেই প্রাণ গেল ৮৫ বছরের বৃদ্ধা উমারানি ঘোষের। অভিযোগ, চিকিৎসার খরচ সামলাতে না পেরে মাকে খুন করেছে ৬৭ বছর বয়সি ছেলে সাগর ঘোষ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিদেবপুরে। ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিজেই পুলিশকে ফোন করে খুনের কথা জানায় সাগর। তদন্তকারীদের দাবি, অপরাধের কথা স্বীকার করেছে

চিকিৎসার খরচ সামলাতে হিমসিম

সে। দীর্ঘদিন ধরে মায়ের অসুস্থতা এবং চিকিৎসার খরচ সামলাতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছে সে। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত, শ্বাসরোধ করে উমারানিকে খুন করা হয়েছে।

মা-বোনকে নিয়ে থাকত সাগর। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ বোনের অনুপস্থিতির সুযোগে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে সে। ঘটনায় একটি নোটও উদ্ধার করেছে পুলিশ। বোনের উদ্দেশে সাগর সেখানে লিখেছে, 'মাকে মুক্তি দিলাম। বাড়ি এসে আমাকেও আর পাবি না।' পেশায় ইঞ্জিনিয়ার সাগর ২০২১-এ লকডাউনের সময় চাকরি হারায়। তারপর থেকে আর্থিক অনটনে ভুগছিল তার পরিবার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিবেশীর দাবি, লকডাউনের সময় নিজের স্ত্রীকেও হাতুড়ি দিয়ে খুনের চেষ্টা করেছিল সে। ঘটনার পর সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান সাগরের স্ত্রী। অভিযুক্ত মানসিক অবসাদে ভুগছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০ কার্তিক ১৪৩৩

খোলা ছুট

মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল নির্ভয়ার ধর্ষক-খুনিদের। এই ধরনের ঘটনায় কড়া সাজার ব্যবস্থার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল 'পকসো'। ওই খুনিদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছিল ২০২০-তে। তারপর চলে গিয়েছে আরও প্রায় সাড়ে ৬ বছর। না বন্ধ হয়েছে ধর্ষণ, না শেষ হয়েছে খুনের প্রবণতা। মুম্বই হামলায় ধৃত আজমল কাসভের ফাঁসি হয়েছিল ২০১২-তে। তারপর ১৪ বছরে জঙ্গি তৎপরতা কম হয়নি। বহু সাধারণ মানুষ থেকে সেনা জওয়ানের প্রাণ গিয়েছে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায়।

ধর্ষণের অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার বারুইপুরে ধৃতের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছিল চলতি বছরের জুলাই মাসে। তারপরেও ধর্ষণে লাগাম পরেনি বঙ্গে। যদিও তারপর ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত আরও তিনজনের প্রাণ গিয়েছে এনকাউন্টারে। গত ছয় মাসে বাংলায় পাঁচ-পাঁচটি এনকাউন্টারের গল্পটা একই- ধৃত গুলি চালিয়েছিল পুলিশকে। 'আত্মরক্ষায়' পুলিশের পালটা গুলিতে এনকাউন্টার হয়।

প্রাণদণ্ড বা এনকাউন্টার- কোনও কিছুই যে অপরাধের মূল নিশ্চিহ্ন করতে পারে না, এগুলো তার টাটকা প্রমাণ। অথচ সেই প্রাণদণ্ডের সপক্ষে রাষ্ট্রসংঘে সওয়াল করল ভারত। বীরভূমের নানুরে বিজেপি রাজত্বে সর্বশেষ এনকাউন্টারের দিন রাষ্ট্রসংঘে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত ভোট দিয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সকালে জমা, বিকেলে খরচের তত্ত্ব বাস্তবে একের পর এক এনকাউন্টারে সিলমোহর দিয়ে চলেছে। আদালত বা আইনকে পাশ কাটিয়ে পুলিশের এই পদক্ষেপকে যেন স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলছে।

নিঃসন্দেহে ধর্ষণ বা খুনের মতো অপরাধে কড়া শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যথোপযুক্ত বিচার হওয়া দরকার সেজন্য। বিচার ব্যবস্থা সবদিক বিবেচনা করে নিশ্চয়ই উপযুক্ত শাস্তি বিধান করবে। তবে সভ্যতা এখন যে যুগে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে অপরাধ ঠেকানো আর শুধু শাস্তিনির্ভর নয়। পৃথিবীব্যাপী নতুন ধারণা অনুযায়ী, শাস্তি চলাকালীন আসামির সংশোধনের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। যে কারণে কারাগার শব্দটির বদলে বন্দিশালার নাম হয়েছে সংশোধনাগার।

বন্দিদের কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণ, প্রশিক্ষণ দিয়ে পুনর্বাসন ইত্যাদি সংশোধনাগারের কাজ। তার বদলে যদি একের পর এক অভিযুক্তকে বিনা বিচারে মেরেই ফেলা হয়, তাহলে কারও আর সংশোধনের সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে, বিচার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হয়। বিচার বিভাগকে নীরব দর্শক করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। এতে সংবিধানকে লঙ্ঘন করার অভিযোগ ওঠে। পুলিশ অবশ্য সাফাই দিচ্ছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়েছে।

কিন্তু খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভাষ্য 'বাধ্য হয়ে'র বদলে এনকাউন্টারের পক্ষে একধরনের ন্যারেটিভ তৈরি করছে। সর্বশেষ নানুরে এনকাউন্টারের পর তাঁর মুখে 'গুন্ডা-বদমাশরা বাংলাদেশে চলে যাক' মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তাহলে কি অপরাধীদের দেশের নাগরিক বিবেচনা করা হবে না? সেজন্যই কি এরকম ক্ষেত্রে দেশের আইনে বিচার না করে এনকাউন্টারকে ভবিতব্য বলে ধরে নিতে হবে? এনকাউন্টার দিয়ে অবশ্য পুলিশের দুর্বলতা ঢেকে রাখা যায় না।

বরং পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে দুর্বৃত্তদের গুলি চালাতে পারার অর্থ পুলিশের অপদার্থতা। পুলিশ সতর্ক ছিল না বলেই তো ধৃতরা আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। নানুরের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র খোঁজ করতে ধৃতকে এগিয়ে দেওয়াও পুলিশের ব্যর্থতা। পাঁচটি এনকাউন্টারের প্রতিটির যৌক্তিকতা নিয়েই রাজ্যের আইনি মহলে নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আছে, যেগুলির যথার্থ জবাব মেলেনি।

সবচেয়ে ভয়ংকর প্রশ্ন হল, পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রীর 'খোলা ছুট' দেওয়ার মাধ্যমে কি বাংলা ক্রমশ এনকাউন্টার রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না? উর্ধ্বতন কারও অনুমতি ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশের গুলি চালানোর সায়ে সেই ইঙ্গিত কি স্পষ্ট হচ্ছে না? পুলিশ এনকাউন্টার-প্রিয় হয়ে উঠলে রাজ্য কিন্তু 'পুলিশ স্টেট' হওয়ার দিকে এগোবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে পুলিশের লাগামহীন স্বাধীনতা সংবিধানকে বিপন্ন করতে পারে। বিশৃঙ্খলার রাজত্ব ডেকে আনতে পারে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

বিচারের বাণী বনাম বন্দুকের নল

রাজ্যে পালাবদলের পর গত পাঁচ মাসে পাঁচ-পাঁচটি এনকাউন্টারের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'ইনস্ট্যান্ট জাস্টিস' বা বন্দুকের নলের মাধ্যমেই হয়তো এবার উত্তরপ্রদেশের মডেল অনুসরণ করতে চলেছে বাংলা।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়





বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের বাইরে নিরাপত্তারক্ষীদের প্রহরা। এনকাউন্টারে নিহত অভিযুক্তের দেহ রাখা হয় এই হাসপাতালেই। -ফাইল চিত্র

গণতান্ত্রিক দেশে অপরাধীর বিচার করবে আদালত, পুলিশ নয়। কিন্তু গত মে মাসে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কি অন্য কোনও বার্তা দিতে চাইছে? গত জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যে পাঁচ-পাঁচটি এনকাউন্টারের ঘটনা অন্তত সেই জল্পনাই উসকে দিয়েছে। এই ঘটনাগুলো শুধু রাজনৈতিক তজাই বাড়ায়নি, বরং আইনি শাসন, সাংবিধানিক অধিকার এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এক বিরাট বিতর্কের ঝড় তুলেছে। প্রশ্ন উঠছে, যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের মতো 'এনকাউন্টাররাজ' বা বন্দুকের নল দিয়ে বিচার করার মডেল কি এবার বাংলাতেও কায়েম হতে চলেছে?

গত ৮ জুলাই থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যে যে পাঁচটি এনকাউন্টার হয়েছে, তার প্রতিটির ক্ষেত্রেই পুলিশের বয়ান প্রায় হুবহু এক। জুলাই মাসে বারুইপুরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে রাত পৌনে একটায় ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের দাবি, সেখানে সে এক অফিসারের সার্ভিস রিভলভার কেড়ে নিয়ে এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে, আর আত্মরক্ষার্থেই পুলিশ পালটা গুলি চালায়। ঠিক একই বয়ান শোনা যায় ২৭ অক্টোবর গাইঘাটায় সতেরো বছরের স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাসের ক্ষেত্রেও। একইদিনে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডল খুনে অভিযুক্ত সামিউল শেখের ক্ষেত্রেও পুলিশের দাবি, সে সিআইডি অফিসারের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। ৯ নভেম্বর রায়গঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত দিলীপ রায় এবং ১৫ নভেম্বর নানুরে এক কনস্টেবলকে গুলি করায় অভিযুক্ত রতন শেখের ক্ষেত্রেও পুলিশের বয়ান মোটের ওপর একই—তারা পুলিশের দিকে গুলি ছুড়েছিল বলেই পুলিশ পালটা গুলি চালাতে বাধ্য হয়।

সবক'টি ঘটনাতেই পুলিশের এই 'কপি-পেস্ট' বয়ান নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। একজন বিচারাধীন বন্দি, যার হাতে হাতকড়া বা দড়ি বাঁধা থাকে এবং যাকে চারপাশ থেকে প্রশিক্ষিত সশস্ত্র পুলিশ ঘিরে রাখে, সে কী করে বারবার পুলিশের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার সুযোগ পায়? বিশেষ করে প্রথম তিনটি ঘটনায় পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গুলি চালানোর পরেও পুলিশের গায়ে আঁচড়টুকুও লাগল না, অথচ অভিযুক্তের মৃত্যু হল—এই দাবি কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

এই পরপর এনকাউন্টারের পর স্বাভাবিকভাবেই যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ মডেলের সঙ্গে বাংলার তুলনা টানা হচ্ছে। ২০১৭ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত যোগীর আমলে উত্তরপ্রদেশে সতেরো হাজারেরও বেশি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য এই পদক্ষেপের জোরালো সমর্থন করেছেন। রায়গঞ্জ এবং বীরভূমের ঘটনার পর তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পুলিশকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের তিনি পালটা প্রশ্ন করেন, 'কেউ যদি পুলিশের দিকে গুলি চালায়, তবে পুলিশ কি তাকে মিষ্টি খাওয়াবে?' দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পালের মতো মন্ত্রীরাও মুখ্যমন্ত্রীর সুরেই সুর মিলিয়েছেন। তাঁদের মতে, এমন কড়া ব্যবস্থাই সাধারণ মানুষের মনে পুলিশের প্রতি ভরসা ফেরাবে।

কিন্তু বিরোধীরা এই দাবি মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, সরকার বিচার ব্যবস্থাকে এড়িয়ে 'ইনস্ট্যান্ট জাস্টিস'-এর নামে আসলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংস্কৃতি আমদানি করছে। তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, এনকাউন্টার সত্ত্বেও তো রাজ্যে নারী নির্যাতন থামেনি! তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় থেকে শুরু করে প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়—সকলেই একসুরে বলেছেন যে, এনকাউন্টারের মতো সস্তা পাবলিসিটি কখনোই আইনের শাসনের বিকল্প হতে পারে না। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীও পুলিশের বয়ানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা পুলিশের কাজ, কিন্তু অপরাধী কে তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার পুলিশের নেই, সেটা আদালতের এক্তিয়ার। কিন্তু রাজ্যে সম্প্রতি পরপর পাঁচটি এনকাউন্টারের ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিচারের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বদলে বন্দুকের নলের মাধ্যমেই 'চটজলদি' বিচার চাপিয়ে দেওয়ার এক বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। এই প্রবণতা শুধু যে আইনের শাসনকে প্রহসনে পরিণত করছে তা নয়, বরং গণতন্ত্রের বুনিয়াদকেই নড়িয়ে দিচ্ছে।

পরিসংখ্যানও কিন্তু বিরোধীদের দাবিকেই সমর্থন করছে। স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এসসিআরবি)-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬-এর ১ মে থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যে আড়াই হাজারেরও বেশি ধর্ষণ এবং ছ'শোর বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ, এনকাউন্টারের ভয় দেখিয়ে অপরাধীদের মনে আতঙ্ক তৈরি করার যে তত্ত্ব সরকার খাড়া করতে চাইছে, বাস্তবে তার কোনও প্রমাণ নেই। বিজেপি অবশ্য সাফাই দিচ্ছে যে, আগের সরকারের আমলে হওয়া অপরাধের অভিযোগগুলো এখন নথিভুক্ত হচ্ছে বলেই এই পরিসংখ্যান এত বেশি দেখাচ্ছে।

আইনজ্ঞ থেকে শুরু করে মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই এনকাউন্টারের সংস্কৃতি নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পুলিশের কাজ হল তদন্ত করা এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা। কে দোষী আর কার কী শাস্তি হবে, সেটা ঠিক করার একমাত্র এক্তিয়ার আদালতের। একজন অভিযুক্ত, যে হয়তো শুধু একজন কনস্টেবলকে পায়ে গুলি করেছিল, তাকে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটা কি সাংবিধানিক ক্ষমতার চরম অপব্যবহার নয়?

দ্বিতীয়ত, বিচার প্রক্রিয়ার আগেই যদি কাউকে মেরে ফেলা হয়, তবে নিরপরাধ মানুষের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থেকে যায়। গত জুলাই মাসে বারুইপুরে উত্তেজিত জনতা ভুলবশত এক নিরপরাধ মানুষকে পিটিয়ে মারে। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, যাচাই না করা সন্দেহের বশে ব্যবস্থা নিলে তার পরিণতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে। বারুইপুরের ঘটনার পর কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই পুলিশের দাবি খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে। সুপ্রিম কোর্টও ২০১৪ এবং ২০২৫ সালে এনকাউন্টার নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছিল, যেখানে স্বাধীন তদন্ত এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তদন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় এই নির্দেশিকা কতটা মানা হচ্ছে, তা নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এবং অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক এই এনকাউন্টারগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈষম্যের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। যে পাঁচজন মারা গেছে, তাদের মধ্যে তিনজন হিন্দু এবং দুজন মুসলিম সম্প্রদায়ের। আপাতদৃষ্টিতে এটা স্বাভাবিক মনে হলেও, একটু তলিয়ে দেখলে পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়। হিন্দু অভিযুক্ত তিনজনই জঘন্য ধর্ষণ ও খুনের মামলায় জড়িত ছিল, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ ছিল। অন্যদিকে, মুসলিম অভিযুক্ত দুজন রাজনৈতিক কর্মী বা পুলিশের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ যদি শাসকদলের কর্মী বা পুলিশের ওপর হামলা চালায়, তবে কি তাদের বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি চরম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? যদি অভিযুক্ত এবং আক্রান্তের ধর্ম উলটে যেত, তবে কি পুলিশ একইরকমভাবে এনকাউন্টার করার সাহস দেখাত?

এই পরপর এনকাউন্টারের ঘটনাগুলো রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা যদি বিচার শেষ হওয়ার আগেই পুলিশের এই কাজকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন, তবে তা পুলিশকে আরও বেপরোয়া করে তুলবে। সাধারণ মানুষের মনেও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া জরুরি, কিন্তু সেই শাস্তি দেওয়ার কাজটা যদি পুলিশ নিজেই নিজের হাতে তুলে নেয়, তবে সভ্যসমাজ আর জংলি রাজত্বের মধ্যে কোনও ফারাক থাকবে না। এনকাউন্টারের নামে এই 'চটজলদি' বিচার কি সত্যি বাংলার আইনশৃঙ্খলা ফেরাবে, নাকি অরাজকতার অন্ধকার ছায়াই বাংলার বুকে চিরস্থায়ী করে তুলবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

(লেখক সাংবাদিক।)

আজ

১৯৩১



মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮২



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান।

আলোচিত



দেওয়ালির দিন আমরা পাকিস্তানের কাছে হেরেছিলাম। ওদের সঙ্গে আমাদের কিছু বাদানুবাদ হয়েছিল। ওরা খারাপ ভাষায় আমাদের আক্রমণ করেছিল। সেই ম্যাচে হারার পর আমরা কিছু বলতে পারিনি। তাই ফাইনালের অপেক্ষা করছিলাম। চেয়েছিলাম ভালো খেলতে এবং দেখিয়ে দিয়েছি ভারত কী করতে পারে। ওরা যা করেছিল, আমরা ঠিক সেটাই করেছি। ওরা চুপ থাকলে আমরা চুপ থাকতাম। আমরা ভারতের জার্সি পরে নেমেছিলাম। এই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। সকলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।

- যশবীর গৌড়

(অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য)

ভাইরাল/১



তামিলনাড়ুর সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীরা মুদুমালাই ব্যাঘ্র-প্রকল্পে সাফারির সময় একটি বাঘকে তাড়া করেন। অপর ক্লিপে বন দপ্তরের গাড়ির বনেটে বসে পোজ দিতে দেখা গিয়েছে মন্ত্রীকে। জনপ্রতিনিধির আচরণে নেট দুনিয়ায় সমালোচনার ঝড়।

ভাইরাল/২



লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসের গির্জা থেকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টের মূর্তি উপড়ে আনে দুই তরুণ। মূর্তিটি রাস্তায় পড়তেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তরুণরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসতেই ক্ষোভ ছড়ায়।

জনমন জনমত

রাজনীতির গণ্ডি পেরোক ডুয়ার্স উৎসব

ডুয়ার্স উৎসব সবার- দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ, বৈচিত্র্যময় জনজাতি-উপজাতি এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। সুদীর্ঘ বছর ধরে আমরা দেখে আসছি, ডুয়ার্স উৎসব পরিচালনার রাশ শুধুমাত্র শাসকদলের হাতেই থাকে না, বরং তা কতিপয় নেতা-নেত্রীর কুক্ষিগত হয়ে ওঠে। সরকার ও প্রশাসকবর্গ ছাড়া এত বড় উৎসবকে পূর্ণ সার্থক রূপ দেওয়া প্রায় অসম্ভব– সেটা জানি, কিন্তু আলিপুরদুয়ারের উন্নয়ন, কল্যাণচিন্তা বা সমাজের বহুমুখী সেবাকর্মে যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত রাখেন, তাঁরা যে দলেরই হোন না কেন, এই শুভকর্মে তাঁদের যোগদান উৎসবের সাফল্যে অবশ্য প্রয়োজন।

অথচ শুধুমাত্র নিজ স্বার্থে মন্ত্রী বা প্রশাসকদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার উদ্দেশে অনেকেই উৎসব কমিটিতে ঢুকে পড়েন। দুঃসময়ে যাঁরা দল থেকে দূরে থাকেন, এমনকি পত্রপত্রিকা বা সোশ্যাল মিডিয়াতেও কোনও প্রতিবাদ বা লেখালেখি করেন না, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন না- তাঁরাও ছলেবলেকৌশলে নেতা-মন্ত্রী ও প্রশাসকদের সঙ্গে মিশে যান।

পরিশেষে বলি, এই ডুয়ার্স উৎসব পরিচালিত হোক যথাযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা। মঞ্চ থেকে ঘোষক ঘোষণা করুন মার্জিত ও মধুর ভাষায়, পূর্ণ সৌজন্যের পরিচয় দিয়ে। ডুয়ার্সের সমস্ত ভালো শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক জগতের জনজাতি-উপজাতি শিল্পীদের জানানো হোক আন্তরিক আমন্ত্রণ। প্রদর্শিত হোক ডুয়ার্সের কুটিরশিল্প ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা। পাশাপাশি এ রাজ্য এবং ভিনরাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হোক।

এক অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে প্যারেড গ্রাউন্ডের এই একুশতম উৎসব সকলের হৃদয়কে অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দিক। পর্যটনের আকর্ষণ ও উৎসাহে দেশের পর্যটন মানচিত্রে এই ডুয়ার্স উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক এবং কৃতিত্ব অর্জন করুক। উৎসবের সবাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জ্যোতির্ময় রায়, নিউ আলিপুরদুয়ার।

বয়স্কদের জন্য উপযুক্ত পার্ক চাই

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গঙ্গারামপুর, বাণিজ্যিক দিক থেকে প্রথম বলা যায়। জেলার বেশিরভাগ চালকল, তেলকল এবং পাটজাত দ্রব্যের কল গঙ্গারামপুর শহরের আশপাশে রয়েছে। এই শহরে শিশুদের জন্য একাধিক পার্ক থাকলেও বয়স্কদের জন্য কোনও পার্ক নেই। এমন অনেক বয়স্ক মানুষ রয়েছেন যাঁরা সকাল ও সন্ধ্যায় একটু নিরিবিলিতে হাঁটতে চান বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে চান। তাঁদের জন্য তেমন কোনও জায়গা গঙ্গারামপুর শহরে নেই। প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন, গঙ্গারামপুর শহরের মধ্যে বয়স্কদের হাঁটাচলা ও আড্ডা দেওয়ার উপযোগী একটি পার্ক তৈরি করা হোক।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

মিষ্টির বাজারে বাঙালি ব্যবসার সংকট

ঐতিহ্য, আধুনিক বিপণন ও নতুন প্রজন্মের উদ্যোগে ফিরতে পারে বাঙালি মিষ্টির বাজার।

সুব্রত রায়



একসময় শিলিগুড়ির অলিগলিতে মিষ্টির দোকান মানেই ছিল বাঙালির পরিচয়, পারিবারিক উত্তরাধিকার ও স্বাদ। জন্মদিন, বিয়ে, অন্নপ্রাশন কিংবা দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকত স্থানীয় দোকানের নাম। বহু বছর আগে প্রতিষ্ঠিত মহাবীরস্থানের সৃষ্টিধর ঘোষ, কলেজপাড়ার গঙ্গা সুইটস, কোর্ট মোড়ের বল্লভ ঘোষ, সুভাষপল্লির অসীম সুইটস, বিমল সুইটস, এনজেপির সান্ত্বনা সুইটস, প্রধাননগরের আরতি সুইটস, রবীন্দ্রনগরের শিবশংকর সুইটস, ফুলবাড়ি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মতো প্রতিষ্ঠান শুধু মিষ্টি বিক্রি করেনি, তৈরি করেছিল প্রজন্মের আবেগ। এমন আরও অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু আজ সেই ঐতিহ্যের ভিতেই ফাটল। বিস্ময়ের বিষয়, এই সংকটের সময়েই দেশের মিষ্টির বাজারও বাড়ছে।

ফ্রস্ট অ্যান্ড সুলিভানের গবেষণার ভিত্তিতে বিকাজি ফুডসের ২০২২ সালের শিল্পপ্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির বাজার ২০১৫ অর্থবর্ষের ৪০ হাজার কোটি টাকা থেকে ২০২২ অর্থবর্ষে বেড়ে ৫৯,৩০০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। ২০২৬ অর্থবর্ষে তা ৮৪,৬০০ কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস ছিল। বাজারে চাহিদার অভাবই বাঙালি ব্যবসার সংকটের একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। কানাডার কৃষি ও কৃষিখাদ্য দপ্তর ইউরোমনিটরের তথ্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতে সামগ্রিক মিষ্টান্ন সামগ্রীর বিক্রি বার্ষিক গড়ে ১০.৩ শতাংশ হারে বেড়েছে। তবে এই শ্রেণিতে চকোলেট, চিনিনির্ভর মিষ্টান্ন সহ নানা পণ্য রয়েছে; তাই এই বৃদ্ধিকে সরাসরি বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির বাজারের বৃদ্ধি বলা যাবে না। এই প্রেক্ষিতে জলপাইগুড়িভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইএসপিওয়াই রিসার্চের সমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীন শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ১৭০টি মিষ্টির দোকানের তথ্য বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি ১১৩টি বাঙালি এবং ৫৭টি অবাঙালি মালিকানাধীন দোকান চিহ্নিত করেছে। সমীক্ষায় বাঙালি মালিকানাধীন দোকানগুলির মধ্যে ব্যবসায় অবনতি, প্রজন্মান্তরের সংকট ও বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা তুলনায় বেশি বলে উঠে এসেছে।



সম্প্রতি শিলিগুড়িতে রসগোল্লা-উৎসবে। -ফাইল চিত্র

এই পরিসংখ্যান কেবল প্রতিযোগিতার গল্প নয়, ব্যবসার ধরন বদলানোর প্রশ্নও তোলে। পুরোনো বাঙালি দোকানগুলির একটি বড় দুর্বলতা পারিবারিক উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতা। যে পেশায় অভিজ্ঞতা, কারিগরি দক্ষতা ও নিজস্ব রেসিপি প্রয়োজন, সেখানে পরবর্তী প্রজন্মের অনাগ্রহ কিংবা পারিবারিক সমস্যার কারণে ব্যবসার ধারাবাহিকতা ভেঙে দিচ্ছে। শিলিগুড়িতে বিশু মোদকের ডিবিসি রোডের দোকান বন্ধ হওয়া কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে। জলযোগের মিষ্টির ব্যবসা ছেড়ে অন্য পথে যাওয়া এবং সারদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, বৈশাখী সুইটস, আপ্যায়ন সুইটস ও সব ভালো মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের অবসানও সেই পরিবর্তনের সাক্ষ্য। উদাহরণ আরও আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের ঘাটতি, আকর্ষণীয় প্যাকেজিংয়ের অভাব, অনলাইন অর্ডার ও বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকা, উৎপাদন ব্যয়ের চাপ এবং সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দুর্বলতা।

প্রশ্নটি তাই শুধু কতগুলি মিষ্টির দোকান বন্ধ হল, তা নয়। এই ব্যবসার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে শিলিগুড়ির যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। বাঙালি মিষ্টির ব্যবসার পুনরুজ্জীবন ঘটলে নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি মিষ্টি তৈরির কারিগর, বিক্রয়কর্মী, সরবরাহকারী, প্যাকেজিং কর্মী ও পরিবহণকর্মীদের জন্য কাজের ক্ষেত্র তৈরি হবে। কাঁচামাল উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত মানুষরাও উপকৃত হতে পারেন। অর্থাৎ এই ব্যবসার প্রসার স্থানীয় অর্থনীতির নানা স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিতে পারে।

যে শহরের শৈশব একসময় মিষ্টি দই, মালাইকারি ও লালমোহনের স্বাদে বড় হয়েছে, সেই শহরেই বাঙালি মিষ্টির ব্যবসা নতুন প্রজন্মের কাছে আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। তার জন্য ঐতিহ্যকে কেবল অতীতের স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করলেই চলবে না। আধুনিক বিপণন, পণ্যে বৈচিত্র্য, দক্ষতা উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা, মান বজায় রাখা ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে এই ব্যবসাকে সময়ের সঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। পুরোনো স্বাদের নিজস্বতা অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন ক্রেতার চ

রেজিঃ নং ডি.এল.-৩৩০০৪/৯৯

দ্য গেজেট অফ ইন্ডিয়া

সিজিডিএল-ই-০৯১০২০২৬-২৭৬৯৮৪

বিশেষ

অংশ II-ধারা ৩- উপধারা (ii)

কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত

নম্বর. ৫২৯৭] নিউ দিল্লি, বৃহস্পতিবার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৬/আশ্বিন ১৬, ১৯৪৮

[সড়ক পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্রণালয়]

বিজ্ঞপ্তি

নিউদিল্লি ৮ই অক্টোবর, ২০২৬

এস.ও. ৫৫০৯ (ই) - ১৯৫৬ সালের জাতীয় মহাসড়ক আইনের (১৯৫৬ সালের ৪৮) ৩এ ধারার (১) উপধারার প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত সন্তুষ্টির পর যে, জনস্বার্থে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে তপশিলে দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার কিমি ০ থেকে কিমি ৩১.৪৬২ (দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গ) পর্যন্ত প্রসারিত এন.এইচ- ৩২৭-এর নির্মাণ (প্রশস্তকরণ/ পাকা শোল্ডার সহ দুই লেন/ চার লেন ইত্যাদি), রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন, এতদ্বারা উক্ত জমি অধিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে।

উক্ত জমিতে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তি, সরকারি গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে উক্ত আইনের ৩সি ধারার (১) উপধারার অধীনে উক্ত উদ্দেশ্যে এই ধরনের জমি ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারেন।

এই ধরনের প্রতিটি আপত্তি লিখিতভাবে দাখিল করতে হবে এবং তাতে আপত্তির কারণসমূহ উল্লেখ করতে হবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে, অর্থাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরদের কাছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আপত্তিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোনও আইনজীবীর মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করবেন। এবং এই ধরনের সমস্ত আপত্তি শোনার পরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করে তবে এই ধরনের আরও অনুসন্ধান করবেন এবং আদেশের মাধ্যমে আপত্তিগুলিকে মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

উক্ত আইনের ৩সি ধারার (২) উপধারার অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও আদেশ চূড়ান্ত হবে।

এই বিজ্ঞপ্তির অধীনে অধিগ্রহণযোগ্য জমির নকশা ও অন্যান্য বিবরণ সক্ষম কর্তৃপক্ষের উল্লেখিত কার্যালয়ে উপলব্ধ রয়েছে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা পরিদর্শন করতে পারেন।

তপশিল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার কিমি ০ থেকে কিমি ৩১.৪৬২ (দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ) পর্যন্ত এনএইচ ৩২৭ এর অন্তর্ভুক্ত কাঠামোসহ অথবা কাঠামোবিহীন অধিগ্রহণযোগ্য জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ — জেলা ঃ দার্জিলিং

ক্রমিক নং	জরিপ/প্লট নং (এল.আর)	জমির ধরন	জমির প্রকৃতি	এলাকা (স্থানীয় ইউনিটে)	এলাকা (হেক্টর)
১	২	৩	৪	৫	৬
তালুক ঃ নকশালবাড়ি					
গ্রাম ঃ ধাকনা (জে.এল. নং ৩১)					
১	১২৬০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৪৪(একর)	০.০০১৭৮০৭
২	১২৬১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১১৬(একর)	০.০০৪৬৯৪৫
৩	১২৬২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৭৪(একর)	০.০০২৯৯৪৭
৪	১২৬৩	সরকারি	অকৃষি (নালা)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
৫	১২৬৭	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	৬.৬৮৯৮৬২ (একর)	২.৭০৭৩৪৭
৬	১২৬৮	সরকারি	কৃষি (রাস্তা)	৩.১০৯৯২৬ (একর)	১.২৫৮৫৭২
৭	১২৬৯	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	৬.৭৭৯৮৫৬ (একর)	২.৭৪৩৭৬৮
৮	১২৯৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০২২ (একর)	০.০০০৮৯০৩
৯	১৩০২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৮৬ (একর)	০.০০৩৪৮০৪
১০	১৩০৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১৫ (একর)	০.০০০৬০৭
গ্রাম ঃ সাত ভাইয়া (জে.এল. নং ৩৭)					
১১	৫	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১২৩৬৯৮ (একর)	০.০০৫০০৬
গ্রাম ঃ মঙ্গল সিং (জে.এল. নং ৪৯)					
১২	১০১	সরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০০৫২ (একর)	০.০০২১০৪৪
১৩	১০২	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০২২৫ (একর)	০.০০৯১০৫৬
১৪	১০৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০২৬৯ (একর)	০.০১০৮৮৬৩
১৫	১০৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৪৯৩৫ (একর)	০.১৯৯৭১৬৭
১৬	১২৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৯৪৪(একর)	০.০৩৮২০৩২
১৭	১২৭	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৫২২ (একর)	০.০৬১৫৯৪৫
১৮	১২৯	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৬৪২ (একর)	০.০২৫৯৮১৪
১৯	১৩০	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	১.৪১ (একর)	০.৫৭০৬১৯২
২০	১৩১	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	২.৪৬ (একর)	০.৯৯৫৫৪৮৪
২১	১৩২	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	২.৪২ (একর)	০.৯৭৯৩৬০৬
২২	১৩৩	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	১.৫২ (একর)	০.৬১৫১৩৫৬
২৩	১৩৪	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৭৪ (একর)	০.০০২৯৯৪৭
২৪	১৪০	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৬২ (একর)	০.০০২৫০৯১
২৫	১৪১	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৪ (একর)	০.০০১৬১৮৮
২৬	১৪২	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৩৫ (একর)	০.০০১৪১৬৪
২৭	১৪৩	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৬৬ (একর)	০.০০৬৭১৭৯
২৮	১৪৫	সরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০২২ (একর)	০.০০০৮৯০৩
২৯	১৪৬	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৬৭ (একর)	০.০০২৭১১৫
৩০	১৪৯	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৫৭ (একর)	০.০০২৩০৬৮
৩১	১৫০	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৮৪ (একর)	০.০০৩৩৯৯৪
৩২	১৫১	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১২১ (একর)	০.০০৪৮৯৬৮
৩৩	১৫২	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৫৭ (একর)	০.০০২৩০৬৮
৩৪	১৫৩	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৫৪ (একর)	০.০০২১৮৫৪
৩৫	১৫৪	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৬৪ (একর)	০.০০২৫৯
৩৬	১৫৫	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৭৫ (একর)	০.০০৭০৮২২
৩৭	১৫৬	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৭৫ (একর)	০.০০৭০৮২২
৩৮	১৫৭	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৫১ (একর)	০.০০৬১১০৯
৩৯	১৫৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪৭৪ (একর)	০.০১৯১৮২৫
৪০	১৫৯	সরকারি	অকৃষি (নালা)	০.০০৫৯ (একর)	০.০০২৩৮৭৭
৪১	১৬০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৫৯১ (একর)	০.০৬৪৩৮৬৯
৪২	১৬১	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৫১৯ (একর)	০.০২১০০৩৬
৪৩	১৬৬	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০০৫৯ (একর)	০.০০২৩৮৭৭
৪৪	১৭০	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৫০২ (একর)	০.০২০৩১৫৭
৪৫	২৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৪৫ (একর)	০.০০৯৯১৫
৪৬	২৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪২৫ (একর)	০.০১৭১৯৯৫
৪৭	২৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৭৩ (একর)	০.০১৫০৯৫১
৪৮	২৯	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১০৬ (একর)	০.০০৪২৮৯৮
৪৯	৩০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৭২ (একর)	০.০০২৯১৩৮
৫০	৩২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৮৯ (একর)	০.০০৩৬০১৮
৫১	৩৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৫৩২ (একর)	০.০৬১৯৯৯২
৫২	৩৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০১৭ (একর)	০.০০০৬৮৮
৫৩	৩৬	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১১৪ (একর)	০.০০৪৬১৩৫
৫৪	৩৬/৬৮৫	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০২ (একর)	০.০০০৮০৯৪
৫৫	৩৭	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০১১৪ (একর)	০.০০৪৬১৩৫
৫৬	৩৯	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১২১০৩ (একর)	০.০০৪৮৯৮
৫৭	৭০৪	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.৩৪৪৫ (একর)	০.১৩৯৪১৭২
৫৮	৭০৮	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১০২৮ (একর)	০.০৪১৬০২৬
৫৯	৯৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনী)	০.০০৬৪ (একর)	০.০০২৫৯
৬০	৯৮	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৬৮ (একর)	০.০০৬৭৯৮৯
গ্রাম ঃ বড়ঝাড়ু (জে.এল. নং ৫০)					
৬১	১১২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৩৪২ (একর)	০.০৫৪৩১
৬২	১১৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৫৩৬ (একর)	০.০২১৬৯১৬
৬৩	১১৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৩৫৫ (একর)	০.০৯৫৩০৫৫
৬৪	১১৬	সরকারি	অকৃষি (নালা)	০.০৩০৬ (একর)	০.০১২৩৮৩৭
৬৫	১৬৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৭৯ (একর)	০.০০৩১৯৭১
৬৬	১৬৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৪৯ (একর)	০.০০১৯৮৩
৬৭	১৬৭	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.০০৬৪ (একর)	০.০০২৫৯
৬৮	১৬৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৪৬ (একর)	০.০০৫৯০৮৫
৬৯	১৭০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৮২৮৫৮ (একর)	০.০৭৪০০১৬
৭০	১৭৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৭৩২৯ (একর)	০.২৯৬৬০০৬
৭১	১৭৫	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	১.০৬৮ (একর)	০.৪৩২২১৩৭
৭২	১৭৬	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.৪৪৬৮ (একর)	০.১৮০৮১৭৫
৭৩	১৭৭	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	৩.৪১ (একর)	১.৩৮০০০৮
৭৪	১৭৮	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	৩.৪ (একর)	১.৩৭৫৯৬১
৭৫	১৭৯	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	২.২ (একর)	০.৮৯০৩২৭৮
৭৬	১৮০	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৯৩ (একর)	০.০১৫৯০৪৫
৭৭	১৮১	বেসরকারি	আবাসিক (বিদ্যালয়)	০.১৭২৫ (একর)	০.০৬৯৮০৯৮
৭৮	১৮৯	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৩২৯ (একর)	০.০১৩৩১৪৫
৭৯	১৯০	বেসরকারি	আবাসিক (দেবস্থান)	০.০৪৪৫ (একর)	০.০১৮০০৮৯
৮০	১৯১	বেসরকারি	অকৃষি (ময়দান)	০.০৩০১ (একর)	০.০১২১৮১৩
৮১	২০৬	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৫৬ (একর)	০.০০৬৩১৩২
৮২	২০৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৬ (একর)	০.০২৪২৮১৭
৮৩	২০৮	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৫৮৬ (একর)	০.০২৩৭১৫১
৮৪	২০৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৮১৮ (একর)	০.০৩৩১০৪
৮৫	২১৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৪২ (একর)	০.০০১৬৯৯৭
৮৬	২১৮	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৭৬১ (একর)	০.০৩০৭৯৭৩
৮৭	২১৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
৮৮	২২২	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৬৭৭ (একর)	০.০২৭৩৯৭৮
৮৯	২২৩	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.২৪২৪ (একর)	০.০৯৮০৯৭৯
৯০	২২৪	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.৩৮৩৩ (একর)	০.১৫৫১১৯৪
৯১	২২৭	সরকারি	অকৃষি (নালা)	০.০১০১ (একর)	০.০০৪০৮৭৪
৯২	২২৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৩২২ (একর)	০.০৫৩৫০০৬
৯৩	২৩২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৫৮১ (একর)	০.০২৩৫১২৮
৯৪	২৩৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৫৪৬ (একর)	০.০২২০৯৬৩
৯৫	২৩৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৭১ (একর)	০.০১৫০১৪২
৯৬	২৩৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪৭৪ (একর)	০.০১৯১৮২৫
৯৭	২৩৬/৭৭৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৫১৪ (একর)	০.০২০৮০১৩
৯৮	৭৭	সরকারি	কৃষি (পয়স্তী ভূমি)	০.০৪১ (একর)	০.০১৬৫৯২৫
৯৯	৭৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩২৪ (একর)	০.০১৩১১২১
১০০	৮০	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০২৯৪ (একর)	০.০১১৮৯৮
১০১	৮১	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০২৯২ (একর)	০.০১১৮১৭১
১০২	৮২	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০২০৫ (একর)	০.০০৮২৯৬২
১০৩	৮৪	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১৩৩ (একর)	০.০০৫৩৮২৪
গ্রাম ঃ অটল (জে.এল. নং ৫৩)					
১০৪	১০৪	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৫২ (একর)	০.০০২১০৪৪
১০৫	১০৬	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.১৪১৩ (একর)	০.০৫৭১৮৩৩
১০৬	১০৭	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	১.০৫ (একর)	০.৪২৪৯২৯২
১০৭	১০৮	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	২ (একর)	০.৮০৯৩৮৮৯
১০৮	১০৯	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৫৮ (একর)	০.২৩৪৭২২৮
১০৯	১১০	সাধারণ	অকৃষি (ফুট)	১.১ (একর)	০.৪৪৫১৬৩৯
১১০	১১১	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৪৫২ (একর)	০.০১৮২৯২২
১১১	১১২	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৫৬৯ (একর)	০.০৬৩৪৯৬৬
১১২	১১৩	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.১৫৫৯ (একর)	০.০৬৩০৯১৯
১১৩	১১৪	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৯৬ (একর)	০.০০৩৮৮৫১
১১৪	১৩	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.৩৩২৯ (একর)	০.১৩৪৭২২৮
১১৫	১৬	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৪৭ (একর)	০.০০১৯০২১
১১৬	১৭	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.২০২৪ (একর)	০.০৮১৯১০২
১১৭	১৮	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৪৪ (একর)	০.০০১৭৮০৭
১১৮	২০	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.৩২৯৬ (একর)	০.১৩৩৩৮৭৩
১১৯	২০৪	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৪ (একর)	০.০০১৬১৮৮
১২০	২০৫	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.০৫৪১ (একর)	০.০২১৮৯৪
১২১	২০৫/৩৩৮	সাধারণ	অকৃষি (ফুট)	০.২৪২২ (একর)	০.০৯৮০১৭
১২২	২০৬	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
১২৩	২০৭	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.০৭৩৪ (একর)	০.০২৯৭০৪৬
১২৪	২১	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৮৬ (একর)	০.০০৩৪৮০৪
১২৫	২১৫	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৫৭৬ (একর)	০.০২৩৩১০৪
১২৬	২১৯	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.০৪৮৭ (একর)	০.০১৯৭০৮৬
১২৭	২২০	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৭৯ (একর)	০.০০৩১৯৭১
১২৮	২২১	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.১৭৬২ (একর)	০.০৭১৩০৭২
১২৯	২২২	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.২১ (একর)	০.০৮৪৯৮৫৮
১৩০	২২২/৩৩৯	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০১৫৬ (একর)	০.০০৬৩১৩২
১৩১	২২৩	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	১.৭৩ (একর)	০.৭০০১২১৪
১৩২	২২৪	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	১.৫৩ (একর)	০.৬১৯১৮২৫
১৩৩	২২৫	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	১.৮৫ (একর)	০.৭৪৮৬৮৪৭
১৩৪	২২৬	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.২৫৮৭ (একর)	০.১০৪৬৯৪৫
১৩৫	২৪	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০৪১৩ (একর)	০.০১৬৭১৩৯
১৩৬	২৪৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০০৭২ (একর)	০.০০২৯১৩৮
১৩৭	২৪৬	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.২২৫৪ (একর)	০.০৯১২১৮১
১৩৮	২৪৭	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৬৪ (একর)	০.০০২৫৯
১৩৯	২৪৮	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.২০৫৩ (একর)	০.০৮৩০৮৩৮
১৪০	২৪৮/৩৩৭	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৫৫৬ (একর)	০.০২২৫০১
১৪১	২৫	সাধারণ	কৃষি (পুরাতন পতিত)	০.৩৩২১ (একর)	০.১৩৪৩৯৯
১৪২	২৬	সরকারি	কৃষি (পুরাতন পতিত)	০.২৪১৯ (একর)	০.০৯৭৮৯৫৬
১৪৩	২৮	সাধারণ	অকৃষি (ফুট)	০.২ (একর)	০.০৮০৯৩৮৯
১৪৪	২৯	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.১০৮৭ (একর)	০.০৪৩৯৯০৩
১৪৫	৩০	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৫৪ (একর)	০.০০২১৮৫৪
১৪৬	৩১	সাধারণ	অকৃষি (ফুট)	০.১৬৬৮ (একর)	০.০৬৭৫০৩
১৪৭	৩২	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.১৪২১ (একর)	০.০৫৭৫০৭১
১৪৮	৫৪	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	৩.১৫ (একর)	১.২৭৪৭৮৮
১৪৯	৫৫	সাধারণ	অকৃষি (রাস্তা)	০.৯৫ (একর)	০.৩৮৪৪৫৯৭
১৫০	৫৬	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	১.৫২ (একর)	০.৬১৫১৩৫৬
১৫১	৫৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৩০২ (একর)	০.০৫২৬৯১২
১৫২	৬৮	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১৯৮ (একর)	০.০০৮০১৩
১৫৩	৬৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৭৭ (একর)	০.০০৩১১৬১
১৫৪	৭০	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.০৯ (একর)	০.০৩৬৪২২৫
১৫৫	৭১	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.১৫ (একর)	০.০৬০৭০৪২
১৫৬	৭২	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০১৯৩ (একর)	০.০০৭৮১০৬
১৫৭	৭৪	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১২৬ (একর)	০.০০৫০৯৯২
১৫৮	৭৫	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১৯ (একর)	০.০০৭৬৮৯২
১৫৯	৭৬	সাধারণ	অকৃষি (ফুট)	০.১৪ (একর)	০.০৫৬৬৫৭২
১৬০	৭৭	সাধারণ	অকৃষি (ফুট)	০.১৪ (একর)	০.০৫৬৬৫৭২
১৬১	৭৯	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০০১৫(একর)	০.০০০৬০৭
১৬২	৮৬	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২১৫২ (একর)	০.০৮৭০৯০২
গ্রাম ঃ দেওমানি (জে.এল. নং ৫৬)					
১৬৩	১/৬৬	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৫৭৬ (একর)	০.০২৩৩১০৪
১৬৪	৩	সাধারণ	অকৃষি (রাস্তা)	০.০০২৩ (একর)	০.০০০৯৩০৮
১৬৫	৩৪	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৩১৪ (একর)	০.০১২৭০৭৪
১৬৬	৩৪/৬৪	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.১৫৯৫ (একর)	০.০৬৪৫৪৮৮
১৬৭	৩৫	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.০৬৯৭ (একর)	০.০২৮২০৭২
১৬৮	৩৭	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৪২৫ (একর)	০.০১৭১৯৯৫
১৬৯	৩৮	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.০২২ (একর)	০.০০৮৯০৩৩
১৭০	৩৯	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০২৫ (একর)	০.০০১০১১৭
১৭১	৪৪	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.০৯৬৪ (একর)	০.০৩৯০১২৬
১৭২	৪৫	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৪ (একর)	০.০০১৬১৮৮
১৭৩	৪৬	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.০৯২৭ (একর)	০.০৩৭৫১৫২
১৭৪	৪৯	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.১০২৯ (একর)	০.০৪১৬৪৩১
১৭৫	৪৯/৭৭	সাধারণ	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১২১ (একর)	০.০০৪৮৯৬৮
১৭৬	৪৯/৭৮	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.৩১৪৩ (একর)	০.১২৭১৯৫৫
১৭৭	৫০	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	৮.২২ (একর)	৩.৩২৬৫৮৮
১৭৮	৫৪	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.৫২২৪ (একর)	০.২১১৪১২৪
১৭৯	৫৪/৬২	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৫৫৬ (একর)	০.০২২৫০১
১৮০	৫৪/৮১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০২২৪৯৮৫ (একর)	০.০০৯১০৫
১৮১	৫৪/৮২	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.২১৩৩ (একর)	০.০৮৬৩২১৩
১৮২	৫৬	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৯৯ (একর)	০.০০৪০০৬৫
১৮৩	৫৭	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.০৭৩৯ (একর)	০.০২৯৯০৬৯
১৮৪	৫৭/৮৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০০৪ (একর)	০.০০১৬১৮৮
১৮৫	৫৭/৮৪	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.১৩১২ (একর)	০.০৫৩০৯৫৯
১৮৬	৫৮	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৬২ (একর)	০.০০২৫০৯১
১৮৭	৫৯	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.৫৮৮১ (একর)	০.২৩৮০০০৮
১৮৮	৫৯/৬৩	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৯৮ (একর)	০.০৩৯৬৬০১
১৮৯	৫৯/৭৯	সাধারণ	অকৃষি (পথ)	০.০০৮৬ (একর)	০.০০৩৪ ৮০৪
১৯০	৫৯/৮০	সাধারণ	কৃষি (চা)	০.৭৪২১ (একর)	০.৩০০৩২৩৮
১৯১	৬০	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৪৬৫ (একর)	০.০১৮৮১৮৩
গ্রাম: জেনি (জেএল নং- ২৬)					
১৯২	১৬৮	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.১৫০৭ (একর)	০.০৬০৯৮৭৫
১৯৩	১৯২৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৫৬৯ (একর)	০.০৬৩৪৯৬৬
১৯৪	১৯২৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৯৫ (একর)	০.০৭৮৯১৫৪
১৯৫	১৯২৭	সরকারি	অকৃষি (নালা)	০.০০৮২ (একর)	০.০০৩৩১৮৫
১৯৬	১৯২৮	সাধারণ	কৃষি (পুরাতন পতিত)	০.০৮৫৫ (একর)	০.০৩৪৬০১৪
১৯৭	১৯৩৩	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৪০৫ (একর)	০.০১৬৩৯০১
১৯৮	১৯৩৪	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৭৩৪ (একর)	০.০২৯৭০৪৬
১৯৯	১৯৩৫	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৫ (একর)	০.০২০২৩৪৭
২০০	১৯৩৬	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৪৭৪ (একর)	০.০১৯১৮২৫
২০১	১৯৪৪	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৮৪ (একর)	০.০০৩৩৯৯৪
২০২	১৯৪৫	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৪ (একর)	০.০

৩৫৬	৬২৫	বেসরকারি	আবাসিক (বাজে)	০.১৩৮ (একর)	০.০০৫৫৮৪
৩৫৭	১৫৭	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.৩০৬৩ (একর)	০.১২৫৯৬৯
৩৫৮	১৪৪	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.৪৫৬৪ (একর)	০.১৮৪৩২৫
৩৫৯	৬৪	সাধারণ	কৃষি (টা)	০.০৮৫৮ (একর)	০.০৩৫৮১৫
৩৬০	৬৫	সাধারণ	অকৃষি (ঝাউ)	০.০৩৫৫ (একর)	০.০০৬৯০৭
৩৬১	৬৫	সাধারণ	কৃষি (টা)	০.০৩৫৭ (একর)	০.০০১৪৩৯৮
৩৬২	৬৭	সাধারণ	অকৃষি (বাজে)	০.০৩২১ (একর)	০.০০৩৮৯৯
৩৬৩	৬৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৩৬৪ (একর)	০.০০২৫৩৯
৩৬৪	৭০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০৭৫২ (একর)	০.০৩০৪৯৯
৩৬৫	৭১	সাধারণ	অকৃষি (ঝাউ)	০.০৩৫৯ (একর)	০.০১৯৬৯৯
৩৬৬	৭২	সাধারণ	কৃষি (টা)	০.০৩৫৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৬৭	৭৩	সাধারণ	অকৃষি (বাজে)	০.০৩৯৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৬৮	৭৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০৭৫৩ (একর)	০.০৩০৪৯৯
৩৬৯	৭৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৩৫৪ (একর)	০.০১৫৫৮৭
৩৭০	৭৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৩৯৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭১	৭৭	সাধারণ	অকৃষি (ঝাউ)	০.০৩৯৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭২	৭৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৩৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭৩	৭৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪০১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭৪	৮০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪০২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭৫	৮১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪০৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭৬	৮২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪০৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭৭	৮৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪০৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭৮	৮৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪০৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৭৯	৮৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪০৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮০	৮৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪০৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮১	৮৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪০৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮২	৮৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪১০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮৩	৮৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪১১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮৪	৯০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪১২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮৫	৯১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪১৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮৬	৯২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪১৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮৭	৯৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪১৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮৮	৯৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪১৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৮৯	৯৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪১৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯০	৯৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪১৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯১	৯৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪১৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯২	৯৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪২০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯৩	৯৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪২১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯৪	১০০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪২২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯৫	১০১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪২৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯৬	১০২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪২৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯৭	১০৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪২৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯৮	১০৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪২৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৩৯৯	১০৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪২৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০০	১০৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪২৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০১	১০৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪২৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০২	১০৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৩০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০৩	১০৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৩১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০৪	১১০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৩২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০৫	১১১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৩৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০৬	১১২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৩৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০৭	১১৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৩৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০৮	১১৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৩৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪০৯	১১৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৩৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১০	১১৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৩৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১১	১১৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৩৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১২	১১৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৪০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১৩	১১৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৪১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১৪	১২০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৪২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১৫	১২১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৪৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১৬	১২২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৪৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১৭	১২৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৪৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১৮	১২৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৪৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪১৯	১২৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৪৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২০	১২৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৪৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২১	১২৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৪৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২২	১২৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৫০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২৩	১২৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৫১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২৪	১৩০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৫২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২৫	১৩১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৫৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২৬	১৩২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৫৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২৭	১৩৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৫৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২৮	১৩৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৫৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪২৯	১৩৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৫৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩০	১৩৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৫৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩১	১৩৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৫৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩২	১৩৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৬০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩৩	১৩৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৬১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩৪	১৪০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৬২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩৫	১৪১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৬৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩৬	১৪২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৬৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩৭	১৪৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৬৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩৮	১৪৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৬৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৩৯	১৪৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৬৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪০	১৪৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৬৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪১	১৪৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৬৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪২	১৪৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৭০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪৩	১৪৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৭১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪৪	১৫০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৭২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪৫	১৫১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৭৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪৬	১৫২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৭৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪৭	১৫৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৭৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪৮	১৫৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৭৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৪৯	১৫৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৭৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫০	১৫৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৭৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫১	১৫৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৭৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫২	১৫৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৮০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫৩	১৫৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৮১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫৪	১৬০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৮২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫৫	১৬১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৮৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫৬	১৬২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৮৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫৭	১৬৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৮৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫৮	১৬৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৮৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৫৯	১৬৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৮৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬০	১৬৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৮৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬১	১৬৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৮৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬২	১৬৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯০ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬৩	১৬৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯১ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬৪	১৭০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯২ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬৫	১৭১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৩ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬৬	১৭২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৪ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬৭	১৭৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৫ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬৮	১৭৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৬ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৬৯	১৭৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৭ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭০	১৭৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৮ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭১	১৭৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭২	১৭৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭৩	১৭৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭৪	১৮০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭৫	১৮১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭৬	১৮২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭৭	১৮৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭৮	১৮৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৭৯	১৮৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮০	১৮৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮১	১৮৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮২	১৮৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮৩	১৮৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮৪	১৯০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮৫	১৯১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮৬	১৯২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮৭	১৯৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮৮	১৯৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৮৯	১৯৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯০	১৯৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯১	১৯৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯২	১৯৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯৩	১৯৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯৪	২০০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯৫	২০১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯৬	২০২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯৭	২০৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯৮	২০৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৪৯৯	২০৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০০	২০৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০১	২০৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০২	২০৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০৩	২০৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০৪	২১০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০৫	২১১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০৬	২১২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০৭	২১৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০৮	২১৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫০৯	২১৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১০	২১৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১১	২১৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১২	২১৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১৩	২১৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১৪	২২০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১৫	২২১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১৬	২২২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১৭	২২৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১৮	২২৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫১৯	২২৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২০	২২৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২১	২২৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২২	২২৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২৩	২২৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২৪	২৩০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২৫	২৩১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২৬	২৩২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২৭	২৩৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২৮	২৩৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫২৯	২৩৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩০	২৩৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩১	২৩৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩২	২৩৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩৩	২৩৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩৪	২৪০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩৫	২৪১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩৬	২৪২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩৭	২৪৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩৮	২৪৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৩৯	২৪৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪০	২৪৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪১	২৪৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪২	২৪৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪৩	২৪৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪৪	২৫০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪৫	২৫১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪৬	২৫২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪৭	২৫৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪৮	২৫৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৪৯	২৫৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫০	২৫৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫১	২৫৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫২	২৫৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫৩	২৫৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫৪	২৬০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫৫	২৬১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫৬	২৬২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫৭	২৬৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫৮	২৬৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৫৯	২৬৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬০	২৬৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬১	২৬৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬২	২৬৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬৩	২৬৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬৪	২৭০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬৫	২৭১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬৬	২৭২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬৭	২৭৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬৮	২৭৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৬৯	২৭৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭০	২৭৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭১	২৭৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭২	২৭৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭৩	২৭৯	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭৪	২৮০	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭৫	২৮১	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭৬	২৮২	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭৭	২৮৩	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭৮	২৮৪	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৭৯	২৮৫	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৮০	২৮৬	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৮১	২৮৭	সাধারণ	অকৃষি (নালা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭
৫৮২	২৮৮	সাধারণ	কৃষি (ভাঙ্গা)	০.০৪৯৯ (একর)	০.০১৯৫৮৭

আটের পাতার পর

৬৩৪	৯৪৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৩২ (একর)	০.০০১২৯৫
৬৩৫	৯৪৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
৬৩৬	৯৪৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
৬৩৭	৯৫২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
৬৩৮	৯৮৫	বেসরকারি	অকৃষি (রূপনি/বাস্তু)	০.০০৪৩ (একর)	০.০০১৭৪০২
৬৩৯	৯৮৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৬৭ (একর)	০.০০২৭১১৫
৬৪০	৯৮৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
গ্রাম: চেকারমারি (জে.এল. নং- ৩৪)					
৬৪১	১৭	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৬৫ (একর)	০.২৬৩০৫১৪
৬৪২	১৮	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৫৫ (একর)	০.২২২৫৮২
৬৪৩	১৯	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	১.০৬ (একর)	০.৪২৮৯৭৬১
৬৪৪	২০	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.০৬ (একর)	০.০২৪২৮১৭
৬৪৫	২১	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১ (একর)	০.০০৪০৪৬৯
৬৪৬	২২	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.০১৮৫ (একর)	০.০০৭৪৮৬৮
৬৪৭	২৩	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৬৪ (একর)	০.২৫৯০০৪৫
৬৪৮	২৪	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৩৬ (একর)	০.১৪৫৬৯
৬৪৯	২৫	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৭৪ (একর)	০.২৯৯৪৭৩৯
৬৫০	৬৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০২৬৯ (একর)	০.০১০৮৮৬৩
৬৫১	৮৯	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৮৮২ (একর)	০.০৩৫৬৯৪১
গ্রাম: বাঞ্ছাভিটা (জে.এল. নং- ৩৫)					
৬৫২	১৩৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০৪৭২ (একর)	০.০১৯১০১৬
৬৫৩	১৩৪	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০০৭৪ (একর)	০.০০২৯৯৪৭
৬৫৪	১৩৫	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০৩৫১ (একর)	০.০১৪২০৪৮
৬৫৫	১৩৬	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০০৩৫ (একর)	০.০০১৪১৬৪
৬৫৬	১৪০	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০১৫৩ (একর)	০.০০৬১৯১৮
৬৫৭	১৪১	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০২৬৯ (একর)	০.০১০৮৮৬৩
৬৫৮	১৪৫	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০০৫৪ (একর)	০.০০২১৮৫৪
৬৫৯	১৪৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০১৭৮ (একর)	০.০০৭২০৩৬
৬৬০	১৪৯	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০০৭২ (একর)	০.০০২৯১৩৮
৬৬১	১৫৪	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০০৭৭ (একর)	০.০০৩১১৬১
৬৬২	১৫৫	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০১২৬ (একর)	০.০০৫০৯৯২
৬৬৩	১৬৮	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০২০৫ (একর)	০.০০৮২৯৬২
৬৬৪	১৬৯	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০০৪৪ (একর)	০.০০১৭৮০৭
৬৬৫	১৭০	সরকারি	কৃষি (ডাঙা)	০.০২১ (একর)	০.০০৮৪৯৮৬
৬৬৬	১৭১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৬১ (একর)	০.০০৬৫১৫৬
৬৬৭	১৭৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০০৫ (একর)	০.০০০২০২৩
৬৬৮	১৭৫/৬৯৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১১১ (একর)	০.০০৪৪৯২১
৬৬৯	১৭৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৪২ (একর)	০.০০১৬৯৯৭
৬৭০	১৭৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনী)	০.০০১ (একর)	০.০০০৪০৪৭
৬৭১	২২২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৩২ (একর)	০.০০৯৩৮৮৯
৬৭২	২২৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৮৩ (একর)	০.০০৭৪০৫৯
৬৭৩	২২৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৫১ (একর)	০.০০৬১১০৯
৬৭৪	২২৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৯৬ (একর)	০.০০৩৮৮৫১
৬৭৫	২২৭	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	৬.৩১ (একর)	২.৫৫৩৬২২
৬৭৬	২২৮	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	৩.০৬ (একর)	১.২৩৮৩৬৫
৬৭৭	২২৯	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	৬.৮৮ (একর)	২.৭৮৪২৯৮
৬৭৮	২৫৫	সাধারণ	কৃষি (ডাঙা)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
৬৭৯	৩২০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১০৭ (একর)	০.০০৪৩৩০২
৬৮০	৪৭৩	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৪৫ (একর)	০.১৮২১১২৫
৬৮১	৪৭৪	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.২৫ (একর)	০.১০১১৭৩৬
৬৮২	৪৭৫	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৪১ (একর)	০.১৬৫৯২৪৭
৬৮৩	৪৭৮	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৩৮ (একর)	০.১৫৩৭৮৩৯
৬৮৪	৪৭৯	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.২৭ (একর)	০.১০৯২৬৭৫
৬৮৫	৪৮০	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৮৫ (একর)	০.৩৪৩৯৯০৩
গ্রাম: কাটিয়া (জে.এল. নং- ৩৬)					
৬৮৬	১০	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৬৯ (একর)	০.২৭৯২৩৯২
৬৮৭	১১	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৪১ (একর)	০.১৬৫৯২৪৭
৬৮৮	১২	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৫১ (একর)	০.২০৬৩৯৪২
৬৮৯	২৮	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.০১২৪ (একর)	০.০০৫০১৮২
৬৯০	২৯	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.০৫ (একর)	০.০২০২৩৪৭
৬৯১	৩০	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৫ (একর)	০.০২০২৩৪৭
৬৯২	৩১	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.০৬ (একর)	০.০২৪২৮১৭
৬৯৩	৩২	বেসরকারি	আবাসিক (মন্দির)	০.০২ (একর)	০.০০৮০৯৩৯
৬৯৪	৩৫৯	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৬৪৫ (একর)	০.০২৬১০২৮
৬৯৫	৪	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০২৯৯ (একর)	০.০১২১০০৪
৬৯৬	৫	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৪২ (একর)	০.০০১৬৯৯৭
৬৯৭	৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৭২ (একর)	০.০০২৯১৩৮
৬৯৮	৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৭৯ (একর)	০.০০৩১৯৭১
৬৯৯	৮২	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.৫২ (একর)	০.২১০৪৪১১
৭০০	৮৩	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	৬.৭১ (একর)	২.৭১৫৫
৭০১	৮৪	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	২.৩২ (একর)	০.৯৩৮৮৯১১
৭০২	৮৫	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	৫.৬১ (একর)	২.২৭০৩৩৬
৭০৩	৯৭২	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৮৬ (একর)	০.০০৩৪৮০৪
গ্রাম: পাটারাম (জে.এল. নং- ৩৭)					
৭০৪	১০২১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০০২ (একর)	০.০০০০৮০৯
৭০৫	১০২২	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	৭.০৪ (একর)	২.৮৪৯০৪৯
৭০৬	১০২৩	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	৩.৬ (একর)	১.৪৫৬৯
৭০৭	১০২৪	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	৬.৯৩ (একর)	২.৮০৪৫৩৩
৭০৮	৬৮৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০২৫ (একর)	০.০০১০১১৭
৭০৯	৭৪৪	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০২০৮ (একর)	০.০০৮৪১৭৬
৭১০	৭৪৫	সরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৪৮ (একর)	০.০০৫৯৮৯৫
৭১১	৭৫০	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৪৯ (একর)	০.০০১৯৮৩
৭১২	৭৫১	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৩৩ (একর)	০.০০৫৩৮২৪
৭১৩	৭৫৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১০৪ (একর)	০.০০৪২০৮৮
৭১৪	৭৫৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১২৮ (একর)	০.০০৫১৮০১
৭১৫	৭৬১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৩৮৫ (একর)	০.০১৫৫৮০৭
৭১৬	৭৬৮	বেসরকারি	আবাসন (বাস্তু)	০.০১৮ (একর)	০.০০৭২৮৪৫
৭১৭	৭৬৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০২৮৯ (একর)	০.০১১৬৯৫৭
৭১৮	৭৭০	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১৬৮ (একর)	০.০০৬৭৯৮৯
৭১৯	৭৭৭	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০২১ (একর)	০.০০৮৪৯৮৬
৭২০	৭৭৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৬৯ (একর)	০.০০২৭৯২৪
৭২১	৮০৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০১৭ (একর)	০.০০০৬৮৮
৭২২	৮১০	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৬৯ (একর)	০.০০২৭৯২৪
৭২৩	৮২১	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১৭৩ (একর)	০.০০৭০০১২
৭২৪	৮২২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৮২ (একর)	০.০০৩৩১৮৫
৭২৫	৮২৩	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০০৩৫ (একর)	০.০০১৪১৬৪
৭২৬	৮২৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০২২৫ (একর)	০.০০৯১০৫৬
৭২৭	৮৩০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৩১ (একর)	০.০১৩৩৯৫৪
৭২৮	৮৩১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৬৬ (একর)	০.০১৪৮১১৮
৭২৯	৮৩২	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.০০৩৫ (একর)	০.০০১৪১৬৪
গ্রাম: শ্যামধান (জে.এল. নং- ৯)					
৭৩০	১১২৪	সরকারি	অকৃষি (গারলায়েক পতিত)	৫.৯১ (একর)	২.৩৯১৭৪৪
৭৩১	১১২৫	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	৩.৬৫ (একর)	১.৪৭৭১৩৫
৭৩২	১১২৬	সরকারি	অকৃষি (গারলায়েক পতিত)	৬.৭৩ (একর)	২.৭২৩৫৯৪
৭৩৩	৮৮৮	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৮৮ (একর)	০.০৩৫৬১৩১
৭৩৪	৮৮৯	সরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.২১৩৩ (একর)	০.০৮৬৩২১৩
৭৩৫	৮৯৭	বেসরকারি	বাণিজ্যিক (দোকান)	০.০১৩৮ (একর)	০.০০৫৫৮৪৮
৭৩৬	৮৯৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৪৭ (একর)	০.০০১৯০২১
৭৩৭	৯০০	বেসরকারি	বাণিজ্যিক (দোকান)	০.০০৪৪ (একর)	০.০০১৭৮০৭
৭৩৮	৯০৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০১২ (একর)	০.০০০৪৮৫৬
				মোট :	১৬৮.৩১১০৭৪৭

[এফ. নং. জেএল/৩৯০১১/ডিপিআর/খড়িবাড়ি-পানিট্যাঙ্কি/ সিই টেস্ট/ এনএইচ ৩২৭/৩এ]
শেখ আমিনখান, ডিরেক্টর

বিলকিস মামলায় দুই দোষীর জামিন

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : ২০০২ সালের বিলকিস বানো গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্থগিত রেখে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। দীর্ঘ ১৭ বছরের বেশি জেলবাস এবং একজনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এই নির্দেশ।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ ২৮ অক্টোবরের এক নির্দেশে জানিয়েছে, 'আবেদনকারীরা ১৭ বছরেরও বেশি সময় বন্দি রয়েছেন। একজনের গুরুতর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই আপিলে তথ্য ও আইনের দিক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' সেই যুক্তিতেই বিপিনচন্দ যোশি ও প্রদীপ মোধিয়াকে জামিন দেওয়া হল।

শুনানিতে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল রাজা ঠাকরে অপরাধের নৃশংসতা তুলে ধরে জামিনের বিরোধিতা করেন। উলটোদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা সওয়াল করেন, এফআইআরে একজনের নাম ছিল না। তাছাড়া ঘটনার সময় জমায়েতে থাকা ছাড়া কারও বিরুদ্ধেই সরাসরি হিংসার প্রমাণ নেই। ২০২২ সালে গুজরাট সরকার এই মামলার ১১ জন দোষীকে মুক্তি দিয়েছিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার খারিজ করে সবাইকে জেলে ফেরার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। তাঁদের মধ্যেই দু'জন এবার জামিন পেলেন।

খতম ২ লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৬ নভেম্বর : গত সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলার ঘটনার বদলা নিল ভারতীয় সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী। কুলগামের মীর বাজার এলাকায় টানা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে লস্কর-ই-তৈয়বার দুই জঙ্গিকে খতম করেছে যৌথ বাহিনী। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ১১ নভেম্বরের হামলার মূল চক্রী লতিফ ভাট রয়েছে। অপর নিহত জঙ্গির নাম উমর।

দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ের পর লতিফ ভাট ও উমর নিকেশ হয়। পুলিশ জানিয়েছে, কুলগামের বাসিন্দা লতিফ চলতি বছরে একাধিক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। গত ২২ জুলাই অনন্তনাগে এক পুলিশ কনস্টেবল হত্যা এবং ৩১ জুলাই কুলগামে পরিযায়ী শ্রমিকদের খুনের ঘটনাতেও তার সরাসরি যোগ ছিল। পাকিস্তানি জঙ্গিদের মদতে এবং স্থানীয় ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারদের সাহায্যে দক্ষিণ কাশ্মীরে সে সক্রিয় ছিল বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

ফের হুমকি বিগ বি-কে

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর : ফের অমিতাভ বচ্চনকে খুনের হুমকি। বিগ বি এবং তাঁর ছেলে অভিষেক বচ্চনকে সমাজমাধ্যমে সরাসরি খুনের হুমকি দিল গ্যাংস্টার গোল্ডি ধিলোঁ। ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গার প্রসঙ্গ টেনে অমিতাভ ও অভিষেককে নিশানা করে সমাজমাধ্যমে গোল্ডির হুঁশিয়ারি, 'ওঁরা যতই বুলেটপ্রুফ কেবিন তৈরি করুন না কেন, গুলি চালানো হবেই।' ফের হুমকির পরেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে শাহেন শাহের বাড়ির সামনে। কয়েকদিন আগেই মুম্বইয়ে অমিতাভের বাড়ি 'জলসা'র বাইরে গুলি চালানোর ছকে যুক্ত সন্দেহে বিষ্ণোই গোষ্ঠীর দুই শুটারকে পাকড়াও করে দিল্লি পুলিশ।

মেটাকে বিপুল জরিমানা

রোম, ১৬ নভেম্বর : গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতানোর বড়সড় মাশুল গুনতে হলো মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থা মেটাকে! অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের সুনির্দিষ্ট সম্মতি ছাড়াই তাঁদের ব্যক্তিগত ছবি এবং ভিডিও বেআইনিভাবে অ্যাক্সেস করার অভিযোগে মেটাকে ৮০৫ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করল ইতালির ডেটা প্রোটেকশন অথরিটি। ভারতীয় মুদ্রায় যা কয়েক হাজার কোটি টাকার সমান! তথ্য সুরক্ষায় ইতালির এই কড়া পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মাস্ককে আর্জি

কিভ, ১৬ নভেম্বর : যুদ্ধের ময়দানে ফৌজের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্য ইলন মাস্কের 'স্টারলিঙ্ক' প্রযুক্তিই এখন ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ভরসা। আর সেই স্টারলিঙ্ক ব্যবহারের ওপর জারি থাকা যাবতীয় বিধিনিষেধ তুলে নিতে এবার আমেরিকা এবং খোদ ইলন মাস্ককে আর্জি জানালেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের 'ইতিহাসের সঠিক দিকে' থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।



মুম্বইয়ে মেট্রো সফরে ব্রিটেনের যুবরাজ উইলিয়াম ও যুবরানি কেট মিডলটন।

সুপ্রিম কোর্টে ইন্ডিয়ার কাঠগড়ায় কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল 'ইন্ডিয়া' জোট। সোমবার শীর্ষ আদালতে একটি আবেদন জমা দিয়ে বিরোধী শিবিরের তরফে নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ, এই মামলার শুনানিতে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় নথিপত্র বা তথ্য আদালতে পেশ না করে শুধু নিজেদের পক্ষে কিছু দাবি পেশ করছে। এই পরিস্থিতিতে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য খোদ কমিশনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি বলে মনে করছে তারা।

আবেদনে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে যাবতীয় সরকারি তথ্য ও রেকর্ড একমাত্র নির্বাচন কমিশনের কাছেই রয়েছে। তাই কমিশনের দাবিগুলি যাচাই করতে এই জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। বিরোধীদের বক্তব্য, এটি কোনওভাবেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত নয়, বরং প্রকৃত তথ্য সামনে আনার একটি চেষ্টা।

বিরোধী জোটের তরফে সুপ্রিম কোর্টে মোট ৪৮টি প্রশ্ন জমা দেওয়া হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশি সহ পদস্থ কর্তাদের উদ্দেশে প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে। বিরোধীদের মূল প্রশ্ন, 'কমিশন কি দলগতভাবে নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে? যদি নিয়ে থাকে, তবে কখন এবং কীভাবে তা নেওয়া হয়েছে? কমিশনের নামে কাজ করার অধিকার কাকে দেওয়া হয়েছে? এবং ইসিআইনেট কীভাবে ডিজাইন এবং পরিচালনা করা হচ্ছে?'

দেশজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তারা জানতে চেয়েছে, কখন এবং কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিরোধীরা এক্ষেত্রে কমিশনের বয়ানে অসংগতিও তুলে ধরেছে। তাদের দাবি, ২০২৫ সালের নির্দেশে বলা হয়েছিল দেশজুড়ে এসআইআর হবে। অথচ পরবর্তীকালে একটি আরটিআই-এর জবাবে কমিশন জানায়, এমন কোনও সিদ্ধান্তের তথ্য তাদের কাছে নেই।

নির্বাচন কমিশনের ভিতরে সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে 'ইন্ডিয়া' জোট। বিশেষ করে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে ২৬ অক্টোবর ২০২৬-এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু বা বিবেক যোশি লিখিতভাবে কোনও বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন কি না, তা বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে। এছাড়া ভোটার তালিকার ডেটাবেসে কারা পরিবর্তন করতে পারে, বেসরকারি কোনও সংস্থাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি না, অনলাইনে ফর্ম-৬ পূরণের ক্ষেত্রে নতুন ঘোষণাপত্র এবং পশ্চিমবঙ্গে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশের বিরুদ্ধে কমিশনের করা আপিলের সংখ্যা নিয়েও বিশদে জানতে চেয়েছে বিরোধীরা।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চে মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। এর আগের শুনানিতে (২৭ অক্টোবর) কমিশন দাবি করেছিল, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়েছিল। আদালত তখন কমিশনের হলফনামার জবাব দেওয়ার জন্য বিরোধীদের ১০ দিন সময় দিয়েছিল।

৪৮ প্রশ্নের তালিকা জমা পড়ল আদালতে



- এসআইআর-এর সিদ্ধান্ত কখন, কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়েছে?
- ২০২৫ সালের নির্দেশিকা এবং পরবর্তী আরটিআই-এর জবাবে কেন এসআইআর সংক্রান্ত তথ্যের গরমিল?
- কমিশনের সদস্যদের মধ্যে এসআইআর নিয়ে আপত্তি ছিল?

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সংঘাত আইনজীবীর, ভিডিও ভাইরাল

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এজলাসে বসে স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। স্তব্ধতার মধ্যেই আচমকা এক আইনজীবীর দৃপ্ত কণ্ঠস্বর, 'আপনি এই চেয়ারে বসার যোগ্য নন! আপনার সেই সততাই নেই'। মুহূর্তে থমকে গেল গোটা আদালত কক্ষ। তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হল লাইভ শুনানির অডিও-ভিডিও সম্প্রচার। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের সঙ্গে এক আইনজীবীর এই নজিরবিহীন সংঘাতের দৃশ্য যেন যে কোনও কোর্টরুম ড্রামাকেও হার মানাল।

নিজের বিরুদ্ধে চলা একটি আদালত অবমাননার মামলার জরুরি শুনানির আর্জি নিয়ে গত ২ নভেম্বর প্রধান বিচারপতির দপ্তরে নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন ওই আইনজীবী। কিন্তু ১৫ দিন কেটে গেলেও সাড়া না মিলতে সোমবার মরিয়া হয়েই প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি মোহনার বেঞ্চে বিষয়টি সরাসরি উত্থাপন করেন তিনি। বিচারপতি মোহনা এর বিরোধিতা করলেও, প্রধান বিচারপতি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমরা বিষয়টা দেখব, আপনি অপেক্ষা করুন'। তখনই আইনজীবী রেগে জানান, তিনি আর অপেক্ষা করবেন না। এরপরই প্রধান বিচারপতির দিকে আঙুল তুলে তাঁর যোগ্যতা ও সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ওই ক্ষুব্ধ আইনজীবী। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি তাঁকে এজলাস থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং উপস্থিত অন্যান্য আইনজীবীরা তাঁর বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি তোলেন।

কোর্টরুম থেকে ওই আইনজীবীকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হলেও, নেটদুনিয়ায় তিনি এখন রাতারাতি 'বিদ্রোহী হিরো'। নেটিজেনদের একটা বড় অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। অনেকেই মনে করছেন, সাধারণ মানুষের জমে থাকা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ এই ঘটনা। আমজনতা ও নেটিজেনদের মতে, দিনের পর দিন আইনি ব্যবস্থার লাল ফিতের ফাঁসে আটকে থেকে বিচারপ্রার্থীদের যে চূড়ান্ত হয়রানি হয়, এই ক্ষুব্ধ আইনজীবী যেন সেই যন্ত্রণারই মুখ হয়ে উঠেছেন।

বেঁচে ফিরব না খোলা চিঠি ইমরানের

ইসলামাবাদ, ১৬ নভেম্বর : নির্জন কারাবাসেই মৃত্যু হবে তাঁর। এমনটাই আশঙ্কা পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। তিনি জানিয়েছেন, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতিদের খোলা চিঠি পাঠিয়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা ও আদালতের পুরোনো নির্দেশ কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছেন পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা।

রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেল থেকে পাঠানো ওই চিঠিতে ইমরানের অভিযোগ, দিনে প্রায় ২২ ঘণ্টা তাঁকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কুঠুরিতে একা রাখা হচ্ছে। পরিবার, আইনজীবী বা দুই ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দিনের পর দিন এই নিঃসঙ্গ কারাবাসে তাঁর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। চিঠিতে ৭৪ বছর বয়সি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'পরিস্থিতি আমাকে এমন জায়গায় ঠেলছে, যেখান থেকে হয়তো আর জীবিত ফিরব না।' আইনজীবী সলমন সফদার সমাজমাধ্যমে এই চিঠি তুলে ধরেন। চিঠিতে ইমরান জানান, জেলে তাঁর ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ৮৫ শতাংশ কমে গিয়েছে।

জেলে রক্তচাপ বেড়ে ১৯৩-এ পৌঁছোনোয় চিকিৎসকরা মস্তিষ্কে মারাত্মক রক্তক্ষরণ ও হৃদরোগের আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জানান, বন্দি স্ত্রী বুশরা বিবির চোখের অবস্থাও সংকটজনক। জরুরি অস্ত্রোপচারের পরেও তাঁকে ঠিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না। দ্রুত

বন্দিদশাতেই মৃত্যুর আশঙ্কা

চিকিৎসা না পেলে তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন।

ইমরানের দাবি, শাফা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আগের নির্দেশ মানেনি প্রশাসন। জনহিতকর কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিচারকদের কাছে তাঁর আর্জি, 'কোনও বাড়তি অনুগ্রহ চাইছি না। বেঁচে থাকলে তবেই নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব। সময় পেরিয়ে যাওয়ার আগেই মানবিক খাতিরে সুবিচারটুকু নিশ্চিত করুন।'

খুঁজে বার করব, হুমকি ইরানের

তেহরান, ১৬ নভেম্বর : মিনাবের একটি স্কুলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিপুল সংখ্যক শিশুমৃত্যুর ঘটনায় এবার দুই মার্কিন নৌ-আধিকারিককে প্রকাশ্যে হুমকি দিল ইরান। দক্

রেজিঃ নং ডি.এল.-৩৩০০৪/৯৯

দ্য গেজেট অফ ইন্ডিয়া

সিজিডিএল-ই-০৯১০২০২৬-২৭৬৯৯০
বিশেষ
অংশ II-ধারা ৩- উপধারা (ii)
কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত

নম্বর. ৫২৯৫] নিউ দিল্লি, বৃহস্পতিবার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৬/আশ্বিন ১৬, ১৯৪৮

[সড়ক পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্রণালয়]

বিজ্ঞপ্তি

নিউদিল্লি ৮ই অক্টোবর, ২০২৬

এস.ও. ৫৫০৭ (ই) - ১৯৫৬ সালের জাতীয় মহাসড়ক আইনের (১৯৫৬ সালের ৪৮) ৩এ ধারার (১) উপধারার প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত সন্তুষ্টির পর যে, জনস্বার্থে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে তপশিলে দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার কিমি ০ থেকে কিমি ১২.৩৫৮ (দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গ) পর্যন্ত প্রসারিত এন.এইচ- ৩২৭সি-এর নির্মাণ (প্রশস্তকরণ/ পাকা শোল্ডার সহ দুই লেন/ চার লেন ইত্যাদি), রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন, এতদ্বারা উক্ত জমি অধিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে।

উক্ত জমিতে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তি, সরকারি গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে উক্ত আইনের ৩সি ধারার (১) উপধারার অধীনে উক্ত উদ্দেশ্যে এই ধরনের জমি ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারেন।

এই ধরনের প্রতিটি আপত্তি লিখিতভাবে দাখিল করতে হবে এবং তাতে আপত্তির কারণসমূহ উল্লেখ করতে হবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে, অর্থাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরদের কাছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আপত্তিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোনও আইনজীবীর মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করবেন। এবং এই ধরনের সমস্ত আপত্তি শোনার পরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করে তবে এই ধরনের আরও অনুসন্ধান করবেন এবং আদেশের মাধ্যমে আপত্তিগুলিকে মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

উক্ত আইনের ৩সি ধারার (২) উপধারার অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও আদেশ চূড়ান্ত হবে।

এই বিজ্ঞপ্তির অধীনে অধিগ্রহণযোগ্য জমির নকশা ও অন্যান্য বিবরণ সক্ষম কর্তৃপক্ষের উল্লেখিত কার্যালয়ে উপলব্ধ রয়েছে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা পরিদর্শন করতে পারেন।

তপশিল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার কিমি ০ থেকে কিমি ১২.৩৫৮ (দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ) পর্যন্ত এনএইচ ৩২৭ সি-এর অন্তর্ভুক্ত কাঠামোসহ অথবা কাঠামোবিহীন অধিগ্রহণযোগ্য জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

রাজ্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ			জেলা ঃ দার্জিলিং		
ক্রমিক নং	জরিপ/প্লট নং (এল.আর)	জমির ধরন	জমির প্রকৃতি	এলাকা (স্থানীয় ইউনিটে)	এলাকা (হেক্টর)
১	২	৩	৪	৫	৬
তালুক ঃ ফাঁসিদেওয়া					
গ্রাম ঃ কাদুভিটা (জে.এল. নং-৩৬)					
১	৩৫৬	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.০০৫৭ (একর)	০.০০২৩০৬৮
২	৩৫৭	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১৩২ (একর)	০.০০৫৩৪২
৩	৩৫৮	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.৩২০৬ (একর)	০.১২৯৭৪৫
৪	৩৫৯	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.২০৯২৫৬৫ (একর)	০.০৮৪৬৮৫২
৫	৩৬০	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১৪৮ (একর)	০.০০৫৯৮৯৫
৬	৩৬১	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১০৭ (একর)	০.০০৪৩৩০২
৭	৩৬২	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.১৭৯৯ (একর)	০.০৭২৮০৪৫
৮	৩৬৩	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৬৮১ (একর)	০.০২৭৫৫৯৭
৯	৪০৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৭৫৫ (একর)	০.১১১৪৯৩৩
১০	৪০৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৯৭২ (একর)	০.০৩৯৩৩৬৩
১১	৪০৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.৪১৯১ (একর)	০.১৬৯৬০৭৪
১২	৪১৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৭৬৮ (একর)	০.০৩১০৮০৫
১৩	৪১৪	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৮৯৫২৬১ (একর)	০.০৭৬৭০০১
১৪	৪১৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৪৬১ (একর)	০.০৫৯১২৫৯
১৫	৪১৬	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৮৪৮২ (একর)	০.৩৪৩২৬১৮
১৬	৪১৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৩৪৭ (একর)	০.০১৪০৪২৯
১৭	৪১৮	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.৩৫৫৭ (একর)	০.১৪৩৯৪৯৮
১৮	৪১৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০১৪ (একর)	০.০০০৫৬৬৬
১৯	৭৮৩	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.০৮৭৫৪৪৩ (একর)	০.০৩৫৪২৮৭
২০	৭৮৪	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.১২১৭ (একর)	০.০৪৯২৫১৩
২১	৭৮৫	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.১৬৬২ (Acre)	০.০৬৭২৬০২
২২	৭৮৬	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৩৮৪ (একর)	০.০১৫৫৪০৩
২৩	৭৮৭	বেসরকারি	কৃষি (চা)	১.৩৭৯২ (একর)	০.৫৫৮১৫৪৬
২৪	৮১৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৫৬৮ (একর)	০.০২২৯৮৬৭
২৫	৮১৪	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.২৩৩৮ (একর)	০.০৯৪৬১৭৬
২৬	৮১৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৮০৭২ (একর)	০.৩২ ৬৬৬৯৪
২৭	৮১৭	সরকারি	অকৃষি (নালা)	০.১২৬৮ (একর)	০.০৫১৩১৫৩
২৮	৮১৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৪২ (একর)	০.০১৩৮৪০৬
২৯	৮১৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.৬৫০৭ (একর)	০.২৬৩৩৩৪৭
৩০	৮২৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৭২৮৯১ (একর)	০.০২৯৪৯৮৬
৩১	৮২৮	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৫৪২৬ (একর)	০.২১৯৫৮৭২
৩২	৮২৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.৫০৮৬ (একর)	০.২০৫৮২৭৬
৩৩	৮৩০	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২৪৪৭ (একর)	০.০৯৯০২৮৭
গ্রাম ঃ ঢাকনাগাছ (জে.এল. নং-৩৭)					
৩৪	১	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.০৬৫৩ (একর)	০.০২৬৪২৬৬
৩৫	১০	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	১.৬১ (একর)	০.৬৫১৫৫৮১
৩৬	১১	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৯৬৪ (একর)	০.০৩৯০১২৬
৩৭	১২	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.০৯০৬ (একর)	০.০৩৬৬৬৫৩
৩৮	১৩	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.২৪৫৮ (একর)	০.০৯৯৪৭৩৯
৩৯	১৪	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.০০৮২ (একর)	০.০০৩৩১৮৫
৪০	১৫	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.৭৯৩৮ (একর)	০.৩২১২৪৬৫
৪১	৩	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০০৮৮ (একর)	০.০০৩৫৬১৩
৪২	৪	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.২০৬৪ (একর)	০.০৮৩৫২৮৯
৪৩	৫	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.২২২১ (একর)	০.০৮৯৮৮২৬
৪৪	৯	বেসরকারি	কৃষি (চা)	১.০৩৭৯ (একর)	০.৪২০০৩২৪
গ্রাম : ফৌদিগছ (জে.এল. নং-৩৯)					
৪৫	১৪৩	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১২২ (একর)	০.০০৪৯৩৭৩
৪৬	১৪৪	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.০৪৪৪ (একর)	০.০১৭৯৬৮৪
৪৭	১৪৫	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২৩৫৫ (একর)	০.০০০৫
৪৮	১৪৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২৩৫৫ (একর)	০.০০০৫
৪৯	৩১৭	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০০২৭৩৮৫ (একর)	০.০০১১০৮৩
৫০	৩১৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১০৬ (একর)	০.০০৪২৮৯৮
৫১	৩২৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৪৯ (একর)	০.০০১৯৮৩
৫২	৩২৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৯৮৭২১ (একর)	০.০০৩৯৯৫২
৫৩	৩২৬	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৩৯ (একর)	০.০০১৫৭৮৩
৫৪	৩৪৯	বেসরকারি	কৃষি (গড়লয়েক পতিত)	৩.৩৮৭৪ (একর)	১.৩৭০৮৬২
৫৫	৩৫০	বেসরকারি	অ-কৃষি (পথ)	৩.৯০৭৮ (একর)	১.৫৮১৪৬৫
৫৬	৩৫১	বেসরকারি	কৃষি (গড়লয়েক পতিত)	৩.৩৭ (একর)	১.৩৬৩৮২
৫৭	৩৫২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১৪৬ (একর)	০.০০৫৯০৮৫
৫৮	৩৫৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা/ আনারস বাগান)	০.০০১৭ (একর)	০.০০০৬৮৮
৫৯	৩৫৬	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা/ আনারস বাগান)	০.০০৯৫ (একর)	০.০০৩৮৪৪৬
৬০	৩৬৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৫৩ (একর)	০.০০৬১৯১৮
৬১	৩৬৮	বেসরকারি	অকৃষি (ময়দান)	০.০১ (একর)	০.০০৪০৪৬৯
৬২	৩৬৯	বেসরকারি	অকৃষি (ময়দান)	০.০০৬৮ (একর)	০.০০২৭৫১৯
৬৩	৩৭০	সরকারি	আবাসিক (দেবস্থান)	০.০৯০৭ (একর)	০.০৩৬৭০৫৮
৬৪	৩৮৬	সরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০০৪৮ (একর)	০.০০১৯৪২৫
৬৫	৩৯২	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৬৪ (একর)	০.০০৬৬৩৭
৬৬	৩৯৩	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৪৭১ (একর)	০.০১৯০৬১১
৬৭	৩৯৭	বেসরকারি	অকৃষি (গির্জা)	০.০৩১৮ (একর)	০.০১২৮৬৯৩
৬৮	৪০০	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০০৩৮ (একর)	০.০০১৫৩৭৮
৬৯	৪০১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৪৫ (একর)	০.০১৩৯৬২
৭০	৫৩১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৮২ (একর)	০.০০৩৩১৮৫
৭১	৫৩২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৭৭ (একর)	০.০০৩১১৬১
৭২	৫৩৩	সাধারণ	কৃষি(ডাঙ্গা)	০.০১৫৭ (একর)	০.০০৬৩৫৩৭
৭৩	৫৪৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০২১২০১ (একর)	০.০০০৮৫৮
৭৪	৫৪৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৩৯ (একর)	০.০০৫৬২৫৩
৭৫	৫৪৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০১২ (একর)	০.০০৪৮৫৬৩
৭৬	৫৭৭	বেসরকারি	কৃষি (আনারস বাগান)	০.১২০৬ (একর)	০.০৪৮৮০৬২
৭৭	৫৮৫	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১১৪ (একর)	০.০০৪৬১৩৫
৭৮	৫৮৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২১৭৫ (একর)	০.০৮৮০২১
৭৯	৫৮৭	সরকারি	অকৃষি (পথ)	০.৩৫ (একর)	০.১৪১৬৪৩১
৮০	৫৮৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৪ (একর)	০.০১৬১৮৭৮
৮১	৫৮৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৬৫৬ (একর)	০.০২৬৫৪৮
৮২	৫৯০	বেসরকারি	কৃষি (গড়লয়েক পতিত)	০.০৭৯৯ (একর)	০.০৩২৩৩৫১
৮৩	৫৯১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৫০২ (একর)	০.০২০৩১৫৭
৮৪	৫৯২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৪৬১ (একর)	০.০৫৯১২৫৯
৮৫	৫৯৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২২৬৬ (একর)	০.০৯১৭০৩৮
৮৬	৫৯৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪৮৭ (একর)	০.০১৯৭০৮৬
৮৭	৫৯৬	সরকারি	অকৃষি (পথ)	০.৩৪১৯ (একর)	০.১৩৮৩৬৫
৮৮	৫৯৭	বেসরকারি	কৃষি (বাঁশ)	০.০৪০৫২৫২ (একর)	০.০১৬৪০০৩
৮৯	৫৯৮	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০২০৮ (একর)	০.০০৮৪১৭৬
৯০	৭১৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	১.১৮২৪ (একর)	০.৪৭৮৫১০৭
৯১	৭১৫	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.৩১ (একর)	০.১২৫৪৫৫৩
৯২	৭১৬	বেসরকারি	কৃষি (গড়লয়েক পতিত)	০.০৮৯৩ (একর)	০.০৩৬১৩৯২
৯৩	৭১৭	বেসরকারি	কৃষি (গড়লয়েক পতিত)	০.০৫৯৫ (একর)	০.০২৪০৭৯৩
৯৪	৭১৮	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০৭ (একর)	০.০২৮৩২৮৬
৯৫	৭১৯	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৭১ (একর)	০.০০৬৯২০৩
৯৬	৭২০	বেসরকারি	আবাসিক(বাস্তু)	০.০২১৯ (একর)	০.০০৮৮৬২৮
৯৭	৭২১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৫৯৮ (একর)	০.০২৪২০০৭
৯৮	৭৩১	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০০৪৯ (একর)	০.০০১৯৮৩
৯৯	৭৩৩	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.৪২৫৩ (একর)	০.১৭২১১৬৬
১০০	৭৩৪	সাধারণ	অকৃষি (নদী)	০.৩০৪২ (একর)	০.১২৩১০৮১
গ্রাম: মোলানি (জে.এল. নং-৪১)					
১০১	১০০৯	সরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০১৬২ (একর)	০.০০৬৫৫৬১
১০২	১০১০	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০২৪৫ (একর)	০.০০৯৯১৫
১০৩	১৩৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৪০০৩১ (একর)	০.০১৬২০০৩
১০৪	১৪০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৮৩ (একর)	০.০০৭৪০৫৯
১০৫	১৪১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৬৭৫ (একর)	০.০২৭৩১৬৯
১০৬	১৪৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৪ (একর)	০.০০৯৭১২৭
১০৭	১৪৬	সরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০০৪ (একর)	০.০০১৬১৮৮
১০৮	১৪৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৮৪১৭ (একর)	০.০১১৫০০২
১০৯	১৫০৪	বেসরকারি	অকৃষি (নদী)	০.২২৮৬ (একর)	০.০৯২৫১৩২
১১০	১৫০৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.১০৭ (একর)	০.০৪৩৩০২৩
১১১	১৫০৬	বেসরকারি	অকৃষি (নালা)	০.০৭৫৯ (একর)	০.০৩০৭১৬৩
১১২	১৫৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪২৩ (একর)	০.০১৭১১৮৬
১১৩	১৫৪	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.৬৬ (একর)	০.২৬৭০৯৮৩
১১৪	১৫৫	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	১.০৭ (একর)	০.৪৩৩০২৩১
১১৫	১৫৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.৬২ (একর)	০.২৫০৯১০৬
১১৬	১৫৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৩৬২ (একর)	০.০৫৫১১৯৪
১১৭	১৫৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৬৩০৮৯ (একর)	০.০০৬৬০০১
১১৮	১৭০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪৪২৩১৭ (একর)	০.০১৭৯০০৩
১১৯	১৭১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০৮১১ (একর)	০.০৩২৮২০৭
১২০	২০১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪২৭৪৯১ (একর)	০.০১৭৩০০৩
১২১	২০৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৩২২৭৮ (একর)	০.০০৯৪০০২
১২২	২০৮	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৪১ (একর)	০.০১৩৮০০১
১২৩	২০৯	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৩ (একর)	০.০০১২১৪১
১২৪	২১০	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৯১৭ (একর)	০.০৩৭১১০৫
১২৫	২১৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৫৪৪ (একর)	০.০২২০১৫৪
১২৬	২১৮	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৫১৯ (একর)	০.০২১০০৩৬
১২৭	২১৯	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০৩ (একর)	০.০১২১৪০৮
১২৮	২২০	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০১৯২ (একর)	০.০০৭৭৭০১
১২৯	২২২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০১০৪ (একর)	০.০০৪২০৮৮
১৩০	২২৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০২৪ (একর)	০.০০০৯৭১৩
১৩১	৪১	বেসরকারি	কৃষি (বালু)	০.৮৮ (একর)	০.৩৫৬১৩১১
১৩২	৫০১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০২৩২২৭৮ (একর)	০.০০৯৪০০২
১৩৩	৫০২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১১১২ (একর)	০.০৪৫০০২
১৩৪	৫০৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৩৩৯২৯৯ (একর)	০.০৫৪২০০৭
১৩৫	৫১০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৪৭১০৫ (একর)	০.০১০০০০২
১৩৬	৫১২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৬৮৯৪২২ (একর)	০.০২৭৯০০৫
১৩৭	৫১৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.৫৮ (একর)	০.২৩৪৭২২৮
১৩৮	৫১৪	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.৭৬ (একর)	০.৩০৭৫৬৭৮
১৩৯	৫১৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.৩ (একর)	০.১২১৪০৮৩
১৪০	৫১৬	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০৭৮৩৩২২ (একর)	০.০৩১৭০০৬
১৪১	৫৩	বেসরকারি	কৃষি (সিকাশথি ভূমি)	০.১১৫২ (একর)	০.০৪৬৬২০৮
১৪২	৫৪	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০২৭৪২৮৬ (একর)	০.০১১১০০২
১৪৩	৫৫	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০৯৭২ (একর)	০.০৩৯৩৩৬৩
১৪৪	৫৭৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১৪৬ (একর)	০.০০৫৯০৮৫
১৪৫	৫৭৪	বেসরকারি	কৃষি (বাঁশ)	০.০২৭৪২৮৬ (একর)	০.০১১১০০২
১৪৬	৫৭৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২১৭৪৫২ (একর)	০.০০৮৮০০২
১৪৭	৫৭৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২৩৫৫ (একর)	০.০০০৫
১৪৮	৫৯	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.০৮২৮ (একর)	০.০৩৩৫০৮৭
১৪৯	৫৯০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১৬ (একর)	০.০০০৬৪৭৫
১৫০	৫৯২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৭৯০৭৩ (একর)	০.০০৩২
১৫১	৫৯৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৭৯৬ (একর)	০.০৩২২১৩৭
১৫২	৫৯৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১২০৩৪০১ (একর)	০.০৪৮৭০০৯
১৫৩	৫৯৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২০৪৯ (একর)	০.০৮২৯২১৯
১৫৪	৫৯৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৬৫৪৭ (একর)	০.০২৬৪৯৫৪
১৫৫	৫৯৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১১২৪৩১৭ (একর)	০.০৪৫৫০০৬
১৫৬	৫৯৮	সরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৬৫৫ (একর)	০.০২৬৫০৭৫
১৫৭	৫৯৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৮২ (একর)	০.০০৩৩১৮৫
১৫৮	৬০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৮১৩ (একর)	০.০৩২৯০১৭
১৫৯	৬০১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪৬৭০২৮ (একর)	০.০১৮৯০০৪
১৬০	৬১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৯২৪৯১৯ (একর)	০.০৭৭৯০০৫
১৬১	৭০	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা পুরান পতিত)	০.১৯৬৭ (একর)	০.০৭৯৬০৩৪
১৬২	৭১	বেসরকারি	অকৃষি (বিদ্যালয়)	০.০২৭১ (একর)	০.০১০৯৬৭২
১৬৩	৭২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৭৭ (একর)	০.০০৩১১৬১
গ্রাম: হরিভিটা (জে.এল. নং ৪২)					
১৬৪	১২০০	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.৭০৩৮ (একর)	০.২৮৪৮২৪
১৬৫	১২০১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২৭৩২ (একর)	০.১১০৫৬২৫
১৬৬	১২০২	সাধারণ	আবাসিক (বাস্তু)	০.১৩৭৬ (একর)	০.০৫৫৬৮৬
১৬৭	১২০৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৯৩ (একর)	০.০১১৮৫৭৬
১৬৮	১২২৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৬৯৯ (একর)	০.০২৮২৮৮১
১৬৯	১২২৭	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৯৯ (একর)	০.০১৬১৪৭৩
১৭০	১২২৮	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৩১২ (একর)	০.০১২৬২৬৫
১৭১	১২২৯	বেসরকারি	কৃষি (বালু)	০.০৬০৪ (একর)	০.০২৪৪৪৩৬
১৭২	১২৩০	বেসরকারি	কৃষি (বালু)	০.০০১২৩৫৫ (একর)	০.০০০৫
১৭৩	১৪৪৬	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০১৪ (একর)	০.০০০৫৬৬৬
১৭৪	১৪৪৭	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২৮২৭ (একর)	০.১১৪৪০৭১
১৭৫	১৪৪৮	সাধারণ	কৃষি (বালু)	০.০৫২ (একর)	০.০২১০৪৪১
১৭৬	১৪৫৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	১.১৭৭২ (একর)	০.৪৭৬৪০৬৩
১৭৭	১৪৫৮	বেসরকারি	অকৃষি (পথ)	০.০৫৬৩ (একর)	০.০২২৭৮৪৩
১৭৮	১৪৫৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	১.০১৬৩৪৪৯ (একর)	০.৪১১৩০৭২
গ্রাম: ফারাবাড়ি (জে.এল. নং ৪৩)					
১৭৯	৫২৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০২১ (একর)	০.০০০৮৪৯৯
১৮০	৭৯০	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০০১৫ (একর)	০.০০০৬০৭
১৮১	৭৯১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৬৭৭০৬৭ (একর)	০.০২৭৪০০৫
১৮২	৮০০	বেসরকারি	আবাসিক(বাস্তু)	০.০১১৯ (একর)	০.০০৪৮১৫৯
১৮৩	৮০১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৮৫৩২৮ (একর)	০.০০৭৫০০১
১৮৪	৮০২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৭৬ (একর)	০.০০৭১২২৬
১৮৫	৮০৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২৩৫৫ (একর)	০.০০০৫
১৮৬	৮৩৮	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৬৬ (একর)	০.২৬৭০৯৮৩
১৮৭	৮৩৯	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৭২ (একর)	০.২৯১৩৮
১৮৮	৮৪০	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.৫ (একর)	০.২০২৩৪৭২
১৮৯	৮৪১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৮২৩ (একর)	০.০৩৩৩০৬৪
১৯০	৮৪২	বেসরকারি	আবাসিক(বাস্তু)	০.০২৭৪২৮৬ (একর)	০.০১১১০০২
১৯১	৮৪৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৮৬৯ (একর)	০.০৭৫৬৩৭৪
১৯২	৮৪৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৫৩ (একর)	০.০০২১৪৪৯
১৯৩	৮৪৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১১৪ (একর)	০.

হেমন্তের প্রভাতে শীতল ছোঁয়া শিলিগুড়িতে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ছটপুজোর সকালটা যেন ছিল একটু বেশিই অলস। জানলার কাচে কুয়াশার হালকা পর্দা, বিছানার ওম ছেড়ে বাইরে বের হতে কার বা মন চায়! অনেক সময় মনের কথা শোনা যায় না, তাই শরীরে গরম পোশাক চাপিয়ে অনেককেই বের হতে হয়েছে। হেমন্তেই কি শীতের আগমন ঘটল? চায়ের আড্ডায় উঠল প্রশ্ন। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, সোমবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল প্রায় ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১৯.৬। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নের মধ্যে তেমন ফারাক না থাকায় কার্যত দিনভর ছিল একই আবহাওয়া।

বাঘা যতীন পার্ক থেকে মিলনপল্লি, দক্ষিণ ভারতনগর থেকে চম্পাসারি- প্রতিটি এলাকার চায়ের দোকানগুলিতে ছিল অন্য মেজাজ। হাতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ, আড্ডার ফাঁকে আবহাওয়ার বদল নিয়ে বিস্তর আলোচনা। বাঘা যতীন পার্কের সামনে দুপুর ১টায় চায়ের কাপ হাতে আড্ডায় শামিল পারমিতা, মৈনাক, শ্রীপর্ণা। তিনজনই শিলিগুড়ির কলেজের ছাত্রী। ছটপুজো উপলক্ষ্যে কলেজ ছুটি থাকায় শীতের আনন্দ নিতে বাড়ি থেকে আড্ডা দিতে এসেছে। শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রী পারমিতা মজুমদার বলেন, 'ডিসেম্বরে পরীক্ষা শুরু। তাই বন্ধুদের সঙ্গে এর মধ্যে আর আড্ডা দেওয়া হবে না। ছুটির দিনে শীত উপভোগ করতে এখানে আসা।' পরীক্ষার আগে শারীরিক অসুস্থতার ঝুঁকি না নিতে গরম পোশাকে নিজেকে ঢেকেছে মৈনাক। শহরের এই বদলে যাওয়া মেজাজ ছেড়ে অনেকেই পাহাড়ি আমেজ গায়ে মাখতে পাহাড়ের পথ ধরেছেন। একটু ঠান্ডা হাওয়া, মেঘে ঢাকা পাহাড় আর নিরিবিলি সময় কাটানোর হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেননি তাঁরা। রোহিণী হোক বা কার্সিয়াংয়ের পথে মোটরবাইক ও গাড়ি নিয়ে ডে



শীতের পোশাকের খোঁজে। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

আউটিংয়ে দেখা গিয়েছে অনেককে।

আবহাওয়ার পটপরিবর্তনে ব্যবসার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। বিধান মার্কেট থেকে মহাবীরস্থান- বিভিন্ন জায়গায় গরম পোশাকের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। এতদিন দোকানের এক কোণে পড়ে থাকা সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার এবার জায়গা পাচ্ছে সামনের সারিতে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে ঘুরতেই চোখে পড়ল ফ্যাশনেবল সোয়েটার। বেশিরভাগ শীতের পোশাক সামনের সারিতে ডিসপ্লে করা হয়েছে 'জেন জেড'-দের কথা ভেবে। কোনও সোয়েটারে বো লাগানো, আবার কোনওটার সঙ্গে মানানসই স্কার্ফ রয়েছে। এমন শীতের পোশাক সাজিয়ে রাখার মাঝে সমীর সরকার বললেন, 'শীতের পোশাকেও এখন বদল এসেছে। প্রতিদিনের ফ্যাশনেও পরিবর্তন এসেছে।' সমর পাল নামে এক বিক্রেতা জানান, 'হালকা ঠান্ডা পড়তেই গরম পোশাক সাজিয়ে রেখেছি।'

আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনে সতর্ক হয়ে উঠছেন অভিভাবকরাও। দুধ মোড়ের তুহেলি কর যেমন মেয়েকে গরম জলে স্নান করানোর পাশাপাশি ঘরেও মোজা পরিয়ে রাখছেন। একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র কায়ুস পালের সকাল সাড়ে ছয়টায় স্কুলক্যাব আসে। সকালে স্নান করিয়ে তাকে স্কুলে পাঠানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে মা মিতা পালের কাছে। চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তীর পরামর্শ, 'এ সময় অনেক রকম ভাইরাল ইনফেকশন হয়, সেজন্য সন্ধ্যার পর বিশেষ কাজ না থাকলে বাইরে না বের হওয়া ভালো। জনবহুল জায়গায় মাস্ক পরে যেতে হবে।'

এমন আবহাওয়ায় সন্ধ্যার পর রাত যত গড়াচ্ছে, দূষণ বাড়ছে ততই। যেমন সোমবার রাত ৯টায় শহর শিলিগুড়িতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল পিএম ২.৫ প্যারামিটারে ২৩৩। বায়ুস্তর যত নীচে নামবে, ততই বাড়বে দূষণ।

দশের পাতার পর

৩০২	১৫৭২	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৬১৬ (একর)	০.২৪৯২৯১৮
৩০৩	১৫৭৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৩৪০০১ (একর)	০.১৩৭৬০০২
৩০৪	৩৭৫	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.১১৯৬ (একর)	০.০৪৮৪০১৫
৩০৫	৪৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০২১৬ (একর)	০.০০৮৭৪১৪
৩০৬	৪৪	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৭১ (একর)	০.০০২৮৭৩৩
৩০৭	৪৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.৩৫৫৫৭৬ (একর)	০.১৪৩৮৯৯৬
৩০৮	৪৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৭৫ (একর)	০.০৩০৩৫২১
৩০৯	৪৬০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৯৫৯ (একর)	০.০৭৯২৭৯৬
৩১০	৪৬১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৯০২ (একর)	০.১১৭৪৪২৩
৩১১	৪৬২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.৪৩০৫ (একর)	০.১৭৪২২১
৩১২	৪৬৭	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৪০৫৮ (একর)	০.১৬৪২২৫
৩১৩	৪৬৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২১৩৪ (একর)	০.০৮৬৩৬১৮
৩১৪	৪৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৮৯৬ (একর)	০.০৭৬৭৩০১
৩১৫	৪৭৯	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২৩৫৫ (একর)	০.০০০৫
৩১৬	৪৮০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২১৪ (একর)	০.০০৮৬৬০৫
৩১৭	৪৮১	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১২৩৯ (একর)	০.০৫০১৪১৬
৩১৮	৪৮২	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৬৯২ (একর)	০.০৬৮৪৭৪৩
৩১৯	৪৮৩	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১২১৭ (একর)	০.০৪৯২৫১৩
৩২০	৪৮৪	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৬৪৬ (একর)	০.০২৬১৪৩৩
৩২১	৪৮৫	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৮৯ (একর)	০.০৩৬০১৭৮
৩২২	৪৮৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৮৮ (একর)	০.০০৭৬০৮৩
৩২৩	৪৯০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১১৫৪ (একর)	০.০৪৬৭০১৭
৩২৪	৪৯১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৯১৯ (একর)	০.০৭৭৬৬০৯
৩২৫	৪৯২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৯৭৫ (একর)	০.১২০৩৯৬৬
৩২৬	৪৯৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৭৪২ (একর)	০.১১০৯৬৭২
৩২৭	৫০৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৫১৮ (একর)	০.১০১৯০২১
৩২৮	৫০৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৬৫৫ (একর)	০.০২৬৫০৭৫
৩২৯	৫১০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২২২৩ (একর)	০.০৮৯৯৬৩৬
৩৩০	৫৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০১৯ (একর)	০.০০০৭৬৮৯
৩৩১	৫৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৬৭ (একর)	০.০২৭১১৪৫
৩৩২	৫৭	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৮৪৯ (একর)	০.০৩৪৩৫৮৬
৩৩৩	৫৮	বেসরকারি	কৃষি (বাঁশ)	০.১০৯৮ (একর)	০.০৪৪৪৩৫৫
৩৩৪	৫৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০১৫ (একর)	০.০০০৬০৭
৩৩৫	৬০	বেসরকারি	কৃষি (বাঁশ)	০.০৯৮ (একর)	০.০৩৯৬৬০১
৩৩৬	৬১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৮৫৩ (একর)	০.০৭৪৯৮৯৯
৩৩৭	৬২	বেসরকারি	কৃষি (বাঁশ)	০.১৭৬৪ (একর)	০.০৭১৩৮৮১
৩৩৮	৬৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২১৯৬ (একর)	০.০৮৮৮৭০৯
৩৩৯	৬৪	বেসরকারি	কৃষি (বাঁশ)	০.০৩১৮৫৪ (একর)	০.০১২৮৯১১
৩৪০	৮১	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০৪৫৪ (একর)	০.০১৮৩৭৩১
গ্রাম: আরজানমল (জে.এল. নং ৭৩)					
৩৪১	১৩০/১৪৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২০৮ (একর)	০.০০৮৪১৭৬
৩৪২	১৪৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০২৬ (একর)	০.০০১০৫২২
৩৪৩	১৪৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২০২৮ (একর)	০.০৮২০৭২
৩৪৪	১৪৭	বেসরকারি	কৃষি (বাঁশ)	০.০৪৯ (একর)	০.০১৯৮৩
৩৪৫	১৪৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৩৭২৮ (একর)	০.১৫০৮৭০১
৩৪৬	১৪৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৫৯১ (একর)	০.০২৩৯১৭৪
৩৪৭	১৫০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১২৩৪ (একর)	০.০৪৯৯৩৯৩
৩৪৮	১৫১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৮২৭ (একর)	০.০৩৩৪৬৮২
৩৪৯	১৮১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৯ (একর)	০.০১১৭৩৬১
৩৫০	১৮২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪৭৪ (একর)	০.০১৯১৮২৫
৩৫১	১৮৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪৫৩ (একর)	০.০১৮৩৩২৭
৩৫২	১৮৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৯৮১ (একর)	০.০৩৯৭০০৫
৩৫৩	১৮৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৩৭৩ (একর)	০.০৯৬০৩৪
৩৫৪	১৮৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৯৯০৮৪১ (একর)	০.০৪০০৯৮৮
৩৫৫	২১৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৮৪৪৪৬ (একর)	০.১১৫১১৩৭
৩৫৬	২২৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৯৯ (একর)	০.০০৮০৫৩৪
৩৫৭	২২৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৭৮৯৮ (একর)	০.৩১৯৬২৭৭
৩৫৮	২২৫	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৬৪ (একর)	০.০২৫৯০০৪
৩৫৯	২২৬	বেসরকারি	কৃষি (বাঁশ)	০.২৯৩৮ (একর)	০.১১৮৮৯৯২
৩৬০	২২৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৫০১ (একর)	০.০২০২৭৫২
৩৬১	২২৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১২১৭ (একর)	০.০৪৯২৫১৩
৩৬২	২২৯	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০৫১৭ (একর)	০.০২০৯২২৭
৩৬৩	২৩০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৫১১ (একর)	০.১০১৬১৮৮
৩৬৪	২৩১	সরকারি	অকৃষি (নালা)	০.০৪৩২ (একর)	০.০১৭৪৮২৮
৩৬৫	৩০২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৩৭৯৪ (একর)	০.১৫৩৫৪১১
৩৬৬	৩০৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৪১৫ (একর)	০.০১৬৭৯৪৮
৩৬৭	৩১০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৭১৩ (একর)	০.০২৮৮৫৪৭
৩৬৮	৩১১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৪৮৭ (একর)	০.১৯৭০৮৬২
৩৬৯	৩১২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	১.২০১৬ (একর)	০.৪৮৬২৮০৯
৩৭০	৩২৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৫০৩ (একর)	০.০২০৩৫৬১
৩৭১	৩২৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৭৮৯৬০১ (একর)	০.০৩১৯৫৪৭
৩৭২	৩৩০	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.২০৪৫৮১ (একর)	০.০৮২৭৯২৮
৩৭৩	৩৩৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০২৪ (একর)	০.০০০৯৭১৩
৩৭৪	৩৩৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৯৮৪ (একর)	০.০৮০২৯১৪
৩৭৫	৩৩৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৪৬৪ (একর)	০.০৫৯২৪৭৩
৩৭৬	৩৩৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২৩৫৫ (একর)	০.০০০৫
৩৭৭	৩৩৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৭৮৩ (একর)	০.০৭২১৫৭
৩৭৮	৩৩৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৩২৮ (একর)	০.০৫৩৭৪৩৪
৩৭৯	৩৪০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১২১৪ (একর)	০.০৪৯১২৯৯
৩৮০	৩৪১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১১৩২ (একর)	০.০৪৫৮১১৪
৩৮১	৩৪২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৩৪৮৯৩৭ (একর)	০.১৪১২১২৯
৩৮২	৩৬৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২২৮৪ (একর)	০.০৯২৪৩২২
৩৮৩	৫৩৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৪৪ (একর)	০.০৯৮৭৪৫৫
৩৮৪	৭৮৯	সাধারণ	কৃষি (বাঁশ)	০.০০৪১ (একর)	০.০০১৬৫৯২
৩৮৫	৮০০	সরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১২২ (একর)	০.০০৪৯৩৭৩
৩৮৬	৮৩৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৮৫৩ (একর)	০.১১৫৪৫৯৩
৩৮৭	৮৩৪	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৮৬৩ (একর)	০.০৩৪৯২৫১
৩৮৮	৮৩৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৪৭২৫ (একর)	০.১৯১২১৮১
৩৮৯	৮৫২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২৪১৩ (একর)	০.০৯৭৬৫২৮
৩৯০	৮৫৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৭৫৩ (একর)	০.০৭০৯৪২৯
৩৯১	৮৫৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৭৪১ (একর)	০.১১০৯২৬৮
৩৯২	৮৫৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৬৮৯ (একর)	০.০৬৮৩৫২৯
৩৯৩	৮৫৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৮৪৩৪ (একর)	০.৩৪১৩১৯৩
৩৯৪	৮৫৭	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৩০৮৮৪৫ (একর)	০.০১২৪৯৮৮
৩৯৫	৮৬৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১১১৬ (একর)	০.০৪৫১৬৩৯
৩৯৬	৮৬৯	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২৮৩ (একর)	০.১১৪৫২৮৫
৩৯৭	৮৭৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৪৫৮১ (একর)	০.১৮৫৩৯০৫
৩৯৮	৮৭৪	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৩৮০২ (একর)	০.১৫৩৮৬৪৮
৩৯৯	৮৭৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৭৭ (একর)	০.০৭১৬৩০৯
৪০০	৮৭৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৬১৮ (একর)	০.০৬৫৪৭৯৬
৪০১	৮৭৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.২০৭৬ (একর)	০.০৮৪০১৪৬
৪০২	৮৭৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.১৮৩৪ (একর)	০.০৭৪২২১
৪০৩	৯১৩	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.১১৯১১৫ (একর)	০.০৪৮২০৫২
৪০৪	৯১৪	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.২২৬৯ (একর)	০.০৯১৮২৫২
৪০৫	৯১৫	বেসরকারি	অকৃষি (ফুট)	০.২৩৯৮ (একর)	০.০৯৭০৪৫৭
৪০৬	৯৩৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.২৬৯৫ (একর)	০.১০৯০৬৫২
৪০৭	৯৪০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.৩৯২৭ (একর)	০.১৫৮৯২৩৫
৪০৮	৯৪০/৯৮৩	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১৭০৫ (একর)	০.০৬৯০০০৪
৪০৯	৯৪১	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.৫৮৭৩ (একর)	০.২৩৭৬৭৭১
৪১০	৯৪৩	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.১৩৩৫ (একর)	০.০৫৪০২৬৭
৪১১	৯৪৪	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.২৫৭১ (একর)	০.১০৪০৪৬৯
৪১২	৯৪৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.৩৩ (একর)	০.১৩৩৫৪৯২
৪১৩	৯৪৬	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.৩০৭৮ (একর)	০.১২৪৫৬৫
৪১৪	৯৪৭	সাধারণ	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.৩৩৮৫ (একর)	০.১৩৬৯৮৯১
৪১৫	৯৪৮	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.৩০০৩ (একর)	০.১২১৫২৯৭
৪১৬	৯৪৯	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.১১১৬ (একর)	০.০৪৫১৬৩৯
গ্রাম: বাগুলাহাগি (জে.এল. নং ৭৪)					
৪১৭	৮৪০	বেসরকারি	কৃষি (চা)	১.৬১০৮ (একর)	০.৬৫১৮৮১৮
৪১৮	৮৭৭	সরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০৫৮৩১৬৭ (একর)	০.০২৩৬০০৪
৪১৯	৮৭৮	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১৫ (একর)	০.০০০৬০৭
৪২০	৮৮১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা / রূপনি)	০.০৪২৩ (একর)	০.০১৭১১৮৬
৪২১	৮৮২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৬৭ (একর)	০.০১০৮০৫৩
৪২২	৮৯২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৯২ (একর)	০.০১১৮১৭১
৪২৩	৮৯৩	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০১৮৫৩২৮ (একর)	০.০০৭৫০০১
৪২৪	৮৯৪	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১৩৩৪৩৬ (একর)	০.০০৫৪০০১
৪২৫	৮৯৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা / রূপনি)	০.০৫৬৮৩৪১ (একর)	০.০২৩০০০৫
৪২৬	৮৯৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০৩৩৯ (একর)	০.০১৩৭১৯১
৪২৭	৯০০	সাধারণ	কৃষি (রূপনি)	০.০০৫৪৩৬৩ (একর)	০.০০২২
৪২৮	৯০৯	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০১৫ (একর)	০.০০০৬০৭
৪২৯	৯১২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২৭৭ (একর)	০.০১১২১
৪৩০	৯২০	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১২৮৪৯৪ (একর)	০.০০৫২০০১
৪৩১	৯২১	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৮২ (একর)	০.০০৩৩১৮৫
৪৩২	৯২২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৮০৩৮৬ (একর)	০.০০৭৩০০১
৪৩৩	৯৩১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০৮৬৪৮৬ (একর)	০.০০৩৫
৪৩৪	৯৩৪	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	১.২ (একর)	০.৪৮৫৬৩৩৩
৪৩৫	৯৩৫	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	২.৬২ (একর)	১.০৬০২৯৯
৪৩৬	৯৩৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা/পুরাতন পতিত)	১.২৭ (একর)	০.৫১৩৯৬২
৪৩৭	৯৩৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১২৩৫৫ (একর)	০.০০০৫
৪৩৮	৯৩৮	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৮৮ (একর)	০.০০৩৫৬১৩
৪৩৯	৯৪৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১০৩ (একর)	০.০০৪১৬৮৪
৪৪০	৯৪৭	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০২২৩ (একর)	০.০০৯০২৪৭
৪৪১	৯৫৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৭৬ (একর)	০.০০৩০৭৫৭
৪৪২	৯৫৬	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১১৬ (একর)	০.০০৪৬৯৪৫
৪৪৩	৯৬২	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৭১ (একর)	০.০০২৮৭৩৩
৪৪৪	৯৬৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০১৯৫ (একর)	০.০০৭৮৯১৫
৪৪৫	৯৬৪	সরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০৫১ (একর)	০.০০২০৬৩৯
৪৪৬	৯৬৫	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি)	০.০০১৯ (একর)	০.০০০৭৬৮৯
৪৪৭	৯৭২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০০২৮ (একর)	০.০০১১৩৩১
৪৪৮	৯৭৩	বেসরকারি	কৃষি (রূপনি/ডাঙ্গা)	০.০৮৬১ (একর)	০.০৩৪৮৪৪২
৪৪৯	৯৮১	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা)	০.০১৯৭৫৩১ (একর)	০.০০৭৯৯৪
৪৫০	৯৮৩	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.৫৩৪১ (একর)	০.২১৬১৪৭৩
৪৫১	৯৮৪	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০১২৪ (একর)	০.০০৫০১৮২
৪৫২	৯৮৫	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.৫১০০২৪৭ (একর)	০.২০৬৪০৪৩
৪৫৩	৯৮৬	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০২১০৩৮৩ (একর)	০.০০৮৫১৪১
৪৫৪	৯৮৭	বেসরকারি	কৃষি (চা)	০.০৮৯৮ (একর)	০.০৩৬৩৪১৬
গ্রাম: সোনাচালনি (জে.এল. নং-৭৫)					
৪৫৫	১০	বেসরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০৮ (একর)	০.০৩২৩৭৫৬
৪৫৬	১২	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত/রূপনি)	০.১৮৬৩১৫১ (একর)	০.০৭৫৪০০৭
৪৫৭	১৩	বেসরকারি	অকৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত/ ফুট)	০.২৯ (একর)	০.১১৭৩৬১৪
৪৫৮	১৪	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৪৪ (একর)	০.১৭৮০৬৫৬
৪৫৯	১৫	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত)	০.২৯ (একর)	০.১১৭৩৬১৪
৪৬০	১৬	বেসরকারি	কৃষি (ডাঙ্গা/রূপনি)	০.০১৭৭ (একর)	০.০০৭১৬৩১
৪৬১	১৯	বেসরকারি	আবাসিক (বাস্তু)	০.০০৫ (একর)	০.০০২০২৩৫
৪৬২	২	বেসরকারি	অকৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত/ ফুট)	০.৩১৯৯৯৩৪ (একর)	০.১২৯৪৯৯৪
৪৬৩	২৩	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.০০৫৭ (একর)	০.০০২৩০৬৮
৪৬৪	২৪	বেসরকারি	আবাসিক (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত/বাস্তু)	০.০২২৯ (একর)	০.০০৯২৬৭৫
৪৬৫	৩	বেসরকারি	অকৃষি (রাস্তা)	০.৪ (একর)	০.১৬১৮৭৭৮
৪৬৬	৪	বেসরকারি	অকৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত/ ফুট)	০.২৮ (একর)	০.১১৩৩১৪৪
৪৬৭	৫	বেসরকারি	অকৃষি (ডাঙ্গা পুরাতন পতিত/ নালা)	০.৬৪১৬ (একর)	০.২৫৯৬৫২
৪৬৮	৯	সরকারি	অকৃষি (নদী)	০.০২১৭৪৫২ (একর)	০.০০৮৮০০২
				মোট	৩৭.৩৫৫৭৭৫৬

[এফ. নং জেএএল/ ৩৯০১১/ ডিপিআর/ খড়িবাড়ি-পানিট্যাঙ্কি/সিই টেস্ট/এনএইচ ৩২৭সি/৩এ২]

শেখ আমিনখান, পরিচালক



আলিঙ্গনের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। সোমবার জংশনে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

থমকে নিবেদিতা রোডের সম্প্রসারণ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : গত বর্ষার আগে থেকেই মাঝপথে থমকে রয়েছে শহরের অন্যতম ব্যস্ততম রাস্তা নিবেদিতা রোডের সম্প্রসারণের কাজ। ফলে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রী, পথচারী থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দ্রুত রাস্তার নির্মাণকাজ ফের শুরু করার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এক আধিকারিক বলেছেন, 'ছটপুজোর পরেই কাজ শুরু করার কথা। আগামী সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

নিবেদিতা রোডে গুরুংবস্তিতে প্রায় ২৫০ মিটার রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য গত বছরের শুরুর দিকে বরাত দিয়েছিল পূর্ত দপ্তর। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। বাঁদিক দিয়ে নিকাশিনালার কাজ করার পরে রাস্তা তৈরির জন্য কিছুটা এলাকায় মাটি ফেলা হয়। কিন্তু তারপর বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় কাজ বন্ধ রয়েছে। এর ফলে রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। রাস্তার মাঝেই নির্মাণসামগ্রী পড়ে রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বৃষ্টি হলে রাস্তা তৈরির জন্য খুঁড়ে রাখা গর্তে জল জমে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় একটি ক্যাফেটেরিয়ার ম্যানেজার অম

পৃথিবীর পাঠশালা

ওষুধ হিসেবে টমেটো কেচাপ



ফাস্ট ফুডের সঙ্গে আমরা যে টমেটো কেচাপ খুব আনন্দ করে খাই, আঠারোশো ত্রিশের দশকে আমেরিকায় তা রীতিমতো ওষুধ হিসেবে বিক্রি হত। জন কুক বেনেট নামের এক চিকিৎসক দাবি করেছিলেন, টমেটোর নির্যাস দিয়ে তৈরি এই কেচাপ খেলে বদহজম এবং পেটের নানা জটিল রোগ সহজেই সেরে যায়। সেই সময় এটি ওষুধের শিশিতে ভরে বড়িতে পরিণত করে মানুষের কাছে বিক্রি করা হত। ভাবুন তো, কেচাপ দিয়ে রোগ সারানোর কথা!

মস্তিষ্ক দখল করা ছত্রাক



আমাজনের জঙ্গলে থাকা কর্ডিসেপস নামের এক ছত্রাকের কাজ ঠিক কোনও ভৌতিক সিনেমার গল্পের মতো। এই ছত্রাকের রেণু কোনও সাধারণ পিঁপড়ের শরীরে ঢুকে গেলে, তা ধীরে ধীরে ওই পিঁপড়ের মস্তিষ্কের পুরোপুরি দখল নিয়ে নেয়। এরপর সেই বশ মানা জম্বি পিঁপড়েটি নিজের দলের কাছ থেকে দূরে গিয়ে একটি উঁচু গাছের পাতায় উঠে কামড়ে ধরে এবং সেখানেই সে মারা যায়। এরপর তার মাথা ফুঁড়েই জন্ম নেয় নতুন ছত্রাক।

মৃত সৈনিকদের আসল দাঁত



উনিশ শতকের শুরুর দিকে কৃত্রিম দাঁত বানানোর প্রযুক্তি আজকের মতো এত উন্নত ছিল না। আঠারোশো পনেরো সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে মারা যাওয়া হাজার হাজার মৃত সৈনিকের মুখ থেকে ভালো দাঁত তুলে নেওয়া হয়েছিল। সেই আসল দাঁতগুলোকে পরে ঘষেমেজে পরিষ্কার করে ধনীদের জন্য নকল পাটির দাঁত হিসেবে ব্যবহার করা হত। শুনতে গা শিউরে উঠলেও ইতিহাসের পাতায় এগুলো আজও ওয়াটারলুর দাঁত নামেই পরিচিত।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গাছ

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সাদা পাহাড়ের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মেথুসেলাহ নামের এক পাইন গাছ। এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো জ্যান্ত গাছ। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী এই গাছটির বয়স প্রায় চার হাজার আটশো বছরেরও বেশি। মিশরের পিরামিড তৈরি হওয়ার বহু আগে থেকেই এই গাছটি পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে। গাছটির নিরাপত্তার কথা ভেবে বিজ্ঞানীরা আজও জঙ্গলের ভেতর এর আসল অবস্থান সাধারণ মানুষের কাছে খুব সযত্নে গোপন রেখেছেন।



নিকাশি ব্যবস্থার জাঁতাকলে মিরিকের সুমেন্দু লেক

দূষণ, আবর্জনা ও নিকাশিনালার জলে ধুঁকছে মিরিকের সুমেন্দু লেক। আগের একাধিক প্রকল্পের কাজ অসম্পূর্ণ, নতুন করে ১০০ কোটির উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা হয়েছে। তবে স্থানীয় হোটেল মালিকদের দাবি, পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আগে তাঁদের মতামত নিতে হবে। সরকারের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

মিরিক, ১৬ নভেম্বর : সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়। দার্জিলিংয়ের ভিড় আর কোলাহল এড়িয়ে যাঁরা একটু নিরিবিলি খুঁজতেন, তাঁদের কাছে স্বপ্নের গন্তব্য হয়ে উঠেছিল কমলালেবু আর চা বাগানে ঘেরা মিরিক। আর সেই পাহাড়ি শহরের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল অপরূপ সৌন্দর্যের খনি সুমেন্দু লেক। কিন্তু আজ প্রায় পাঁচ দশক পর সেই স্বপ্নের গন্তব্যই কার্যত এক দুঃস্বপ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। বছরের পর বছর ধরে লাগামছাড়া দূষণ, আবর্জনা আর হোটেলের নোংরা জলের সরাসরি নিকাশি ব্যবস্থার জাঁতাকলে পড়ে আজ রীতিমতো ধুঁকছে মিরিকের প্রাণভোমরা সুমেন্দু লেক। চরম পরিবেশ সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে এখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই লড়ছে এই হ্রদ। মিরিক পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এলবি রাই বলেছেন, ‘গত বছর আমরা দায়িত্ব ছাড়ার আগে ১০ কোটি টাকায় মিরিক লেকের চারপাশে সৌন্দর্যায়ন এবং নিকাশিনালা তৈরির কাজের টেন্ডার হয়েছিল। পরবর্তীতে এর অগ্রগতি নিয়ে কিছু জানা নেই।’



অস্তিত্ব সংকটে মিরিকের লেক, বিপন্ন পরিবেশও।

পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, এবার হ্রদ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে আসরে নেমেছে মিরিক হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক হেমকুমার তামাংয়ের আক্ষেপ, দুর্বল প্রশাসনিক নজরদারি এবং চরম অবহেলার কারণেই লেক এলাকার আজ এই বেহাল দশা। নর্দমার জল আর প্লাস্টিকের দূষণে হ্রদের জল রীতিমতো বিষিয়ে যাচ্ছে। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, হ্রদের সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতার জন্য একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর আগে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) হ্রদ পরিষ্কারের একটা উদ্যোগ নিয়েছিল। লেকের মাঝে মেশিন বসিয়ে দূষিত জল বের করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথেই সেই কাজ থমকে গিয়েছে।



- দূষণ, আবর্জনা ও নিকাশি নালার জলে সুমেন্দু লেকের পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন
- ১০০ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাধিক দাবি রয়েছে
- পরিকল্পনা কার্যকর করতে প্রশাসন ও স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনাই সবচেয়ে জরুরি

অন্যদিকে, লেক চত্বরে শৌচালয় তৈরির জন্য আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে পাঁচ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন হলেও তা আজও বিশবাঁও জলে। তবে এই ঘন অন্ধকারের মাঝেও একটা আশার আলো দেখাচ্ছে রাজ্য সরকার। গত জুলাই মাসে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ কেন্দ্রের ‘ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন’ নীতিতে মিরিকের উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। পর্যটন দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই একটি বিশদ প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ চলছে। এর মাধ্যমে হ্রদ এলাকার সৌন্দর্যায়ন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নতুন পর্যটন আকর্ষণ তৈরির ব্লু-প্রিন্ট বানানো হচ্ছে।

কিন্তু এই ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে রাজ্যকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন মিরিকের ব্যবসায়ীরা। ন’টি ওয়ার্ড এবং মাত্র ১৭ হাজার জনসংখ্যার এই ছোট্ট পুরসভার ৫৪ জন হোটেল মালিকের সংগঠনের সভাপতি গোপাল লামা স্পষ্ট জানিয়েছেন, শুধু আমলাদের দিয়ে ঘরে বসে ডিপিআর বানালে চলবে না। চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরির আগে হোটেল মালিক, পরিবহণকর্মী, ব্যবসায়ী এবং হোমস্টে মালিকদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা করাটা অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় মানুষের সুবিধা-অসুবিধা না বুঝলে এই ১০০ কোটি টাকার পরিণতিও আগের প্রকল্পগুলোর মতোই হতে পারে।

স্থানীয়দের এই আশঙ্কার জবাবে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, ‘পর্যটন দপ্তর সব পক্ষের মতামত শুনতেই প্রস্তুত। খুব শিগগিরই আমি নিজে মিরিকে গিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেব।’

মিরিক লেক ২০১২ সাল থেকে জিটিএ দেখে আসছে। কিন্তু লেক সংস্কার এবং সেখানে বোটিংয়ের আধুনিক ব্যবস্থা করা নিয়ে বারবার দাবি উঠলেও বাস্তবে কাজ কিছুই হয়নি। জিটিএ-র পর্যটনসচিব সোনম ভুটিয়ার বক্তব্য, ‘মিরিক লেক সংস্কার প্রয়োজন। রাজ্য পর্যটন দপ্তর ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আর্থিক বরাদ্দ করেছে। আশা করছি দ্রুত মিরিক লেক সংস্কারের কাজ শুরু হবে।’

সাগরের গর্ভে জন্ম নিচ্ছে বিপদ

মেঘে লুকিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের হ্যাটট্রিক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : মেঘে ঢাকা সূর্য। পাহাড়ি শীতের আমেজ। ছুটির দিন উপভোগ করার আবহাওয়া। তাপমাত্রার পতনে শরীরে উঠেছে গরম পোশাক। গরম চায়ের আলোচনায় শীতের আগমন। কিন্তু এই মেঘের আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের অশনিসংকেত। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে পরপর তিনটি নিম্নচাপ এবং প্রতিটির ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়াকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং উদ্বেগের বলে মনে করছেন আবহবিদরা। সমুদ্রের অস্বাভাবিক উষ্ণতা যে এর মূলে রয়েছে, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই।

‘অর্ণব’ ও ‘মুরাসু’র রেশ না কাটতেই দুয়ারে আরও একটি ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস। দক্ষিণ-পূর্ব এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে শক্তি সঞ্চয় করে সোমবার সন্ধ্যাতেই তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে। নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ায় ইরানের দেওয়া ‘আকভান’ নামে সিলমোহর দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সাগরে এ সময় নিম্নচাপ সৃষ্টির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। জলবায়ুর পরিবর্তনে গত কয়েক বছরে পরপর নিম্নচাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তবে পরপর সৃষ্ট হওয়া তিনটি নিম্নচাপের ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়া এবং প্রতিটি ঘূর্ণিঝড় ভারতের পূর্ব উপকূলে, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশে আছড়ে পড়ার মধ্যে উদ্বেগের কারণ খুঁজে পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

পরপর ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের জলের উপরিভাগের অস্বাভাবিক উষ্ণতা (প্রায় ২৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)। এই উষ্ণ জলরাশি ঘূর্ণিঝড় তৈরির মূল জ্বালানি। সাগরে যখন নিম্নচাপগুলি তৈরি হয়, তখন এই বাড়তি উষ্ণতার জন্য শক্তি হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে নিম্নচাপগুলি দ্রুত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হয়ে আছড়ে পড়ছে। পাশাপাশি, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের তাপমাত্রার তারতম্য এবং এল নিনোর সক্রিয়তার কারণে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু এ সময়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই অতিরিক্ত শক্তি বঙ্গোপসাগরে ঘনঘন ঝড় তৈরির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে।



- বঙ্গোপসাগরে পরপর ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির মূলে রয়েছে জলের উপরিভাগে অস্বাভাবিক উষ্ণতা, এল নিনোর প্রভাব
- আবহবিদদের মতে, প্রতিটি ঘূর্ণিঝড় ভারতের পূর্ব উপকূলে আছড়ে পড়া অস্বাভাবিক এবং উদ্বেগের
- আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষিবলয় এবং যার বড় প্রভাব পড়বে দেশীয় অর্থনীতিতে

যা সাধারণ আবহাওয়ার পরিবর্তন নয়। যে কারণে এর মধ্যে স্পষ্টতই বড় অশনিসংকেত দেখতে পারছেন আবহবিদরা। তাঁদের বক্তব্য, আবহাওয়ার এমন ভোলবদলে ভবিষ্যতে যখন বৃষ্টি হবে, তখন তার তীব্রতা এতটাই বেশি হবে যে, অনেক এলাকা মুহূর্তে জলের তলায় চলে যাবে। আবার তাপমাত্রার পতন এতটাই অস্বাভাবিক হবে যে, তা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকতে পারে অনেকের। হঠাৎ বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়ে উঠলে প্রাণহানির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবহাওয়া দপ্তরের এক প্রাক্তন আধিকারিক বলছেন, ‘যেভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে, তা ভবিষ্যতে বড় বিপদ ডেকে আনবে কৃষি বলয়ে। যার বড় প্রভাব পড়বে দেশীয় অর্থনীতিতে।’

আকভানের কতটা প্রভাব পড়তে পারে বাংলায়? আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর যে পূর্বাভাস দিয়েছে, তাতে পরিষ্কার বৃহস্পতিবার থেকে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে আপাতত সেই সম্ভাবনা নেই উত্তরে। তবে কে বলতে পারে, হঠাৎ পট পরিবর্তন ঘটবে না আকাশে।



ছটঘাটে সেলফি।। *গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি। সোমবার।*

এসপি অফিসে আগুনে রহস্য

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : পুলিশ সুপারের দপ্তরের ছাদের ঘরে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড। দাউদাউ করে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বস্তাবন্দি করে রাখা বহু নথিপত্র। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ কোচবিহারের সাগরদিঘি চত্বরে এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট করতে পারেনি দমকল। বৈদ্যুতিক তার থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকলেও সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। অন্যদিকে, পুড়ে যাওয়া নথিগুলি পুরোনো বলে দাবি পুলিশের। কিন্তু ঠিক কীসের নথি পুড়েছে, তা নিয়ে মুখে কুলুপ কর্তাদের। ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বর্তমানে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংস্কারের কাজ চলছে। সেই কারণে প্রচুর নথিপত্র বস্তাবন্দি করে ছাদের একটি ঘরে জমা রাখা হয়েছিল। সোমবার সকালে সেখানে নিরাপত্তারক্ষীরা কর্তব্যরত ছিলেন। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ আচমকাই ওই ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত দমকলকে খবর দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

পুলিশ সুপার মণীশ যোশি বলেন, ‘পুরোনো কিছু নথিপত্র যেখানে রাখা ছিল, সেখানে আগুন লেগেছিল। দমকলকে খবর দেওয়া হলে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।’

শব্দ দৈত্যের

প্রথম পাতার পর

ছটব্রতীদের নানাভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি প্রসাদ বিতরণেও তাঁরা এগিয়ে আসেন। পুরভোটের আগে ছটে বিজেপির সক্রিয়তা বেড়েছে বলেও শহরে আলোচনা চলছে।

নিরাপত্তার প্রশ্নে পুর কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক বলেন, ‘প্রায় সমস্ত ঘাটেই বিপর্যয় মোকাবিলা দল তৈরি ছিল। দুই-এক জায়গায় হয়তো কর্মী কম ছিল। নদীর জল বেশি এমন স্থানকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। তারপরও এমন ঘটনা হলে খতিয়ে দেখতে হবে।’ সন্তোষী ঘাটে এমন অভিযোগের কথা তিনিও শুনেছেন বলে জানান। অন্য ঘাটগুলিতে পুরসভা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে বলে তাঁর দাবি। পুরসভার আধিকারিকরা ঘাট পরিদর্শন করে সাফাইয়ের কাজ দেখলেও মহানন্দার বিভিন্ন জায়গায় কলা গাছ ও পুজোর সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখা যায়। একদিনে সব সাফ করা সম্ভব নয় জানিয়ে পুরসভার তরফে মঙ্গলবারও সাফাই চালানোর কথা বলা হয়েছে।

রবিবার রাতে শিলিগুড়ির আদর্শনগর ছটঘাটে দুই পক্ষের মারপিটে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, এক পক্ষ ধারালো অস্ত্রও বের করে। ঘটনায় এক তরুণ গুরুতর জখম হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রের দাবি, তিনি এক বিজেপি নেতার ভাইপো। খবর পেয়ে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

অন্যদিকে, বিদ্যাচক্র কলোনির ছটঘাটে কটূক্তিকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে তলোয়ার নিয়ে হাজির হওয়ার অভিযোগে ভক্তিনগর থানার পুলিশ রাকেশ সাহানি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, সুকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল। রবিবার রাতে সুকুমার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘাটে গেলে রাকেশ তাঁদের কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করায় কয়েকজন তাঁকে মারধর করেন। পরে বাড়ি থেকে তলোয়ার নিয়ে ঘাটে ফিরলে স্থানীয়রা তাঁকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ তলোয়ারটি বাজেয়াপ্ত করে। সুকুমারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাকেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালত তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।



মহানন্দায় ছট উৎসব। সোমবার শিলিগুড়িতে।

কিশোর

প্রথম পাতার পর

এমন ঘটনায় ছটপুজোয় নদীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, বালাসনের মতো নদীর গভীর জলে যাতে কেউ যেতে না পারেন, সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ছিল না প্রশাসনের উদ্ধারকারী দলও। স্থানীয়দের অনেকের অভিযোগ, উদ্ধারকারী দল থাকলে সঙ্গে সঙ্গে নদীতে নেমে হয়তো সুজয়কে বাঁচানো যেত।

মাটিগাড়ার বিডিও প্রীতম দাস শর্মার দাবি, এই ঘাটটি প্রশাসনের নথিভুক্ত কোনও ঘাট ছিল না। তাহলে পুজো করতে দেওয়া হল কেন? প্রশাসনের তরফে কেন পদক্ষেপ করা হল না? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও সেখানে ১৫-২০টি পরিবার ছটপুজো করেছিল। ছটে যে ফল ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তা ধরতেই স্থানীয় ছেলেরা নদীতে নামে। পুজো কম জলেই হচ্ছিল। কিন্তু পাশেই জলের গভীরতা ছিল অনেকটা। স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন রায়ের অভিযোগ, ‘মেশিন দিয়ে বালি, পাথর খননের ফলে নদীর অনেক অংশ গভীর হয়ে রয়েছে। সেদিকেও প্রশাসনের নজর দেওয়া প্রয়োজন।’ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নমিতা রায় বর্মন বলেন, ‘দাহ করার টাকা নেই পরিবারটির। স্থানীয়রা চাঁদা তুলে দেহ দাহ করেছেন। এসব কথা মানুষের জানা প্রয়োজন। পরিবারটির এখন কী হবে, জানি না।’

রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, ‘পরিবারটির পাশে থাকার চেষ্টা করব। বাকি বিষয়গুলিরও খোঁজ নেব।’

ইঁদুর

প্রথম পাতার পর

নিয়ম অনুযায়ী, আটক গাঁজা নির্দিষ্ট সময় পর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তার আগেই ইঁদুরের পেটে চলে যাচ্ছে অনেকটা গাঁজা। ফলে বস্তার ওজনের হিসাব মেলাতে সমস্যায় পড়ছেন পুলিশকর্মীরা। প্রায় প্রতিদিনই বস্তা গোছাতে হচ্ছে। এক প্যাকেট ঠিক করে রাখার পর দেখা যাচ্ছে, অন্য প্যাকেট কাটা। থানা চত্বরে এখন রসিকতা, একদিন গাঁজা খেয়ে টলতে টলতে লকআপের সামনে পড়ে থাকবে ইঁদুরের দল, তখন তাদেরও লকআপে ভরতে হবে। মালখানার মেরামতি, ইঁদুর মারার ওষুধ, ইঁদুর ধরার কল পাতা, কোনও চেষ্টাই কাজে আসছে না। আপাতত গাঁজা পাচারকারীদের পাশাপাশি গাঁজাপ্রেমী ইঁদুর সামলাতেই নাজেহাল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

নগেনের তৈরি বর্ম

প্রথম পাতার পর

সেখানকার গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক আবদুল মালিকের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন এবং পোশাক পরিকল্পনার কথা জানান। আবদুল মালিক ডিজাইনার অজয় কুমারের সঙ্গে প্রায় তিন দশকের অভিজ্ঞ বেতশিল্পী জয়নাল আবেদিনের পরিচয় করান। তাঁদের দুজনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর পোশাক তৈরির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। পোশাকের জন্য বেছে নেওয়া হয় অসমের বিখ্যাত ‘সরপাট’ বেত।

এদিকে, এত বড় কাজের দায়িত্ব একা সামলানো সম্ভব নয় বুঝে জয়নাল যোগাযোগ করেন দীর্ঘদিনের পরিচিত ও বিশ্বস্ত কারিগর নগেন বিশ্বাসের সঙ্গে। আলিপুরদুয়ারের যশোডাঙ্গার বাসিন্দা নগেনবাবু প্রথম নিজেই দুটি বর্ম তৈরি করেন। প্রায় ছয় মাস পর সেই বর্ম নিতে আসেন মুম্বইয়ের ডিজাইনাররা। এক ঝলক দেখেই তাঁদের পছন্দ হয়ে যায়। তখনই আরও অন্তত ২০টি বর্ম ও অন্য পোশাকের জন্য বায়না দিয়ে যান তাঁরা। নগেনবাবুর নেতৃত্বে এরপর ১০-১২ জনের একটি দল কাজে নেমে পড়ে পুরোদমে। রাতদিন এক করে চলে বেত বাছাই, মাপ অনুযায়ী নকশা তৈরি, বুনন, কাঠামো নির্মাণ এবং পোশাকের বিভিন্ন অংশের ফিনিশিংয়ের কাজ। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরে ধাপে ধাপে তৈরি করা হয় প্রায় ৩০টি বেতের পোশাক ও বর্ম। প্রতিটি সামগ্রী তৈরিতে প্রয়োজন হয়েছে ধৈর্য, নিখুঁত কারিগরি দক্ষতা এবং শিল্পভাবনার। কাজ শেষ হওয়ার পর সেগুলি ফিনিশিংয়ের জন্য বরপেটা পাঠান নগেন। সেখান থেকে মুম্বইয়ে পাড়ি দেয় রণবীর-সাই পল্লবীর বর্ম।

বেত দিয়ে পোশাক কিংবা যুদ্ধের বর্ম তৈরি করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। বিশেষ করে বর্মের ধারালো অংশ শরীরে লাগলে অভিনেতাদের জখম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেই সমস্যা সমাধানে নেওয়া হয় বিশেষ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা। চিন থেকে আমদানি করা হয় রাবারের মতো বিশেষ উপাদান, যা পোশাকের ভিতরের স্তরে ব্যবহার করা হয়। ফলে বাইরে বেতের নকশা ও ঐতিহ্য বজায় রেখেও ভিতরের দিকে রাখা সম্ভব হয় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও আরাম।

প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এত বড় একটি প্রকল্পে কাজ করলেও নগেন ও জয়নাল প্রথমদিকে জানতেন না, তাঁদের তৈরি পোশাক কোন ছবিতে ব্যবহার হবে। তাঁরা শুধু জানতেন, কোনও বড় শুটিংয়ের জন্য পোশাক তৈরি হচ্ছে। মাস তিনেক আগে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁদের হাতে তৈরি সামগ্রী ব্যবহার করা হবে ‘রামায়ণ’ ছবিতে এবং তা পরবেন রণবীর কাপুর-সাই পল্লবীর মতো তারকারা।

সোমবার নিজের বাড়িতে বসে নগেন বিশ্বাস বলেন, ‘এত বড় ছবির জন্য পোশাক ও বর্ম তৈরি করতে পারব, তা প্রথমে ভাবতেই পারিনি। কাজের সময় আমাদের শুধু বলা হয়েছিল, বড় একটি শুটিংয়ের জন্য এই পোশাক তৈরি হচ্ছে। পরে জানতে পারি, রামায়ণ ছবির রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার জন্য এগুলি তৈরি করা হয়েছে। বেতের কাজের পাশাপাশি অভিনেতারা যাতে পোশাক পরে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেদিকেও বিশেষ নজর দিতে হয়েছে। বলিউডের মতো বড় জায়গায় আমাদের কাজ প্রশংসা পাচ্ছে, এটা বড় প্রাপ্তি। আশা করছি এমন কাজ আরও করতে পারব।’

এর আগেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজের শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন নগেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ‘স্ট্যাচু অফ ইউনিটি’-র আশপাশেও বাঁশের কাজ করেছেন তিনি। তবে বলিউডের ছবির জন্য পোশাক ও বর্ম তৈরির অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে সম্পূর্ণই নতুন। যদিও যে ‘রামায়ণ’-এর জন্য এত পরিশ্রম, সেই ছবি এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি নগেনের।

তাঁর হাতের তৈরি শিল্পকর্ম যখন দেশ-বিদেশে সমাদৃত, তখন যশোডাঙ্গার এই কারিগরের বাড়িতে আজও নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। নগেনের স্ত্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস বলেন, ‘স্বামীর সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নয়। বরং এটা উত্তরবঙ্গের লোকশিল্প ও হস্তশিল্পের কাছেও এক গর্বের অধ্যায়। কিন্তু ওঁর প্রতিভা ঠিকমতো তুলে ধরতে পারছেন না কেবল অর্থের অভাবে। সরকার থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেলে হয়তো এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।’

প্রশ্ন আদালতের

প্রথম পাতার পর

বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের প্রশ্ন, ‘অধ্যক্ষ কি উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি? ৯ মে প্রথম প্রস্তাব পাওয়ার পর ১ জুন পর্যন্ত কেন চুপ ছিলেন অধ্যক্ষ? দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্যকে কেন অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হল?’

মামলাটি করেছিলেন মমতা তৃণমূলের নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি সিঙ্গল বেঞ্চ। শোভনদেব ডিভিশন বেঞ্চে গেলে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত অস্থায়ী বলে রায় দেয়। মামলা সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে এখন বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে বিচারাধীন। অধ্যক্ষ কেন মমতা তৃণমূলের প্রস্তাব বিবেচনা করতে দেরি করেছেন, সোমবার তার ব্যাখ্যা দেন রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য। তিনি সওয়াল করেন, ১৯ থেকে ২৪ মে কলকাতার বাইরে কাজে ছিলেন অধ্যক্ষ। তাই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। যদিও বিচারপতি রাও অধ্যক্ষের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, ‘৫৭ জন বিধায়ক আপনার সামনে উপস্থিত হওয়ার পর ৭৮ জন বিধায়কের মতামতকে গুরুত্ব দিলেন না কেন?’ মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। চলতি সপ্তাহে শুনানি শেষ হওয়ার কথা।

এনকাউন্টার, ইঙ্গিত সুকান্তের

প্রথম পাতার পর

দেওয়া আছে বলে তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি এনকাউন্টারের পক্ষে তিনিই সাফাই দিয়েছেন পুলিশের আগে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে সরকার অগ্রাহ্য করছে বলে অভিযোগ উঠলেও নিজস্ব অবস্থানে অনড় মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদল। নানুরের ঘটনার একদিন পর সোমবার বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদিত রাজ ভুন্দেশ সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলেন, ‘উচকরণ পঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশকে লিড করে ওই ইটভাটায় নিয়ে যাওয়া হয়। হঠাৎ একটি ঝোপের কাছে রতন বসে পড়েন। সেখান থেকে অস্ত্র বের করে পুলিশের দিকে তাক করা হয়। পুলিশের দাঁড় করানো একটি গাড়িতে গুলি লাগে।’

পরে আরও একবার দাঁড়িয়ে রতন গুলি চালান বলে পুলিশ সুপারের দাবি। এরপর আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলি চালায় জানিয়ে তিনি জানান, আহত হওয়ার পর রতনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তড়িঘড়ি নানুর ব্লক প্রাথমিক স্ব

প্রথম টেস্টে গিলদের সামনে পেস চ্যালেঞ্জ

আজ সদলবলে প্র্যাকটিসে গম্ভীর

ওয়েলিংটন, ১৬ নভেম্বর : টি২০ এবং ওডিআই, জোড়া সিরিজে বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় দল। যদিও কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এবার টক্কর টেস্টে লাল বলে। আগামী বৃহস্পতিবার ওয়েলিংটনে শুরু হচ্ছে টেস্ট সিরিজ। ভারতের কাছে যে মঞ্চ শুধু বদলার নয়, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার দৌড়ে ভাগ্য বদলেরও। লক্ষ্য পরিষ্কার, জোড়া টেস্ট জেতা।

কিউয়ি রাজধানীতে গত কয়েকদিন ধরেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে শুভমান গিল সহ টেস্ট দলের অধিকাংশ সদস্য। ওডিআই সিরিজ শেষে এদিন ওয়েলিংটনে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাকি কয়েকজনও। যে দলে আছেন গৌতম গম্ভীরও। এদিন বিশ্রাম নিয়ে মঙ্গলবার থেকে সদলবলে টেস্টের প্রস্তুতি ও নীল নকশা তৈরিতে নেমে পড়বেন।

> আমাদের তরফে কোনও নির্দেশ যায়নি। বেসিন রিজার্ভের উইকেট যেরকম হয়ে এসেছে এতদিন, তা বদলের সম্ভাবনা নেই। তবে পাঁচদিন পিচ কীরকম আচরণ করবে, আবহাওয়া সহ একাধিক ফ্যাক্টরের ওপর তা নির্ভর করবে।
> -রব ওয়াল্টার, নিউজিল্যান্ডের কোচ

গম্ভীরদের যে নীল নকশায় বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে মাঝের বাইশ গজ। নিউজিল্যান্ডের হেড কোচ রব ওয়াল্টারের দাবি, ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের চিরাচরিত চরিত্র মেনে পেসাররা বাড়তি সুবিধা পেলেও ভারসাম্যের পিচ হচ্ছে। ব্যাটাররাও নিজেদের ঠিকঠাক প্রয়োগ করলে রান পাবে। তবে স্পিনারদের সাহায্য পাবে বলে মনে করছেন না।

ওডিআই সিরিজে ভারতীয় পেস ব্রিগেড ভুগিয়েছে কিউয়ি ব্যাটারদের। টেস্ট সিরিজে আবার পেস ব্যাটারিতে যুক্ত হচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণারা। নিউজিল্যান্ডের হেড কোচ ভারতীয় পেস ব্রিগেডকে সমীহ করলেও বুমরাহ অ্যান্ড কোংয়ের 'ভয়ে' পিচের চরিত্র বদলের (স্পিন সহায়ক করার) সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে কিউয়ি কোচের দাবি, 'জানি না, এই সব কথা কোথা থেকে শুনেছেন। প্রথমবার এমন কিছু কানে এল! সত্যি বলতে আমাদের তরফে কোনও নির্দেশ যায়নি। বেসিন রিজার্ভের উইকেট যে রকম হয়ে এসেছে এতদিন, তা বদলের সম্ভাবনা নেই। তবে পাঁচদিন পিচ কীরকম আচরণ করবে, আবহাওয়া সহ একাধিক ফ্যাক্টরের ওপর তা নির্ভর করবে।'

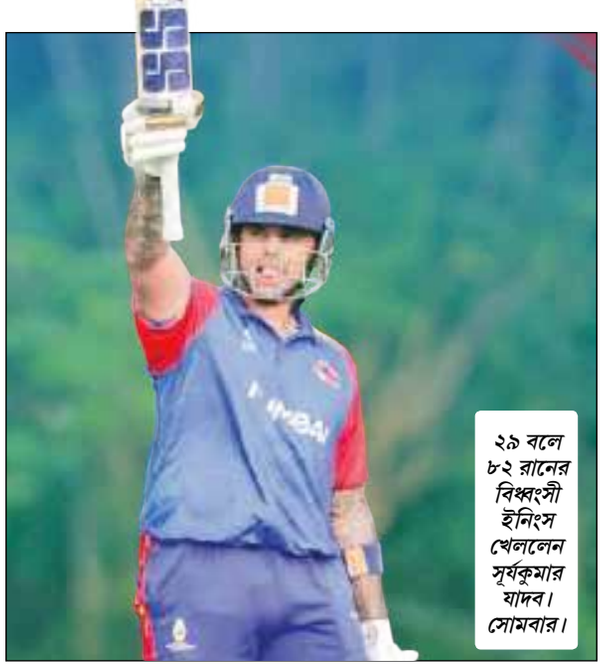


ওয়েলিংটনের বাইশ গজে সোমবারও ১৩ মিলিমিটার ঘাস দেখা গেল।

পিচ নয়, নিজেদের সেরা খেলাটা তুলে ধরার ওপরই জোর দিচ্ছেন ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপসদের হেডস্যর। ওয়াল্টারের মতে, এমন পিচ তাঁরা চাইছেন, যেখানে সাফল্যের সুযোগ বেশি থাকবে। তবে ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তাই যেখানেই খেলা হোক, সাফল্য পেতে একশোভাগ দিতে হবে। যা আটকানোই মূল চ্যালেঞ্জ ভারতীয় দলের জন্য। সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে ব্ল্যাক ক্যাপসদের ওপর গম্ভীরের দল ছড়ি ঘোরালেও টেস্টের ছবিটা একটু আলাদা। হোম সিরিজে নিউজিল্যান্ডের হাতে 'হোয়াইটওয়াশ'-এর ক্ষত বেশ টাটকা।

বদলা চোকাতে জোড়া জয় পাখির চোখ। তবে সেই লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখতে চাইলেও স্পিন-অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর কতটা সুযোগ পাবে বলা মুশকিল। কুলদীপ যাদবের বদলে গুরনুর ব্রারকে দলে রেখে ভারতীয় থিংকট্যাংক ইতিমধ্যেই পেস-নির্ভর বোলিং আক্রমণের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। তবে সুন্দর এই সব নিয়ে ভাবতে নারাজ।

অতীতে অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি পিচে পাওয়া সাফল্য রসদ জোগাচ্ছে। ওয়াশিংটনের কথায়, দল যে দায়িত্ব দিক, তিনি প্রস্তুত। প্রথম টেস্টের আগে বলেন, 'কখনও ব্যাটিং, কখনও বোলিং, টেস্ট টিমে বিভিন্ন দায়িত্ব পেয়েছি। যে চ্যালেঞ্জ উপভোগও করেছি। আর দায়িত্বটা যদি সঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারি, দল উপকৃত হয়, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?'



২৯ বলে ৮২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলছেন সূর্যকুমার যাদব। সোমবার।

ফের ব্যাটিং তাণ্ডব সূর্যর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : স্বপ্ন? নাকি মায়া? চোখের ভুল? নাকি বাস্তবের বদলে বুক ক্রিকেট?

সূর্যকুমার যাদবের (২৯ বলে ৮২) ব্যাটিং তাণ্ডবকে ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? আদৌ কি এমন ইনিংসের ব্যাখ্যা হয়?

শনিবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ দেখেছিল স্কাইয়ের ব্যাটিং আগ্রাসন। একই মাঠে আজ দুপুরে গুজরাটের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে স্কাই দেখালেন তাঁর ব্যাটিং তাণ্ডব। ৯টি বাউন্ডারি ও ৭টি ছক্কায় সাজানো স্কাইয়ের ইনিংস দেখলে মনে হতে বাধ্য, মাঠের বাউন্ডারি ছোট। কিন্তু এখানেও বিভ্রম! কারণ, মুম্বই অধিনায়কের মারা ৭টি ছক্কার বেশিরভাগই উড়ে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের আঙিনা ছাড়িয়ে বাইরের ব্যস্ত রাস্তায়। হারিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বলও।

টসে জিতে গুজরাটকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন মুম্বই অধিনায়ক সূর্য। উর্ভিল প্যাটেল, হর্ষল প্যাটেলদের কেউই বড় রান পাননি। শেষদিকে আশুতোষ শর্মা (২২ বলে ৪২) ও বিশাল জয়সওয়ালের (২১ বলে ৩৮) দাপটে ১৯৭ রানে শেষ হয় গুজরাটের ইনিংস। জবাবে শুরুতেই ২৫/২ হয়ে গিয়েছিল মুম্বই। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল মুম্বই আজ চাপে পড়েছে। ঠিক সেই সময়ই চার নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে দলকে ভরসা দিলেন স্কাই। দিলেন সাফল্যের দিশাও। এমন ব্যাটিং তাণ্ডব শুরু করলেন, যার পর ২৬ বল বাকি থাকতে ২০১/৫ তুলে পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল মুম্বই। শেষদিকে অধিনায়ক সূর্যের সঙ্গে ব্যাটিং তাণ্ডবে শামিল হয়েছিলেন সরফরাজ খানও (১৭ বলে অপরাজিত ৪০)। শুরুর চাপ কাটিয়ে অনায়াসে ম্যাচ জয়ের পর স্কাইয়ের সতীর্থ সরফরাজ বলছিলেন, 'স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে সূর্য। জাতীয় নির্বাচকদের উচিত এখনই ওকে ফের জাতীয় দলে ফিরিয়ে নেওয়া। এমন ব্যাটিং স্বপ্নেও ভাবা যায় না।'

> স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে সূর্য। জাতীয় নির্বাচকদের উচিত এখনই ওকে ফের জাতীয় দলে ফিরিয়ে নেওয়া। এমন ব্যাটিং স্বপ্নেও ভাবা যায় না।
> -সরফরাজ খান

সূর্যকে নিয়ে মুগ্ধতার আবেশে ডুব দিয়েছেন গুজরাটের স্পিনার রবি বিষ্ণোই। প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকা স্কাই আজ রবির বলেই বোল্ড হয়েছিলেন। এহেন বিষ্ণোই মাঠে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'স্কাই অবিশ্বাস্য ছন্দে রয়েছে। সূর্য শেষপর্যন্ত উইকেটে থাকলে আরও আগে খেলা শেষ হয়ে যেত।' হয়তো বুধবার গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে নিজের এনার্জি সঞ্চয় করে রাখলেন মুম্বই অধিনায়ক।

মুম্বই শিবিরের জন্য সুখবর, নিউজিল্যান্ডের সাদা বলের সিরিজ সেরে মুস্তাক আলির স্কোয়াডে যোগ দিতে সরাসরি কলকাতা আসতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার।

এদিকে, রনজি ট্রফির পর মুস্তাক আলিতেও দাপট রজত পাতিদারের। সোমবার মধ্যপ্রদেশ অধিনায়ক পাতিদারের ৪৮ বলে ১৩৫ রানের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল অসম।

মধ্যপ্রদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে মুস্তাক আলিতে ৪১ বলে সেঞ্চুরি করেন। শেষপর্যন্ত ১৩টি ছক্কা ও ৮টি চারের সাহায্যে অপরাজিত

পাতিদারের ঝোড়ো সেঞ্চুরি

থাকেন পাতিদার। ৫৭/৩ স্কোরে ক্রিজে নেমে চতুর্থ উইকেটে শিবাং কুমারকে (৬১) নিয়ে ১৫৩ রান যোগ করে দলকে পৌঁছে দেন ২৫০/৬-এ। যার সামনে ১১৯ রানে গুটিয়ে যায় অসম। কুমার কার্তিকেয় সিং ৩ ও আবেশ খান ২ উইকেট নেন।

বড় জয় পেয়েছে সঞ্জু স্যামসনের নেতৃত্বাধীন কেরলমও। প্রথমে ব্যাটিং করে ৮ উইকেটে ২১১ রান করে তারা। সর্বাধিক ৭৫ রান রোহন কুন্নুমালের। ১৬ বলে ৪৭ রানের ঝোড়ো ব্যাটিং সঞ্জুর। ৫টি ছক্কা ও ৩টি চার মারেন। স্ট্রাইক রেট ২৯৩.৭৫। জবাবে পৃথ্বী শ-র মহারাষ্ট্র ১১৭-তেই অল আউট। এমডি নিধেশের (২৭/৫) সামনে ন্যূনতম প্রতিরোধে ব্যর্থ পৃথ্বী (৬), রাহুল ত্রিপাঠীরা (৪)।

পাঞ্জাবকে ১০৯ রানে হারিয়েছে দিল্লি। প্রিয়াংশ আর্য (৫৫), যশ ধুলের (৭৫) হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে ২৪০/৫ স্কোরে পৌঁছে যায় দিল্লি। জবাবে মায়াঙ্ক যাদবের (১২/৪) আগুনে বোলিংয়ে ১৩১-এ গুটিয়ে যায় পাঞ্জাব। ইন্দোরে হরিয়ানা বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে সৌরাষ্ট্রের সামনে। প্রথমে হরিয়ানা মাত্র ১১৮ রান তোলে। ১৩.৪ ওভারে যে টার্গেট অতিক্রম করে সৌরাষ্ট্র।

আবার আইসিসি শীর্ষপদে জয় শা

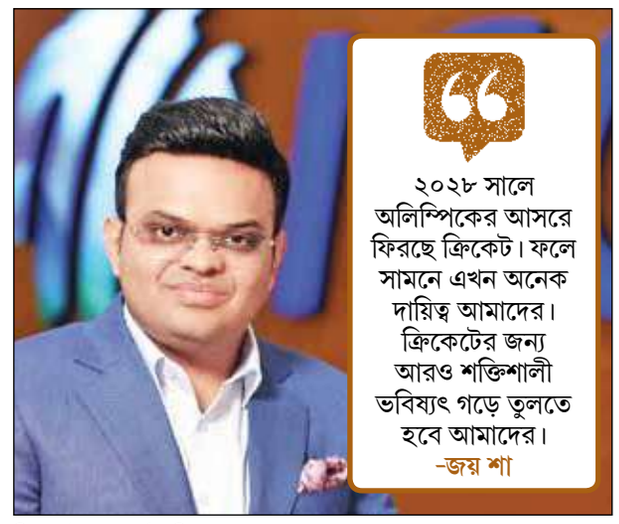
দুবাই, ১৬ নভেম্বর : প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। শুধু সরকারিভাবে ঘোষণা হয়েছে সোমবার।

শেষ কয়েকদিন ধরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে চলছিল আইসিসি-র বোর্ড মিটিং। সেই বৈঠক শেষে রবিবারই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার আগামীর রোডম্যাপ।

আজ জানানো হয়েছে, আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে রয়ে গেলেন জয় শা। দ্বিতীয়বারের

অভিনন্দন বিসিসিআই, সৌরভের

জন্য আইসিসি-র শীর্ষপদের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন জয়। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বোর্ড মিটিংয়ে জয়ের শীর্ষপদে থাকা নিয়ে কোনও দেশের তরফেই আপত্তি জানানো হয়নি। তাই কোনও ভোটও হয়নি। আইসিসি-র চেয়ারম্যান হিসেবে নিজের দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর পর জয় আজ বলেছেন, 'আইসিসি-র বোর্ড যেভাবে আমার উপর আস্থা রেখেছে, তা দেখে আমি আপ্লুত। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার শীর্ষপদে থেকে অতীতের মতোই দুনিয়াজুড়ে ক্রিকেটের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করে যাব।' ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের আসরে ক্রিকেট দেখা যাবে। ফলে আইসিসি-র নয়া চেয়ারম্যানের জন্য সামনে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জয় বলছেন, '২০২৮ সালে অলিম্পিকের আসরে ফিরছে ক্রিকেট। ফলে সামনে এখন অনেক দায়িত্ব আমাদের। ক্রিকেটের জন্য আরও শক্তিশালী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে আমাদের।'



> ২০২৮ সালে অলিম্পিকের আসরে ফিরছে ক্রিকেট। ফলে সামনে এখন অনেক দায়িত্ব আমাদের। ক্রিকেটের জন্য আরও শক্তিশালী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে আমাদের।
> -জয় শা

এদিকে, আইসিসি-র শীর্ষপদে ফের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বসার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জয়কে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে সিএবি সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও জয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

অভিষেক-মুকেশে প্রথম জয় বাংলার

বাংলা-২০০/৭ চণ্ডীগড়-১১৫ (১৫.৫ ওভারে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : একজন ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিলেন। অপরজন বল হাতে বিপক্ষ ব্যাটিংকে ভাঙলেন। সবমিলিয়ে অভিষেক পোড়েলের ব্যাট ও মুকেশ কুমারের বোলিংয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে প্রথম জয় পেল বাংলা। এককথায় ঘুরে দাঁড়াল বাংলা।

চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে সোমবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চণ্ডীগড়কে ৮৫ রানে হারিয়ে দিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০০/৭-এর বড় স্কোর করেছিল বাংলা দল। জবাবে রানতাড়া করতে গিয়ে ১১৫ রানে শেষ চণ্ডীগড়। ৮৫ রানে জয়ের পরও স্বস্তি নেই বাংলা শিবিরের অন্দরে। কারণ, প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে বাকি থাকা সব ম্যাচই এখন জিততে হবে অভিমন্যুদের।

কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ডুবিয়েছিল দলের ব্যাটিং। শুরুতেই ২৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকেই হারিয়ে গিয়েছিল বাংলা। আজ চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাটাররা ভরসা দিলেন। বিশেষ করে অভিষেক পোড়েল (২৬ বলে ৫৩) ও করণ লালের (১৫ বলে ২৩) ওপেনিং জুটি। শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ৭৪ রান যোগ করে বাংলার বড় রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন অভিষেকরা। পরে সাকির হাবিব গান্ধি (২৪ বলে ৩৪) ও ঋষভ চৌধুরীরা (১৯ বলে ৩৩) দলের স্কোর ২০০ রানে পৌঁছে দেন। পরে ওয়াংখেড়ের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজে রান তাড়া করতে নেমে মুকেশ কুমার (৯/৪) ও মহম্মদ সামির (২৩/১) দাপটের সামনে ভেঙে পড়ে চণ্ডীগড়ের ব্যাটিং। ব্যাট হাতে অভিষেক ও বল হাতে মুকেশের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের সুবাদে ম্যাচ জয়ের পর রাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'আমাদের জন্য সব ম্যাচই এখন গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ম্যাচটা খুব খারাপ গিয়েছে আমাদের। বাকি ম্যাচে এই দলই সফল হবে, মিলিয়ে নেবেন আমার কথা।'

বুধবার ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলির তিন নম্বর ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলা দল। তার আগে আজকের জয়ের পর দলের আত্মবিশ্বাস নিশ্চিতভাবেই বেড়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'টি২০ এমন একটা ফর্ম্যাট, যেখানে খুব দ্রুত ম্যাচের রং বদলে যায়। ফলে সবসময় সতর্ক থেকে সামনে তাকাতে হবে আমাদের। আজ অভিষেক-মুকেশ দারুণ পারফর্ম করল। বাকিরাও সেরাটা দিয়েছে। এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।'



চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে বাংলার জয়ের তিন কারিগর- মুকেশ কুমার, করণ লাল ও অভিষেক পোড়েল।



কল্যাণের নাম প্রত্যাহার দমনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পরতে পরতে নাটক। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের ভোটার তালিকায় নাম তোলা এবং সরানো নিয়ে গত তিনদিন ধরে যে নাটক চলছে তার সঙ্গে যে কোনও থ্রিলারের তুলনা করা যেতে পারে। শনিবার রাতে আলতামাস শেখের বদলে কল্যাণের নাম নতুন করে পাঠানোর পর ফের রবিবার রাতে তাঁর নাম তুলে নিল দমন ফুটবল সংস্থা। গত রাতে দমনের সভাপতি ওয়াল্টার পেরেরা নির্বাচনি আধিকারিককে চিঠি দিয়ে জানান, গত ১৩ নভেম্বর নাম পাঠানোর শেষদিনে তাঁদের তরফে যে দুজনের নাম পাঠানোর হয় সেই ওয়াল্টার পেরেরা ও আলতামাস শেখের নামই থাকবে ভোটার হিসেবে। কল্যাণের নাম তাঁরা তুলে নিলেন বলে জানান ওয়াল্টার। এর ফলে ২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের নির্বাচনে আর ভোটাধিকার থাকল না বর্তমান সভাপতির।

যা পরিস্থিতি তাতে তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাও এখন প্রায় নেই। কারণ অন্দরের খবর, রাজনৈতিক চাপেই তাঁর নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন ওয়াল্টার। সেক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে যাঁরা তাঁকে ভোটার হিসেবে চাইছেন না তাঁরা ফের ফেডারেশনের কোনও পদেও তাঁকে চাইবেন না। তাঁর কার্যকলাপে বিরক্ত এখন কেন্দ্রীয় সরকারও। তাঁর নিজের দলই এইমুহূর্তে তাঁর পাশে নেই। এটাই বাড়তি সুবিধে প্রফুল প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন বিরোধীদের।

জেতাতে চাই আরও : নমন

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৬ নভেম্বর : সবে মাস দুয়েকের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার।

ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং নিউজিল্যান্ড সফরে টি২০ ও ওডিআই মিলিয়ে ম্যাচ সংখ্যা মাত্র ১৮। কিন্তু অল্প সময়েই 'টিম ইন্ডিয়ার' অন্যতম ম্যাচ উইনারের স্বীকৃতি। কখনও ব্যাটিং তো কখনও অফস্পিন--প্রায় প্রতি ম্যাচেই ছাপ রাখছেন। যে ভূমিকা আরও দীর্ঘ

কৃতজ্ঞ হার্দিকের কাছেও

করতে বদ্ধপরিকর ভারতীয় দলের নবাগত সদস্য নমন ধীর।

টি২০-র পর ওডিআই সিরিজ জিতে এবার দেশে ফেরার পালা। তার আগের নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন পঞ্জাবের বছর ছাব্বিশের অলরাউন্ডার। নমনের কথায়, 'ভারতের হয়ে খেলা সব ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন। আমি চাই দীর্ঘদিন দেশের হয়ে খেলতে এবং ভারতকে আরও অনেক ম্যাচ



সংক্ষিপ্ত কেরিয়ারে ব্যাটে-বলে অবদান রেখেছেন নমন ধীর।

জেতাতে। ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নেই আমার। মূল নজর যতদিন পারব দলের জয়ে অবদান রাখতে এবং লম্বা সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলতে।'

২৭ সেপ্টেম্বর তিরুবনন্তপুরমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় পদার্পণ। পরবর্তী ২ মাসে সবকিছু স্বপ্নের মতো। নমন আরও বলেছেন, 'সবকিছু দ্রুত ঘটছে। প্রথম যখন ভারতীয় দলে ডাক পাই অবাকই হয়েছি। হজম করতে দিন দুয়েক লেগেছিল। ভাবিনি এই রকম কিছু অপেক্ষা করছে। দলে যোগ দেওয়ার পর অবশ্য সবকিছু স্বাভাবিক। খুশিটা দ্বিগুণ নিউজিল্যান্ড সফরে জোড়া সিরিজ জয়ে।'

নমনের সাফল্যে আইপিএলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে পারফরমেন্সের পর নির্বাচকদের নজরে। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিং নিয়েও পরিশ্রম করছেন। নমন বলেছেন, 'বোলিং বরাবর উপভোগ করি। নিয়মিত বলও করি। তবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগদানের পর উন্নতি ঘটেছে। দক্ষ কোচদের পেয়েছি। বিশেষত, রাহুল সাংভি স্যরের কথা বলব। গত ২-৩ বছরে বোলিংয়ে কিছু পরিবর্তন এনেছি। যার উপকারও পাচ্ছি।'

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সতীর্থদের কথাও নমনের গলায়। তাঁর মতে, সাজঘরে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবদের পাওয়া ভাগ্যের। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেওয়ার পর প্রথম কয়েক দিন কিছুটা অস্বস্তি ছিল। তারকাখচিত মুম্বই সাজঘরে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে অবশ্য তা কেটে যায়। সিনিয়ারদের থেকে প্রচুর পরামর্শ পেয়েছেন। হার্দিকের থেকে যেমন পেয়েছেন লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিং নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ টিপস। ভারতীয় দলের জার্সিতে বেশ কিছু ইনিংসে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নমন।

অবসরে লুকাকু

ব্রাসেলস, ১৬ নভেম্বর : লিওনেল মেসি-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের পথে হেঁটে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন বেলজিয়ামের তারকা রোমেলু লুকাকু। সোমবার সমাজমাধ্যমে নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেন লুকাকু। বিদায়ি বার্তায় তিনি লিখেছেন, '১৬ বছর আমি



জাতীয় দলের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি। সতীর্থ, কোচ সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দেশের হয়ে ৪টি বিশ্বকাপ ও ৩টি ইউরোতে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। এখানেই থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমি মানসিকভাবে তৃপ্ত।'

দেশের জার্সিতে ১৩৫টি ম্যাচে ৯৪টি গোল করেছেন লুকাকু। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের তালিকায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি, আলি দায়ি ও সুনীল ছেত্রীর ঠিক পরেই রয়েছেন তিনি।

ব্যাটিং নিয়ে গম্ভীরকে সমর্থন শাস্ত্রীর



নিউজিল্যান্ডে ৪ ম্যাচে বিরাট কোহলি করেছেন ৮৬ রান।

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর : ওডিআই সিরিজে বোলারদের বধ্যভূমি।

টি২০ দ্বৈরথে একেবারে তার উলটো ছবি। ব্যাটারদের ওপর গোটা সিরিজে ছড়িয়ে ঘুরিয়েছে বোলাররা। গৌতম গম্ভীরও ব্যাট-বলের সঠিক ভারসাম্যের লড়াই চান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজেও পাটা পিচ নিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করেছিলেন। কাঠগড়ায় তোলেন বাইশ গজকে। দেশীয় পিচ প্রস্তুতকারকদের উদ্দেশ্যে আবেদনও করেন একবগ্গা ব্যাটিং-স্বর্গ নয়, বোলাররাও যেন সাহায্য পায়, এমন বাইশ গজ দরকার।

পাশাপাশি প্রতিকূল পিচের সঙ্গে ব্যাটারদের মানিয়ে নেওয়ার ওপরও জোর দিচ্ছেন। টি২০-র পর ওডিআই সিরিজ জিতলেও ফাঁকফোকরগুলি দ্রুত পূরণ করা জরুরি, মনে করিয়ে দিয়েছে গম্ভীর। আশঙ্কার কারণ অমূলক নয়। চতুর্থ ওডিআইয়ে ৮৯ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। নির্ণায়ক পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে টপঅর্ডারে ভরাডুবির পর টেনেটুনে দুশো পার (২০৯)। যে পুঁজি নিয়ে অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সিরাজদের হাত ধরে

> 'পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে হবে'

ম্যাচ ও সিরিজ জয়।

যদিও জয় এলেও গম্ভীর খুশি হতে পারছেন না। ২০২৭-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় ওডিআই বিশ্বকাপ। তারই প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে দেখা নিউজিল্যান্ডের পেস-সহায়ক পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো মূল ভাবনা ছিল ভারতীয় থিংকট্যাংকের। যদিও গতিময়, বাউন্সি পিচে রীতিমতো নড়বড়ে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নিয়ে গড়া ব্যাটিং। বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় যা চিন্তায় রাখছে শুভমান গিলদের হেড কোচকে। আর গম্ভীরের যে ভাবনার সঙ্গে সহমত ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রীও।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'গম্ভীর একদম ঠিক। শেষ সাংবাদিক সম্মেলনেও বলেছিল, 'নিউজিল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি প্রায় একইরকম। তাই ব্যাটারদের পারফরমেন্সে হতাশ।' ভুল কিছু বলেনি। ব্যাটারদের আরও ভালোভাবে মেলে ধরা উচিত ছিল। সব ম্যাচে, সব পরিস্থিতিতে ৩০০-৩২০ রান হবে না। কোনও কোনও পিচে ২৬০-২৭০ রানও উইনিং স্কোর। সেটা বুঝে খেলা জরুরি।'



৪ ম্যাচে রোহিত শর্মার অবদান ৩০ রান।

যশস্বীকে পেতে মরিয়া কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে ২০২৭ সালের আইপিএল রিটেনশন তালিকা প্রকাশের চরম সময়সীমা।

দশ দলের প্রতিযোগিতার সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলই আপাতত রিটেনশন তালিকা চূড়ান্ত করতে ব্যস্ত। তার মাঝেই আজ সামনে এসেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স প্রবলভাবে রাজস্থান রয়্যালস থেকে দলে নিতে চাইছে ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে। বদলে অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে ছেড়ে দিতে তৈরি কেকেআর কর্তৃপক্ষ। যদিও বাস্তবে এমন ট্রেড কতটা সম্ভব, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। কারণ, ২০২৭ সালের আইপিএলের পরই বিলেতের মাটিতে রয়েছে অ্যাসেজের আসর। আর অ্যাসেজের কারণেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগেই জানিয়েছে, বেশিরভাগ ক্রিকেটারের পক্ষে পুরো আইপিএল খেলা সম্ভব হবে না। এমন অবস্থায় কেকেআরের এমন পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, এখনও স্পষ্ট নয়। নাইটরা অবশ্য প্রয়োজনে আরও ক্রিকেটার ছাড়তে রাজি, এমন খবরও সামনে আসছে। যদিও রাত পর্যন্ত কিছুই স্পষ্ট নয়। তাছাড়া শুধু ওপেনার নয়, আজিঙ্কা রাহানে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নেওয়ার পর কেকেআর-কে আগামী আইপিএলের লক্ষ্যে নতুন অধিনায়কও বেছে নিতে হবে।

আজ রিটেনশনের শেষ দিন

স্পেনের বিজয়রথ থামাল ইংল্যান্ড

বেলজিয়ামের কাছে বিধ্বস্ত ইতালি

মাদ্রিদ, ১৬ নভেম্বর : টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত ছিল বিশ্বজয়ী স্পেন। অবশেষে উয়েফা নেশনস লিগের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাদের অপরাজেয় যাত্রা থামিয়ে দিল ইংল্যান্ড।

> ৬৫ মিনিট পর্যন্ত যে পারফরমেন্স দিয়েছি, তাতে ৩-০ ফলটা স্বাভাবিক। তবে লাল কার্ড ও পেনাল্টি খেলার ছন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেরা জানত কী করতে হবে। মাঠে সেটাই ওরা করেছে।
>
> -টমাস টুচেল

দ্বিতীয়ার্ধে দশজনে খেলেও ৩-২ গোলে দাপুটে জয় হ্যারি কেনদের।

ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে গোল করে থ্রি লায়ন্সকে এগিয়ে দেন সদ্য ব্যালন ডি'অর জেতা হ্যারি কেন। ৫৩ মিনিটে এজরি কনসা ও ৫৭ মিনিটে বেন হোয়াইটের গোলে ৩-০ ফলে লিড নেয় টমাস টুচেলের ছেলেরা। ৬৩ মিনিটে এলিয়ট অ্যান্ডারসন লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় ইংল্যান্ডকে। এরপর ৬৫ মিনিটে স্পেনের মিকেল ওয়ারজাবাল পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেন। ৭৫ মিনিটে স্পেনের দ্বিতীয় গোলটি করেন নিকো উইলিয়ামস। ম্যাচের শেষদিকে স্পেন চাপ বাড়ালেও ইংল্যান্ড গোলরক্ষক জেমস ট্র্যাফোর্ডের সৌজন্যে বেঁচে যায় ইংল্যান্ড। ম্যাচের পর ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুচেল বলেছেন, '৬৫ মিনিট পর্যন্ত যে পারফরমেন্স দিয়েছি, তাতে ৩-০ ফলটা স্বাভাবিক। তবে লাল কার্ড ও পেনাল্টি খেলার ছন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেরা জানত কী করতে হবে। মাঠে সেটাই ওরা করেছে।' এই ম্যাচের পর গ্রুপ 'সি' থেকে নকআউটে উঠেছে ইংল্যান্ড ও স্পেন। গ্রুপের শেষ ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতেও বিদায় নিয়েছে ক্রোয়েশিয়া।



তুরস্কের বিরুদ্ধে গোল করে উল্লাস ফ্রান্সের এলি জুনিয়ার ক্রোউপির।

নেশনস লিগের গ্রুপ 'এ'-এর ম্যাচে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ৪ গোলে বিধ্বস্ত ইতালি। গত ম্যাচে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিতে আত্মবিশ্বাসী ছিল আজুরিরা। কিন্তু এই ম্যাচে কেভিন ডি ব্রুয়েনদের কাছে একেবারে অসহায় আত্মসমর্পণ তাদের। ম্যাচের ১১ মিনিটে ফ্রান্সেসকো পিও এসপোসিতোর গোলে অবশ্য এগিয়ে গিয়েছিল ইতালি। ১৫ মিনিটে বেলজিয়ামকে সমতায় ফেরান ম্যাক্সিম ডি কুইপার। ২২ মিনিটে বেলজিয়ামকে লিড এনে দেন নাথান এনগয়ে। ২৬ মিনিটে তৃতীয় গোলটি আসে জেরেমি ডোকুর কাছ থেকে। ৮০ মিনিটে ইতালির কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন দিয়েগো মোরেইরা। বেলজিয়ামের কাছে হেরে নেশনস লিগের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল ইতালি।



পেনাল্টি থেকে গোল করে উচ্ছ্বাস ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেনের।

উয়েফা নেশনস লিগের ফল

ইংল্যান্ড ৩-২ স্পেন
বেলজিয়াম ৪-১ ইতালি
ক্রোয়েশিয়া ২-১ চেক প্রজাতন্ত্র
ফ্রান্স ২-১ তুরস্ক

গ্রুপের অপর ম্যাচে তুরস্ককে হারিয়ে দিয়েছে ফ্রান্স। ম্যাচের ৪৯ মিনিটে এমিরহান তোপচুর আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে তুরস্ক। ৮০ মিনিটে ফ্রান্সের দ্বিতীয় গোলটি এলি জুনিয়ার ক্রোউপির। সংযোজিত সময়ে আবদুলকেরিম বারদাক্সি একটি গোল শোধ করলেও ম্যাচ বাঁচাতে পারেনি তুরস্ক। এই জয়ের সুবাদে ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন কিলিয়ান এমবাপেরা। সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থেকে পরের রাউন্ডের ছাড়পত্র পেয়েছেন ডি ব্রুয়েনরাও।

ওদের ব্যবহারই ফিরিয়ে দিয়েছি : যশবীর

বাবার থেকে উপহার পাননি আর্যবীর

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান। সবমিলিয়ে গোটা প্রতিযোগিতায় ৩৬১ রান। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়ে ইতিমধ্যেই দেশকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন জুনিয়ার শেহবাগ আর্যবীর। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশকে ফাইনালে হারালেও সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল আগেই।

গ্রুপ লিগের ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হারটাই মোড় ঘোরানো বলে মানছেন আর্যবীর। তাঁর কথায়, 'ওই ম্যাচে হারের পর সবাই কষ্ট পেয়েছিলাম। তারপরই উৎসাহ এবং উদ্যম ফিরে পাই। বুঝতে পারি কোনও ম্যাচই আর হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। প্রতিটা ম্যাচেই নিজেদের ১০০ শতাংশ দিতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে হবে। তাই ওই ম্যাচটাই আমার মনে হয় মোড় ঘুরিয়ে দেয়।'

> আমরা দিওয়ালির দিন হেরে গিয়েছিলাম। কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সঙ্গে গালাগালিও। সেদিন ম্যাচ হেরে যাওয়ায় আমরা কিছু বলিনি। ওরা যেটা করেছে সেটাই আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি।
>
> -যশবীর গৌড়, অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয়ী দলের ক্রিকেটার

এশিয়া কাপের আগে ভালো খেললেও বড় রান পাচ্ছিলেন না আর্যবীর। ফলে এশিয়া কাপে তাঁর লক্ষ্য ছিল যতটা সম্ভব ক্রিজে সময় কাটানো। তিনি বলেছেন, 'সেপ্টেম্বরে রাজকোটে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে অভিষেক হওয়ার পর চেষ্টা করছিলাম বড় রান করার। তাই এশিয়া কাপে আসার আগেই ঠিক করেছিলাম, ৪০-৪৫ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থাকতে হবে। যতটা সম্ভব ইনিংস লম্বা করতে হবে। একইসঙ্গে বিশ্বাস ছিল শুরুতে ডট বল খেললেও, পরের দিকে তা পুষিয়ে নেওয়া যাবে।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে বাবার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বললেও, ম্যাচের আগে কথা হয়নি বলেই জানাচ্ছেন আর্যবীর। তাঁর মন্তব্য, 'ফাইনালের আগে পরপর ম্যাচ খেলতে হচ্ছিল। তাই কথা বলার সুযোগ পাইনি। কারও সঙ্গেই কথা হয়নি। তবে ছোট ভাই উৎসাহ জোগাত। ও বারবার বলত, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় রান করলেই তোমাকে গুরুত্ব দেব।' জীবনের প্রথম বড় প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেলেও বাবার থেকে কোনও উপহার পাননি আর্যবীর। বলেছেন, 'কারোর থেকে কোনও উপহার নিইনি। এটা শুধুমাত্র একটা শুরু।'

অন্যদিকে, ফাইনালে পাকিস্তানকে হারানোর পর ভারতীয় দলের সেলিব্রেশন নিয়ে চর্চা অব্যাহত সামাজিক মাধ্যমে। তা নিয়ে ঘুরিয়ে পাকিস্তানে ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যশবীর গৌড়। গ্রুপ লিগে পাক ম্যাচে হারের প্রসঙ্গে তুলে এনে সোমবার তিনি বলেছেন, 'আমরা দিওয়ালির দিন হেরে গিয়েছিলাম। কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সঙ্গে গালাগালিও। সেদিন ম্যাচ হেরে যাওয়ায় আমরা কিছু বলিনি। ওরা যেটা করেছে সেটাই আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি।'





মুম্বইয়ে ব্রিটেনের যুবরাজ উইলিয়ামের সঙ্গে গলি ক্রিকেট খেলার ফাঁকে আলোচনায় শচীন তেন্ডুলকার।

'শচীন নাকি কাম্বলি হবে, ভবিষ্যৎই বলবে'

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : বৈভব সূর্যবংশীর আগ্রাসী ক্রিকেটের ভক্ত তিনিও।

তবে কপিল দেবের মতে, বৈভবের বয়স সবে ১৫। প্রচার, খ্যাতি সামলানো সহজ নয় এই বয়সে। এখনই তাই কারও তুলনায় টানার সময় আসেনি। সময়ই তার উত্তর দেবে। কপিলের যুক্তি, 'আরও লম্বা পথ যেতে হবে বৈভবকে। ভারতীয় দলে থাকলেও খুব বেশি খেলার সুযোগ এখনও পায়নি। আমরা সবাই আক্রমণাত্মক ক্রিকেট ভালোবাসি। ভালো লাগে চার-ছক্কা দেখতে। নিঃসন্দেহে বৈভব দুরন্ত প্রতিভা। তবে ওকে আরও সময় দিতে হবে।' আইপিএল হোক বা ভারতীয় দলের জার্সিতে। শুরুতেই সাড়া ফেলেছেন। পনেরোতেই ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম মুখ। তবে কপিলের সতর্কবার্তা, শচীন তেন্ডুলকার হবে কি না বিনোদ কাম্বলির মতো প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মাঝপথেই হারিয়ে যাবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে। এখনই তাই তুলনা টানা অহেতুক। এতে ক্ষতি হবে বৈভবেরই।

বৈভবকে নিয়ে কপিল

ভারতের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারের মতে, 'বৈভব এখন শুধু ক্রিকেটে মনোযোগ দিক, অন্য কিছুতে নয়। ওর আয় নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এই সবকে পাশে সরিয়ে রাখতে হবে। সবে ১৫। ১৮-১৯ বছরে পৌঁছোলে ক্রিকেট-ফোকাস নষ্ট করার জন্য আরও অনেক কিছুর হাতছানি থাকবে। তাই আগামী দিনে ওর কেরিয়ার কোথায় গিয়ে থামবে, এখনই বলা কঠিন।'

হ্যাটট্রিকের হাতছানির সঙ্গে অপেক্ষায় পাক চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারত।

ক্রিকেটের মতো ফুটবলে সেই আকচা-আকচিটা কোনওদিনই নেই। তবু ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ মানেই বাড়তি আকর্ষণ। তার থেকেও বড় কথা, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যে ভারতের সামনে পাকিস্তান পড়তে পারে, এই কথা সম্ভবত মধুর স্বপ্নেও ভাবেননি কোনও পাকিস্তানি সমর্থকও। ঢাকায় এবার বসেছে সাফের আসর। আর সেমিফাইনালে স্বাভাবিকভাবেই ফেভারিট ছিল বাংলাদেশ। সেই আয়োজক দেশকে হারিয়েই গ্রুপ পর্যায়ের পর ফের একবার ভারতের মুখোমুখি পাকিস্তান। ফুটবলে তুল্যমূল্য বিচারে এখনও হয়তো পাকিস্তান অনেকটাই পিছিয়ে কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রুপ লিগে তাদের লড়াইয়ের কথা মাথায় রেখেই আত্মতুষ্টিকে কাছে ঘেঁষতে দিতে নারাজ নৌশাদ মুসার ভারতীয় দল। ওই ম্যাচ ভারত জেতে ৩-২ গোলে। সেমিফাইনালে আব্দুল সামাদের করা একমাত্র গোলে পাকিস্তানের টুর্নামেন্টের ফেভারিট বাংলাদেশকে হারানো এবারের সেরা অঘটন।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আজ
ভারত বনাম পাকিস্তান
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ঢাকা, **সম্প্রচার :** ভিটো অ্যাপ

এবার যথেষ্টই ভাঙাচোরা দল নিয়ে সাফে খেলতে গিয়েছে ভারত। বি দলকে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি লিস্টন কোলাসো, বিজয় ভার্গিসদের আবার পরে সিনিয়ার দলে ডেকে নেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই শক্তি আরও কমে যায় ভারতের। তবু যে দল ফাইনালে পৌঁছেছে তাতে খুশি মুসার বক্তব্য, 'এখনও পর্যন্ত দল যা খেলেছে তাতে আমি খুশি। আরও একটা ফাইনালে পৌঁছানো দলের কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন। আমাদের নানারকমের সমস্যা ছিল। কিন্তু ছেলেরা ওদের দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছে। প্রতিটি ম্যাচই নতুন কিছু শেখায়। এবার আমাদের সামনে একটা নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে।' এর আগে ২০২১ ও ২০২৩ সালে ভারত চ্যাম্পিয়ন হলেও পাকিস্তানের এটাই প্রথম ফাইনাল। নিশ্চিতভাবেই কাপ জিততে নিজেদের উজাড় করে দেবেন পাকিস্তানিরা। একাধিক বিদেশে খেলা ফুটবলার আছে এই পাকিস্তান দলে। আর এটাই শক্তিশালী করেছে এই দলটাকে। মুসার মন্তব্য, 'পাকিস্তানকে এবার একেবারেই অন্যরকম দেখাচ্ছে। ফাইনালে যথেষ্ট কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। তবে আমরা নিজেদের খেলাতেই মনঃসংযোগ করছি। নিজেদের পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন করতে চাই।' কিছু কিছু জায়গায় আরও উন্নতি দরকার বলে মনে করছেন মুসা।



পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনালে রক্ষণের সঙ্গে আক্রমণ তৈরিতেও ভরসা চিংলেসানা সিং।

সিনিয়ার পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান ৩০ বার মুখোমুখি হয়েছে। যার মধ্যে ভারত ১৭ বার এবং পাকিস্তান ৪ বার জেতে। বাকি ম্যাচ ড্র। ২০১১ সালে অনূর্ধ্ব-১৬ সাফ কাপের ফাইনালে একবারই দেখা হয় দুই দলের। সেবার পাকিস্তান ২-১ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়।



গোলে অবদান রেখে উচ্ছ্বাস রোনাল্ডিহোর। ১১ বছর পর মাঠে নামলেন তিনি।

মাঠে নামলেন ৪৬ বছরের রোনাল্ডিনহো

রাভেন্না, ১৬ নভেম্বর : অবসরের ১১ বছর পর ফের মাঠে নামলেন বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলীয় তারকা রোনাল্ডিনহো গাউচো। সিরি সি-র ম্যাচে রাভেন্না এফসি-র হয়ে তিনি ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিট খেললেন। শুরুতে কিছুটা শ্লথ লাগলেও ম্যাচ গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের জাদু দেখিয়েছেন। ২৫ বার বলে টাচ করেছেন। নিয়েছেন ৩টি কর্নার কিক। যেখান থেকে প্রায় গোল হয়ে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত ৩৫ মিনিটে রোনাল্ডিনহোর পা থেকে শুরু হওয়া আক্রমণে গোল তুলে নেয় রাভেন্না। তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে ফোরলি এফসি-কে। সিরি সি-র গ্রুপ বি-তে রাভেন্না দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রোমোশন পেতে গেলে তাদের তালিকায় শীর্ষে থেকে শেষ করতে হবে। ম্যাচের পর ৪৬ বছরের রোনাল্ডিনহো বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ডাকলে আমি ফের মাঠে নামব।'

চ্যাম্পিয়ন বাগিচাপুর

হরিরামপুর, ১৬ নভেম্বর : জন জাতীয় গৌরব দিবস উপলক্ষ্যে হরিরামপুর এএসডিএম ফুটবল মাঠে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় সোমবার চ্যাম্পিয়ন হল বাগিচাপুর বিরসা মুন্ডা একাদশ।

Bidhan Sporting Club
Bidhan Road, Siliguri
Donation cum Lucky Draw-2026
Lottery Result
Draw Date -15-11-2026
1st - 1017, 2nd - 1767
3rd - 3885, Consolations:-
1) 2916, 2) 3719, 3) 4523
4)4615, 5)4547

হাত বাড়ালেই
Suvida
পর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

Memoriam



Late Rangalal Baul
(1910-1997)
Reminiscing Painfully the past golden days.
Daughter - Sujata Baul.



তিরুবনন্তপুরমে আয়োজিত শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ২৮তম জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিসে সফল শিলিগুড়ির খেলোয়াড়রা।

জাতীয় টিটি-তে সোনা প্রিয়ম, শুভেচ্ছা, অভিষেকদেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : তিরুবনন্তপুরমে আয়োজিত শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ২৮তম জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিসে শিলিগুড়ির প্রিয়ম চক্রবর্তী পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জয় ছাড়াও সিঙ্গলস থেকে রুপো এবং ডাবলসে ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরছে। প্রয়াস সাহা অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের সিঙ্গলসে সোনা ছাড়াও মিক্সড ডাবলসে পেয়েছে ব্রোঞ্জ। পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছেন অভিষেক বর্মন। সঙ্গে সিঙ্গলস ও ডাবলস থেকে ব্রোঞ্জ এনেছেন। শুভেচ্ছা রায় মহিলাদের ডাবলসে সোনা ও মিক্সড ডাবলসে রুপো জয় করেছেন। মহিলাদের ডাবলসে রুপো ছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরছেন শ্রুতি দাস। পাঁচ প্যাডলারেরই কোচ মৃন্ময় চৌধুরী। প্রতিযোগিতায় সফল পাঁচ প্যাডলারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটির সভাপতি অমিত সরকার বলেছেন, 'মঙ্গলবার রওনা দিয়ে ওরা বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পৌঁছাবে। সেদিনই ওদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।'

সেমিতে মৃগাঙ্ক-অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় এবং নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজে সোমবার সেমিফাইনালে উঠেছেন পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস কর, মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্ত, বিরাজ দে-অভিজিৎ হালদার ও শ্যামল বাগচী-সঞ্জয় দে। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা হারিয়েছেন যথাক্রমে বাবলু ভার্মা-প্রদীপ দে, দেবব্রত বসু-কমল লাহিড়ি, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-দিলীপ সাহা ও শ্যামল দাস-বিনোদ বৈদ্যকে।

শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হবে। ক্রীড়া পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্বোধনী ম্যাচে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মুখোমুখি হবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের। লিগের বাকি দল- আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ, বিবেকানন্দ ক্লাব, নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন, উল্কা ক্লাব, ওয়াইএমএ ও এসএসবি। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে সঞ্জিতকুমার দাস ট্রফি। রানার্সদের জন্য সমীরকুমার চক্রবর্তী ট্রফি থাকছে। ফেয়ার প্লে-র জন্য অজয়কুমার গুহ ট্রফি দেওয়া হবে। ম্যাচের সেরা ফুটবলার পাবেন নিমাইচন্দ্র রায় ট্রফি।



শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগের ক্রীড়াসূচি প্রকাশ হল সোমবার।

প্রস্তুতি ম্যাচে ৭ গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সোমবার সুখচর ক্লাবের বিরুদ্ধে এক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচে ৭-০ গোলে জেতেন জেমি ম্যাকলারেনরা। এদিন মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও লি এরউইনকে বাদ দিয়ে বাকি সব ফুটবলারকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলান বাগান কোচ প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস। হ্যাটট্রিক করেছেন অজি গোলমেশিন ম্যাকলারেন। চোট সারিয়ে দ্রুত নিজের ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। হয়তো চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচ থেকেই বাগান জনতার আদরের 'ম্যাকা'-কে মাঠে দেখা যাবে। প্রস্তুতি ম্যাচে ম্যাকলারেন ছাড়াও জোড়া গোল কিয়ান নাসিরির। বাকি দুটি গোল করেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে যাওয়া আপুইয়াও পুরো সময় খেলেছেন। যা নিঃসন্দেহে বাগান শিবিরে স্বস্তির বাতাস এনেছে। ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল প্রায় ফিট হয়ে গিয়েছেন। তবে এরউইনের একটা হালকা চোট আছে। তারপরেও দুই ফুটবলারকে নিয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাননি বাগান কোচ। কারণ চার্চিল ম্যাচের পরেই ২৯ তারিখ আইএসএল ডার্বি।

ব্যাটিং নিয়ে গম্ভীরকে সমর্থন শাস্ত্রীর
-খবর তেরোর পাতায়

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বহরমপুর-এর এক বাসিন্দা



পশ্চিমবঙ্গ, বহরমপুর - এর একজন

বাসিন্দা রঞ্জিত মন্ডল - কে 16.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95L 09704 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের জীবনের আর্থিক ব্যবধান পূরণ করে, কারণ অর্থনৈতিক সামর্থ্য যে কোনো ব্যক্তিকে আরও ভালোভাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করতে পারে। এই প্রকল্পটি চালু করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি কর্তৃপক্ষকে স্যালুট জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।